উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ঋতব্রতরাই আসল তৃণমূল : আদালত ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	২৭°	২৯°	২৬°	৩০°	২৬°	৩০°	২৬°

হরমুজে নিখোঁজ ১ ভারতীয় নাবিক ৩

গেরুয়া ছোঁয়া অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে

ক্ষুব্ধ বিজেপি সভাপতি ৩

শিলিগুড়ি ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 13 July 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 56

ফকল্যান্ড থেকে আটলান্টা

বদলার ম্যাচ

ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা

ভারত-পাকিস্তান মানেই হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, ফুটবল মাঠে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হওয়া মানেই বারুদে ঠাসা একটা অন্যরকম উত্তেজনা। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনীতি, ইতিহাস আর পুরোনো হিসেবনিকেশের গল্প।

একটু পিছিয়ে ১৯৮২ সালের কথা ভাবুন। ফকল্যান্ড (আর্জেন্টিনার মানুষ যাকে মালভিনাস বলেন) দ্বীপ নিয়ে ব্রিটেন আর আর্জেন্টিনার মধ্যে যে যুদ্ধটা হয়েছিল, তার আঁচ এসে পড়েছিল খেলার মাঠেও। দেশের মানুষের সেই রাগের জবাব

এরপর আটের পাতায়

কানসাস সিটি, ১২ জুলাই : কানসাস সিটির প্রেস কনফারেন্স রুমে তখন একটা অদ্ভুত স্বস্তির হাওয়া। ১০ জনের সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২০ মিনিটের ঘামঝরানো লড়াইয়ের পর হাঁফাতে হাঁফাতে ৩-১ গোলে জিতে সবে সেমিফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। সাংবাদিকদের সামনে এসে বসেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। কিন্তু স্বস্তির রেশ কাটতে না কাটতেই উড়ে এল সামনের বুধবার আটলান্টার মহারণের প্রসঙ্গ। কারণ, ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সামনে যে এবার ইংল্যান্ড! প্রশ্নটা শুনে স্কালোনি যেন ইচ্ছে করেই একটু বেশি নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন। খুব শান্ত গলায়, যেন কিছুই হয়নি এমন ভান করে বললেন, 'দেখুন, এটা আর পাঁচটা ফুটবল ম্যাচের মতোই একটা খেলা। বিপক্ষ বেশ শক্তিশালী, ওদের কোচও দারুণ। তবে এর বেশি কিছু নয়।'

স্কালোনি ব্যাপারটাকে যতই হালকা করার চেষ্টা করুন না কেন, ফুটবলপ্রেমী মাত্রই খুব ভালো করে জানেন, আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হলে এটা শুধু একটা ফুটবল ম্যাচ হতে পারে না।

যেমন ক্রিকেট বিশ্বকাপে

হাইকোর্টে ফাঁস

মাদক মামলার দুর্নীতি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভা নয়, তৃণমূল আমলে খোদ হাইকোর্টে তথ্য জালিয়াতি করে মাদক কারবারে অভিযুক্তদের জামিন পাইয়ে দেওয়ায় পুলিশ-মাদক পাচারকারী এবং আইনজীবীদের একাংশের তৈরি সিন্ডিকেট কালো কারবারের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এল। যা নিয়ে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে আইনজীবী মহলে। ইতিমধ্যেই ওই বিষয়ে পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি'র রিপোর্ট জমা হয়েছে হাইকোর্টে। তাতে স্পষ্ট হয়েছে দুর্নীতি।

এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত। মাদকের কারবার রোখা যে পুলিশের কাজ তারাই হয়ে উঠেছে মাদক পাচারকারীদের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। মাদক সংক্রান্ত অপরাধ দমনের জন্য দেশে এনডিপিএস বা নার্কোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট রয়েছে। এটি অত্যন্ত কড়া একটি আইন, যেখানে সহজে জামিন মেলার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু এই আইনের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হল ৪২ এবং ৫২ নম্বর ধারা। ৪২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনও পুলিশ আধিকারিক যখন গোপন সূত্রে মাদক পাচার বা মজুতের কোনও খবর পান, তখন তল্লাশিতে যাওয়ার আগে তাঁকে সেই তথ্যটি অবিলম্বে নিজের ডায়েরিতে বা নথিতে লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হয় এবং দ্রুত তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তা জানাতে হয়। এর মূল কারণ হল পুলিশি তল্লাশির স্বচ্ছতা বজায় রাখা। যাতে কোনও পুলিশ আধিকারিক ব্যক্তিগত আক্রোশে মিথ্যা মামলা সাজাতে না পারেন, অথবা বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদকের পরিমাণ নিয়ে পরে কোনও কারচুপি করতে না পারেন। অন্যদিকে, ৫২(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী, কাউকে গ্রেপ্তার করার পর যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে গ্রেপ্তারের সুনির্দিষ্ট কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হয়। গ্রেপ্তারের কারণ না জানানো হলে, আদালত তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় সেই ত্রুটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে পারে।

তদন্তে দেখা গিয়েছে বহু মামলাতেই পুলিশ জেনেবুঝেই ৪২ এবং ৫২(১) ধারা অনুযায়ী পদ্ধতি মেনে কাজ করেনি। এমনকি মামলার নথি বা কেস ডায়েরির মধ্যেও এই সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র রাখা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টেরও স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে যে এই ধারাগুলো না মানলে মামলা টিকবে না। ফলে আদালতে যখন বিচারপতি নথিপত্র দেখতে চান, তখন এই কাগজগুলোর অভাবেই পুরো গ্রেপ্তার প্রক্রিয়াটি বেআইনি বলে গণ্য হয়। আর ঠিক এই ফাঁক গলেই ভয়ংকর সব মাদক পাচারে অভিযুক্তরা খুব সহজেই আদালত থেকে আইনি পথে জামিন পেয়ে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ, পুলিশ সরাসরি কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু খাতায়-কলমে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ত্রুটি রাখছে, যার ফলে আইনি পথেই অপরাধীরা মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

মাস চারেক আগে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি দেবাংশু বসাক একটি মাদক মামলায় প্রথম এই কারসাজি ধরেন। তখনই তিনি রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের এডিজিকে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিলেন। ১ জুলাই সেই রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা হয়েছে। সেই রিপোর্ট সাধারণ মানুষের চোখ কপালে তোলার জন্য যথেষ্ট।

এরপর আটের পাতায়

মাদক মামলার জামিনের ক্ষেত্রে পুলিশ, মাদক পাচারকারী ও আইনজীবীদের অশুভ আঁতাতের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে

- এনডিপিএস আইনের ৪২ ও ৫২(১) ধারা ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করে মাদক পাচারকারীদের জামিনের সুযোগ দিয়েছে পুলিশ
- জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশে পুলিশের উত্তরবঙ্গের এডিজি ১ জুলাই হাইকোর্টে এই দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন
- এডিজির ওই রিপোর্টে উত্তরবঙ্গের ২৯টি সুনির্দিষ্ট মাদক মামলায় বেআইনি কাজের স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে
- অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সরকারি আইনজীবীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

সময়ের কথা

জনপ্রতিনিধি প্রত্যাহারের অধিকার জরুরি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

গণতন্ত্রে নেতা কখনও প্রভু নন, তিনি জনগণের কর্মচারী। পাঁচ বছরের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, মালিকানা নয়। অথচ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যেন এই সত্য উলটে গিয়েছে। ভোট শেষ হলেই অনেক নেতা মানুষের দিকে আর ফিরেও তাকান না। দলবদল এখন রাজনৈতিক কৌশলে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি হয়ে গিয়েছে প্রশাসনিক অভ্যাস। আর এসবের মাঝে ভোটাররা পাঁচ বছর পর মনে পড়া একটি সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় গণতন্ত্র রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে 'রাইট টু রিকল' বা জনপ্রতিনিধি প্রত্যাহারের অধিকার। তাহলে নির্বাচিত প্রতিনিধিও জানবেন যে তাঁদের আসল মালিক জনগণ, কোনও রাজনৈতিক দল নয়।

পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'দলবদল' শব্দটা একটি কুৎসিত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের অমূল্য ভোটে নির্বাচিত হয়ে, আদর্শের ঝান্ডা বদলে অবলীলায় অন্য শিবিরে যোগ দেওয়ার এই যে খেলা, তা আসলে কোটি কোটি সাধারণ ভোটারকে চূড়ান্ত বোকা বানানোর শামিল। নির্বাচনের আগে যখন প্রার্থীরা করজোড়ে জনতার দুয়ারে এসে দাঁড়ান, তখন তাঁরা হয়ে ওঠেন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। কথায় থাকে সততার সুবাস। নিজেকে জনসেবার মূর্ত প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ছাড়া তাঁদের জীবনে আর কোনও দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই।

কিন্তু যে মুহূর্তে ভোটের বাক্স বন্ধ হয় এবং গণনা শেষে তাঁরা বিধায়ক, সাংসদ বা মন্ত্রীর চেয়ারে বসেন, সেই মুহূর্তেই নেতার রূপান্তর ঘটে।

এরপর আটের পাতায়

ভিন জেলাতেও 'সরাসরি শংকর'

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরেও মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি রাজ্যের অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে নাগরিক সেবাকেন্দ্রে বসবেন বলে জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ককে সঙ্গে নিয়েই এই কর্মসূচি চলবে। পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়গুলির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমস্যা মেটানোই তাঁর এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

মন্ত্রী হওয়ার পরে নাগরিকদের সমস্যা শুনতে তিনি 'সরাসরি শংকর' কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। মূলত নিজের বিধানসভা শিলিগুড়ির জন্যই এই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা সমস্যা নিয়ে অনেকেই তাঁর কাছে আসতে শুরু করেন। বিশেষ করে তাঁর শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার খবর চাউর হওয়ায় প্রথম দিকে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যা জানাতে অনেকেই শংকরের দ্বারস্থ হন। শেষপর্যন্ত তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী না করা হলেও শংকরের প্রতি মানুষের আস্থা কমেনি। উত্তরবঙ্গের নানা জেলা থেকে তাঁর দপ্তরের বাইরের বিষয়ও লোকজন বর্তমানে বিধায়ক সেবাকেন্দ্রে এসে অভিযোগ জানাচ্ছেন। সেকথা ভেবে অন্য জেলার সেই নাগরিকদের আর শিলিগুড়িতে আসতে না দিয়ে তিনি এবার তাঁদের জেলাতেই যেতে আগ্রহী।

শংকর বলেন, 'এ মাসের শেষের দিকে অন্য জেলাগুলিতে গিয়ে নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে সংশ্লিষ্ট বিধায়ককে নিয়েই নাগরিক পরিষেবায় থাকব। পর্যটন সংক্রান্ত অভিযোগ গুরুত্বসহকারে দেখব।' উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রথম দিকে এবং পরে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাঁর কর্মসূচি চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অন্যান্য জেলার বিধায়করা সমস্যা মেটাতে পারছেন না কি না, এই প্রশ্নের জবাবে শংকরের বক্তব্য, 'মানুষের কথা রাখতে এবং তাঁদের সমস্ত সমস্যা আরও সহজ করার চেষ্টা করব শুধু।'

রবিবার শিলিগুড়িতে হিন্দি হাইস্কুলে 'সরাসরি শংকর'-এর চতুর্থ পর্বে চোখে পড়ার মতো ভিড় ছিল। অর্পিতা দাস নামে এক কর্মী এদিন শংকরের কাছে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের তৎকালীন ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহার বিরুদ্ধে কুপ্রস্তাব ও হেনস্তার অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত তিন বছর ধরে তাঁকে চাকরি ও বেতন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। মাদারিহাটের বাসিন্দা অর্পিতার দাবি, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওই ম্যানেজারের ঘনিষ্ঠতা থাকায় তিনি প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ জানিয়েও বিচার পাননি। ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি তাঁর বাবা পর্যটন দপ্তরের কর্মী অরুণ দাসের মৃত্যুর পর ২০২০ সালের মার্চ মাসে পোষ্য হিসেবে তিনি চতুর্থ শ্রেণির পদে চাকরি পান। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে বদলি করা হয়। এরপর থেকেই তাঁকে ম্যানেজারের কুপ্রস্তাবের শিকার হতে হয়। প্রতিবাদ করায় ছুটি

এরপর আটের পাতায়

'সরাসরি শংকর' কর্মসূচিতে হিন্দি হাইস্কুলে মন্ত্রী। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

সরকার বদলেছে, ছবি বদলায়নি

ফের রমরমিয়ে বালি পাচার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : রাজ্যে ১৫ বছর পর সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে নদী থেকে বালি ও পাথর তুলে পাচারের পুরোনো সেই ছবি বিন্দুমাত্র বদলায়নি। বরং বর্তমানে এই বেআইনি কারবার আগের চেয়েও বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদলের ফলে সিন্ডিকেটে থাকা মুখগুলো কেবল পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু কারবারের ধরন একই থেকে গিয়েছে। এমনকি দিনের আলোয় প্রচুর ডাম্পার বালি ও পাথর বোঝাই করে সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে চলে যাচ্ছে। মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বিধানসভা এলাকাও এই পাচারের চক্র থেকে বাদ পড়েনি।

মাটিগাড়ার বালাসনের বিভিন্ন ঘাট, নকশালবাড়ির মানঝা, চেঙ্গা নদীতে বেলগাছি ও লোহাসিং এলাকার ঘাট থেকে বালি ও পাথর পাচার হচ্ছে। একইসঙ্গে মেচি নদীর রকমজোত, খড়িবাড়ির মেচি ও ডুমুরিয়া এবং ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বালাসন ও মহানন্দার ঘাট থেকেও এই অবৈধ কাজ চলছে। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা এই সিন্ডিকেট থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন। প্রশাসনের একাংশ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অভিযোগ সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর কিছুদিন পাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু সরকার গঠন হতেই ফের কারবার পুরোদমে শুরু হয়েছে। মাটিগাড়ার কাওয়াখালিতে বালাসন নদী থেকে প্রতিদিন শতাধিক ডাম্পার বালি নিয়ে যাচ্ছে। নিমাইজোত এলাকায় নদী থেকেও ট্র্যাক্টর ও ডাম্পারে বালি পাচার হচ্ছে। অভিযোগ, এই কারবারে ব্লকের বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতি সহ অন্য নেতা ও নেত্রীরা যুক্ত রয়েছেন। মাটিগাড়ায় পুলিশ একটি ডাম্পার আটক করলে ওই মণ্ডল সভাপতি গাড়ি ছাড়াতে থানায় পৌঁছে গিয়েছিলেন।

দলের কারও এই সিন্ডিকেটে যুক্ত থাকার কথা নয় বলে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা

এরপর আটের পাতায়

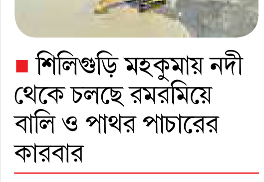

- শিলিগুড়ি মহকুমায় নদী থেকে চলছে রমরমিয়ে বালি ও পাথর পাচারের কারবার
- রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদলের পরেও সিন্ডিকেটের কারবার কার্যত একইরকম থেকে গিয়েছে
- বালি পাচার রুখতে প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন

তিনজনের গায়ে আগুন, নেপালে পথে তরুণরা

প্রধানমন্ত্রিত্বের এক বছর পর বালেন্দ্র'র ইস্তফার দাবিতে আন্দোলন

কাঠমান্ডু, ১২ জুলাই : নেপালে আবার অশান্তির আভাস। নতুন নির্বাচিত সরকারের মেয়াদকালের এক বছর পার হতে না হতে হিংসার আগুন জ্বলে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের পদত্যাগের দাবিতে ফের পথে নেমেছে তরুণ প্রজন্ম। গত তিনদিনে ওই বিক্ষোভ চলাকালীন তিনজন গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটেছে। আরও একজন গুরুতর আহত অবস্থায় কাঠমান্ডুর একটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

অথচ জেন জেড-এর আন্দোলনের জেরে ২০২৫-এর ৫ মার্চ ক্ষমতায় এসেছিলেন কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বালেন্দ্র শাহ। তার আগে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে তরুণ প্রজন্মের জোরদার আন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল পরিচালিত কেপি শর্মা ওলির সরকার। বালেন্দ্রর জয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন নেপালের তরুণরা। দেশের বর্তমান সেই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সেই তরুণরাই পথে নেমেছেন। বালেন্দ্রর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে।

গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া জেন জেড আন্দোলন চরম আকার নিয়েছে। বিক্ষোভ ঠেকাতে হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশকে। কাঠমান্ডুর একাধিক জায়গায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে। রবিবার আন্দোলনকারীদের মিছিল কাঠমান্ডুর প্রধান প্রশাসনিক চত্বর 'সিং দরবার'-এর দিকে যাওয়ার সময় 'বালেন্দ্র শাহ পদত্যাগ করো' এবং 'স্বৈরাচারী শাসন চলবে না' স্লোগান ওঠে।

কাঠমান্ডু পুরসভার মেয়র থাকাকালীন বেআইনি হকার এবং বস্তি উচ্ছেদ নিয়ে বালেন্দ্রর যে বিতর্কিত ভূমিকা ছিল, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশজুড়ে সেই নীতি প্রয়োগ করাতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে। এক আন্দোলনকারী ছাত্র নেতা বলেন, 'ভোটে জেতার পর থেকে বালেন্দ্র শাহ জনগণের মৌলিক সমস্যা বা কর্মসংস্থানের সমাধান না করে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং একনায়কতন্ত্র চালাতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

- তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বালেন্দ্র শাহ
- মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি রোধ ও কর্মসংস্থান ছিল তাঁর নির্বাচনি আশ্বাস
- অভিযোগ, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ বালেন্দ্র সরকার
- প্রতিবাদে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে উত্তাল নেপাল

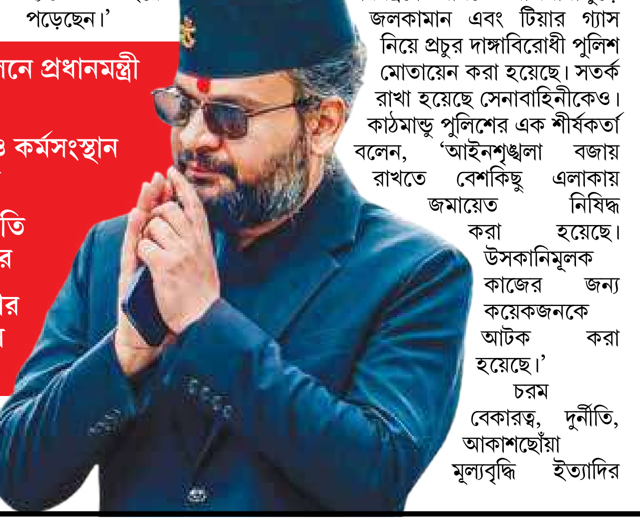

প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজধানীজুড়ে জলকামান এবং টিয়ার গ্যাস নিয়ে প্রচুর দাঙ্গাবিরোধী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সতর্ক রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীকেও। কাঠমান্ডু পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বেশকিছু এলাকায় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উসকানিমূলক কাজের জন্য কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।'

চরম বেকারত্ব, দুর্নীতি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির প্রতিবাদে জেন জেড-এর আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত বছর। পরের পর নেপালে বিভিন্ন দলের সরকার তৈরি হলেও ওইসব সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছিল তরুণ সমাজ। সেই আন্দোলনে শামিল তরুণদের সামনে কার্যত আশার আলো হয়ে উঠেছিলেন পেশায় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ও শখের র‍্যাপার বালেন্দ্র। তাঁর গান সেইসময় দেশের তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষকে মুক্তির আন্দোলনে উদ্দীপিত করেছিল।

দুর্নীতিমুক্ত নেপাল, বেকারত্ব থেকে মুক্তি ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৈরি হয়েছিল বালেন্দ্র সরকার। তরুণ প্রজন্মের অভিযোগ, সেই প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ তাদের নির্বাচিত সরকার। সেই কারণে মাত্র এক বছর আগে যাঁকে দেশনায়ক বানিয়েছিল তারা, সেই বালেন্দ্রর পদত্যাগের দাবিতে কাঠমান্ডু উত্তাল

এরপর আটের পাতায়

মোবাইল সরিয়ে পড়ুয়াদের পড়াশোনার আর্কষণে দুই ভিন্ন কৌশল

স্কুলের দোরগোড়ায় হাজির সুলভে বই

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১২ জুলাই : 'জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। বই, বই এবং বই।' বইয়ের গুরুত্ব বোঝাতে এই কথাটি বহু আগেই বলে গিয়েছেন বিখ্যাত রুশ লেখক লিও টলস্টয়। কিন্তু বর্তমানে স্মার্টফোনের যুগে দাঁড়িয়ে এ কথা ক'জন পড়ুয়া মানছে? আর যারা মানছে, তারাই বা কতটা ঠিকঠাক মেনে চলছে?

আজকাল প্রত্যেক অভিভাবকই চান তাঁর সন্তান যেন দুধে ভাতে থাকে। আর সেই কারণেই মুখের কথা ফুটতে না ফুটতেই সন্তানের জন্য হাজির হয় রিমোট চলা গাড়ি সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র। অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে ডিজিটাল যুগে এগিয়ে রাখতে আবদারমাত্রই হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্টফোন, দামি ল্যাপটপ কিংবা গেমিং গ্যাজেট। এর ফলে বড় হয়ে ওই ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশ বইবিমুখ হয়ে পড়ছে।

ঠিক এই সময়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথ দেখাতে এবং তাদের বইমুখী করতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী শংকরকুমার সাহা। ন্যাশনাল ক্লাব সংলগ্ন শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শংকর। তিনি তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের পিওন ছিলেন। ২০১৪ সালে অবসর নেওয়ার পর যখন সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে শুয়েবসে দিন কাটানো পছন্দ করেন, তখন তিনি নিজেকে এক মহান ব্রতে নিয়োজিত করেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন স্কুলে সাশ্রয়ী মূল্যে বই নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। এবিষয়ে শংকরের বক্তব্য, 'ছেলেমেয়েরা যেভাবে মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে, তা ভবিষ্যতের জন্য ভালো নয়। ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। যেসব দুঃস্থ পড়ুয়া অর্থের অভাবে বই কিনতে পারে না, তাদের সুলভ মূল্যে বই তুলে দেওয়াই আমার লক্ষ্য।'

ভেলাপেটা হাইস্কুলে পড়ুয়াদের সামনে বইয়ের পসরা নিয়ে শংকরকুমার সাহা।

এমন কাজের চিন্তাভাবনা নিয়ে তিনি জানালেন, একদিন তাঁর ছেলে রাসমেলা থেকে একটি ঘূর্ণায়মান ম্যাপ কিনে আনে। সেটি দেখে তাঁর মনে হয়, এর মাধ্যমে শিশুরা এক নজরে সারা বিশ্বকে দেখতে পাবে। এরপরই তিনি প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ৫০০টি ম্যাপ এনে বিক্রি করেন। ধীরে ধীরে পড়ুয়ারা তাঁর কাছে বইয়ের দাবি জানাতে থাকে, আর এভাবেই শুরু হয় তাঁর এই যাত্রা।

সম্প্রতি নাটাবাড়ি হাইস্কুলে গিয়ে দেখা যায়, বেঞ্চের ওপর সাজানো রয়েছে ইংরেজি অভিধান, সাধারণ জ্ঞান, শিক্ষা প্রদীপন, রামায়ণ, বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগরের জীবনী এবং নানা গল্পের বই। পড়ুয়ারা ভিড় করে সেই বইগুলো উলটেপালটে দেখছে ও কিনছে। সুজিত বর্মন নামে এক পড়ুয়া বলেন, 'দোকানে বইয়ের দাম অনেক বেশি থাকে। কিন্তু এখানে হাতের নাগালে সুন্দর সুন্দর বই দেখে খুব ভালো লাগছে। আমি একটা অভিধান কিনলাম।'

শংকরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে শিক্ষক মহলও। ভেলাপেটা হাইস্কুলের শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'গ্রামাঞ্চলে অনেক অভিভাবকই সন্তানকে আলাদা করে বই কিনে দেন না। এমন পরিস্থিতিতে স্কুলের দোরগোড়ায় সাধ্যের মধ্যে বই পেয়ে পড়ুয়াদের পড়ার প্রবণতা বাড়ছে। তাঁর এমন উদ্যোগ সত্যিই কুর্নিশের যোগ্য।'

ক্লাসরুমে ফেরাতে দুয়ারে প্রধান শিক্ষক

বরুণ মজুমদার

ডালখোলা, ১২ জুলাই : উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার রামকৃষ্ণপুর প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মৃতি মেমোরিয়াল হাইস্কুলে পড়ুয়াদের স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা কমাতে এবং উপস্থিতির হার বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক বিকি দত্ত।

জেলা ও রাজ্য স্তরে একাধিক পুরস্কারে ভূষিত এই বিদ্যালয়টিতে হঠাৎ করে পড়ুয়াদের উপস্থিতি উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ায়, তিনি নিজেই সরাসরি মাঠে নেমেছেন। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১,৭১৬ জন ছাত্রছাত্রীর এই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির প্রকৃত কারণ জানতে এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনতে প্রধান শিক্ষক প্রায় ৭ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাউন্সেলিং অভিযান শুরু করেছেন।

গরমের ছুটির পর বিদ্যালয় খুললে দেখা যায়, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৭০ থেকে ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত থাকছে। প্রথমে ফোনে যোগাযোগ করেও কোনও সুফল না মেলায় পড়ুয়াদের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন প্রধান শিক্ষক। বর্তমানে প্রতিদিন স্কুলের প্রার্থনা সভা শেষ হতেই তিনি অনুপস্থিত পড়ুয়াদের তালিকা হাতে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন।

এমনকি রবিবারের ছুটির দিনটিতেও তিনি ছাত্রদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন। অভিযান চলাকালীন সাগরপুর গ্রামে এক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, 'একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে জানতে পারি, বাবা-মা তাকে বিদ্যালয়ে যেতে বললেও সে ঘরে বসে মোবাইল ফোনে গেম খেলছে। আমি নিজে ঘরে ঢুকে তার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে স্কুলে এসে তা আলমারিতে রেখে দিয়েছি।' কিছু পড়ুয়া ইতিমধ্যে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছে বলেও স্কুল জানতে পেরেছে।

> **একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে জানতে পারি, বাবা-মা তাকে বিদ্যালয়ে যেতে বললেও সে ঘরে বসে মোবাইল ফোনে গেম খেলছে। আমি নিজে ঘরে ঢুকে তার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে স্কুলে এসে তা আলমারিতে রেখে দিয়েছি।**
>
> **বিকি দত্ত** প্রধান শিক্ষক, রামকৃষ্ণপুর প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মৃতি মেমোরিয়াল হাইস্কুল

অনুপস্থিত পড়ুয়াদের দ্রুত বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে সমাজমাধ্যমেও প্রচার চালাচ্ছেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই 'দুয়ারে অভিযান' এবং মোবাইল আসক্তি দূর করার কঠোর পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক থেকে অভিভাবকরা। এমন উদ্যোগের ফলে দ্রুত বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উপস্থিতি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সকলে।

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস প্রধান শিক্ষকের এই অভিনব উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে জানিয়েছেন, শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষক সমাজকে এভাবেই আরও এগিয়ে আসতে হবে।

গরমের হাত থেকে বাঁচতে গাছের নীচে মাচায় বিশ্রাম। গঙ্গারামপুরে। ছবি : চয়ন হোড়

পদ্মাপারে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রয়াণ

জলপাইগুড়ি, ১২ জুলাই : বাংলাদেশের প্রবীণ রাজনীতিবিদ তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জমিরউদ্দিন সরকার রবিবার প্রয়াত হয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর প্রয়াণের খবরে এদিন শোকের ছায়া জলপাইগুড়িতে।

জমিরউদ্দিনের জন্ম অবিভক্ত বাংলার তেঁতুলিয়ার ভজনপুরে। শৈশব ও ছাত্রজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তিনি কাটিয়েছেন জলপাইগুড়িতে। প্রথমে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল এবং পরে আনন্দ চন্দ্র কলেজে পড়াশোনা করেন। দেশভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে যান। সেখানে আইনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ব্যারিস্টারি সম্পন্ন করেন। পরে বাংলাদেশের আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। লেখক উমেশ শর্মা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি জমিরউদ্দিন বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের শিক্ষা, আইন, জাতীয় সংসদের স্পিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

এদিন ভোর ৪টে ১৯মিনিটে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জমিরউদ্দিন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। জমিরউদ্দিনের পরিবারের ঘনিষ্ঠ মোতিয়ার রহমান বলেন, 'এক প্রাজ্ঞ আইনজ্ঞ, বর্ষীয়ান রাজনীতিক এবং জলপাইগুড়ির এক প্রাক্তন ছাত্রের জীবনাবসান ঘটল। তাঁর মৃত্যু দুই বাংলার মানুষের কাছেই বেদনার। জলপাইগুড়িতে আজও তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতি রয়েছে।'

শোক জলপাইগুড়িতে

রেলপথ নির্মাণে ড্রোন সার্ভে

রায়গঞ্জ, ১২ জুলাই : উত্তর দিনাজপুরে ডালখোলা-গাজোল নতুন রেলপথ প্রকল্পের জন্য সার্ভে শুরু হয়েছে। রায়গঞ্জ ও ইটাহার হয়ে প্রস্তাবিত এই রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে শুরু হয়েছে ড্রোন সার্ভে। রবিবার রায়গঞ্জের সোনাডাঙ্গি এলাকায় সার্ভে চলে। সার্ভের রিপোর্ট রেল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হবে। এদিন সার্ভেয়ার টিমের এক সদস্য জানান, সোনাডাঙ্গি হয়ে বাঁক ঘুরে লাইনটি চলে যাবে ইটাহারের দিকে। ছয় মাসের মধ্যে সার্ভের কাজ শেষ করে ডিপিআর তৈরি হবে। কাটিহার রেল অফিসের ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার-১ ও ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার-৩ যাবতীয় কাজের তদারকি করছেন। রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বলেন, 'আমাদের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল ডালখোলা থেকে গাজোল পর্যন্ত নতুন রেল প্রকল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছেন। আজ থেকে ড্রোন দিয়ে সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিনের দাবি এবার পূরণ হতে চলেছে।'

সংশোধনী

রবিবার ১৪ পাতায় প্রকাশিত মেধাবৃত্তি প্রাপক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, মাদারিহাটের বাসিন্দা পরমা ব্রাহ্মিণের নাম ভুলবশত পারমিতা ব্রাহ্মিণ প্রকাশিত হয়েছে।

আম পাড়তে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া মালদায়

মালদা, ১২ জুলাই : মালদার আমের গুণগত মান আরও বৃদ্ধি করতে বিশেষ আধুনিক ম্যাঙ্গো হারভেস্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করছেন মালদার আমচাষিরা। এতদিন পুরোনো গতানুগতিক পদ্ধতিতেই গাছ থেকে পাড়তেন কৃষকরা। ফলে আমের গায়ে দাগ ও অনেক সময় আম মাটিতে পড়ে নষ্ট হত। এবার এই পদ্ধতির ব্যবহারে সমস্ত সমস্যা দূর হবে। মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে এই মরশুমে বেশকিছু কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও নতুন ম্যাঙ্গো হারভেস্টার প্রদান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা বিজ্ঞানী দুষ্যন্তকুমার রাঘব বলেন, 'বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন মালদায় পুরোনো পদ্ধতিতে আম পাড়া হয়েছে। এবার থেকে আধুনিক হার্ভেস্টারের মাধ্যমে দাগহীন ও নিরাপদভাবে আম সংগ্রহ করা হবে।'

চলতি মরশুমে কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের মালদা শাখার তরফে বিভিন্ন প্রান্তের বেশ কিছু আমচাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নতুন হারভেস্টিং পদ্ধতির। পুরোনো আম পাড়ার ঝুড়ির মতোই এই নতুন ম্যাঙ্গো হারভেস্টিং পদ্ধতি। পুরোনো পদ্ধতিতে লম্বা সরু বাঁশের একপ্রান্তে একটা ছোট থলির মতো থাকে। নতুন পদ্ধতিতেও ঝুড়ি রয়েছে বিশেষ সুতোর। তবে এই ক্ষেত্রে আমের বোঁটা কাটার জন্য বিশেষ ধারালো অংশ রয়েছে। এতে আমের বোঁটা একটু উঁচু থেকে কাটা যাচ্ছে। ফলে আমের বোঁটার রস বের হচ্ছে না। যার ফলে আমের গায়ে কোনও দাগ পড়ছে না। আমচাষি রবিউল ইসলাম বলেন, 'এতদিন প্রচলিত পদ্ধতিতেই আম পাড়তাম। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে নতুন পদ্ধতিতে আম পাড়ার।'

আম পাড়তে ম্যাঙ্গো হারভেস্টিং পদ্ধতি প্রয়োগ। -সংবাদচিত্র

কৃষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিনামূল্যে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে জেলার শতাধিক কৃষকদের এই আম পাড়ার বিশেষ ঝুড়ি প্রদান করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'একের পর এক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আম চাষের প্রশিক্ষণ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র দিচ্ছে। এতে লাভবান হচ্ছেন জেলার কৃষকরা। পাশাপাশি, জেলার আমের গুণগতমান আবারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

কর্মখালি

শিলিগুড়ি হংকং মার্কেটে রেডিমেড কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন সাক্ষাতে। ফোন:- 9641342192. (C/122292)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mastafa Alom, C/o Kasem Ali Miya Vill- Shilkhuri-I Post - Chilkir Hat, আমার বাবার নাম Kasem Ali Miya, কিন্তু মাধ্যমিকের সব ডকুমেন্টে Kashem Ali থাকায় 04-07-2026 1st Class (J.M) (COB) Affidavit করি। এখন থেকে আমার বাবা Kasem Ali Miya ও Kashem Ali এক অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122810)

●

আমি Lakshmipriya Biswas পিতা - Swapan Biswas, V.+P.- Salkumar Hat, থানা - আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার। আমার আধার কার্ডের নাম ভুল থাকার জন্য আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে, আমার নাম Laxmipriya Biswas থেকে Lakshmi Priya Biswas হলাম। (B/S)

●

আমি Suchitra Barman, স্বামী- মানিক বর্মন, ওয়ার্ড নং- 18, পো+থানা- ফালাকাটা, জেলা- আলিপুরদুয়ার- 735211, প:ব:, আমার আধার কার্ড নং- 742684936509-এ আমার নাম ভুলবশত Suchita Barman ও DOB 22-10-1992 থাকায় গত 25/06/2026 J.M. 1st Class, আলিপুরদুয়ার-এর অ্যাফিডেভিট বলে Suchitra Barman ও DOB 15-04-1994 হলো। Suchitra Barman ও Suchita Barman একই ব্যক্তি। (CA)

দরিদ্র মেধাবী ছাত্র, ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য আবেদন

আবেদনকারীকে অবশ্যই পাঠরত/পাঠরতা হতে হবে - ১) নদীপার এন.সি. হাইস্কুলে, বালুরঘাট খাদিমপুর হাইস্কুলে এবং খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত (আবাসিকদের জন্য)। ২) বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে এবং বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরাজি এবং অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স। ৩) পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্বীকৃত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, ইংরাজি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এম.এস.সি (আবাসিকদের জন্য)। ৪) পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্বীকৃত সরকারি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পাঠরত ছাত্র/ছাত্রী (আবাসিকদের জন্য)। অসংরক্ষিত দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্র, ছাত্রীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এছাড়া মাধ্যমিকে ৮৫% নম্বর পাওয়া ছাত্র/ছাত্রী বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলে বাৎসরিক ৩৬০০/- টাকা বৃত্তি পাবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে নিজের ব্যাংক পাস বইয়ের ফোটোকপি, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, আই.এফ.সি. কোড, ও ফোন নাম্বার জমা দিতে হবে। তমাল চক্রবর্তী, সম্পাদক, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র সাহায্য তহবিল, ঠিকানা :- নদীপার এন.সি. হাইস্কুল, পোঃ- চকভৃগু, থানা - বালুরঘাট, জিলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১০২, daridramedhabi@gmail.com (M)

WBEIDC

Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W26-27/000074, Dated : 09-07-2026
Nature of work : INVITATION FOR EXPRESS OF INTEREST (EOI) FOR - Selection and Empanelment of Agencies for Preparation of Detailed Project Report (DPR) for the Proposed WEBEL Siliguri IT Park - Phase IV
Due date of Submission : 14 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 08240339063
ICA-T12328(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD vide **NIeT No. 06 of 2026-27 of the E.E., NBDD.** Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website : **www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
North Bengal Development Department

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the S.E./NBDD vide NIeT No. 04 (Sl. No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 & 13) of 2026-27. Details of works will be seen in the above mentioned NIe-T in the website : **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Superintending Engineer
North Bengal Development Department

অ্যাফিডেভিট

I Priyanka Ghosh Das W/o of Sudip Kumar Das, residing at Village Kachutia, Malgram, Pin - 713123. Hence forth be known as Priyanka Ghosh as declared before the Notary Public at Katwa Court by affidavit SL No- 9213/26 and dated 01.07.26. Priyanka Ghosh Das & Priyanka Ghosh both are same and one identical person. (C/122809)

●

আমি, Md Matiur Sk, পিতা - Hazrat Sekh, গ্রাম - Gosaihat, পোস্ট - Bangitola, থানা - Mothabari, জেলা - Malda. আমার আধার, ভোটার পরিচয়পত্রসহ সকল সরকারি নথিতে আমার নাম Md Matiur Sk. কিন্তু পঞ্চনন্দাপুর লস্করিটোলা S.K.U.S. Limited-এর সেভিংস অ্যাকাউন্ট নং 2650-এ ভুলবশত আমার নাম Matiur Rahaman লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত ইংরেজি 09/02/2026 তারিখে মালদার ফার্স্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিলকৃত হলফনামা অনুযায়ী Md Matiur Sk ও Matiur Rahaman একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122808)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the General Manager
District Industries Centre, Alipurduar
Notice Inviting e-Tender
Invites e-tenders from eligible bidders for
e-NIT No: DIC/APD/E-NIT/01/2026-27 dated 13.07.2026
Sl. No. 1. Name of the Work : Hiring of goods and services for the organization of Udyam Registration Camps under RAMP programme on, as and when required basis at desired location within Alipurduar District. Closing : 27.07.2026 at 6:00 P.M. Tender details available at https://wbtenders.gov.in Sd/- GM, DIC, Alipurduar.
ICA-T12320(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the S.E./NBDD vide NIeT No. 02 (Sl. No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) and NIeT No. 03 (Sl. No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) of 2026-27 of the S.E., NBDD. Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website : **www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in**
Sd/-
Superintending Engineer
North Bengal Development Department

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD vide **NIe-T No. 05 of 2026-27.**
Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
North Bengal Development Department

আজ টিভিতে

বসন্ত বিলাপ রাত ১০.৩০ **জি বাংলা সোনার**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ বিয়ের লগ্ন, বেলা ১২.৩০ মিস কল, বিকেল ৩.৩০ সংগ্রাম, সন্ধে ৬.৪৫ রাখী পূর্ণিমা, রাত ৯.৪৫ রাম লক্ষ্মণ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দুজনে, বেলা ১.৩০ সঙ্গী, বিকেল ৪.৪৫ অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধে ৭.৩০ প্রতিকার, রাত ১১.০০ কালীশংকর

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আপন আমার আপন, বেলা ১১.৩০ আসল নকল, দুপুর ২.৩০ পবিত্র পাপী, বিকেল ৫.০০ আশ্রয়, সন্ধে ৭.৩০ তোমায় পাব বলে, রাত ১০.৩০ বসন্ত বিলাপ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পুষ্পধনু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আক্রোশ

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১২.২২ ড্যাসিং সিএম ভরত, বিকেল ৩.১৭ শেরশাহ, সন্ধে ৬.০৫ কালি কিতাব, রাত ৮.৪৯ গোলমাল এগেইন

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৩৪ মোহিনী, ২.৫০ টারজান দ্য ওয়ান্ডার কার, সন্ধে ৬.০২ জিগর কলেজা, রাত ১০.৩০ তনহাজি

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৪৭ জুনুন, দুপুর ২.১৫ হম আপকে দিল মে রহেতে হ্যায়, বিকেল ৫.৩০ সড়ক, সন্ধে ৭.৫২ মেহেরবাঁ, রাত ১০.৪৪ কুং ফু হাসল

গোলমাল এগেইন রাত ৮.৪৯ **স্টার গোল্ড টু**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। সংসারে আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা কেটে যাবে। বৃষ : স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রে বদলির খবরে মানসিক চাপ হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : অনিদ্রাজনিত রোগকে অবহেলা করবেন না। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা আজ। বাড়ির বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা। কর্কট : ব্যবসায়ীরা সঠিক পরিকল্পনা করেই বিনিয়োগ করুন। সরকারি কর্মচারীরা খুব ভালো খবর পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। সিংহ : রাস্তাঘাটে আজ একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কোনও আত্মীয় আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত করতে পারে। কন্যা : প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে বাড়ি তৈরিতে বাধা পেতে পারেন। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তরা আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। তুলা : জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা দূর হবে। বৃশ্চিক : বাইরের কোনও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নিজের দলে সম্মানজনক পদ পাবেন। ধনু : বেহিসাবি জীবনযাত্রায় খরচ বাড়বে। বাইরের কোনও খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের সম্ভাবনা। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। মকর : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য দেখে মনে শান্তি পাবেন। লটারিতে আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : শিল্পী ও কলাকুশলীদের নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। রাস্তাঘাটে কোনও বিতর্কিত আলোচনায় যোগ দেবেন না। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : বহুদিন ধরে চলা পারিবারিক সমস্যা আজ মিটে যাবে। ব্যবসায় সাময়িক মন্দা। শ্বশুরকুল থেকে স্থাবর সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২২ আষাঢ়, ১৩ জুলাই ২০২৬, ২৮ আহার, সংবৎ ১৪ আষাঢ় বদি, ২৭ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।২৩। সোমবার, চতুর্দশী সন্ধ্যা ৬।২৫। মৃগশিরানক্ষত্র প্রাতঃ ৫।২২ পরে আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৩।৪৩। ধ্রুবযোগ অপরাহ্ণ ৪।৫৯। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৩৯ গতে শকুনিকরণ সন্ধ্যা ৬।২৫ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, প্রাতঃ ৫।২২ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৩।৪৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৩।৪৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৬।২৫ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৪৩ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১১।৪২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, প্রাতঃ ৫।২২ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩৭ গতে ১০।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৫ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ২।৫৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩৮ গতে ৪।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিক্ষুব্ধদের দাবি ওড়াল মমতা শিবির

ঋতব্রতরাই আসল তৃণমূল : আদালত

রিমি শীল ও অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জুলাই : আলিপুর আদালতের নির্দেশকে হাতিয়ার করে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে ফের দাবি করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের প্রতীক, তহবিল, অফিস দখল নিয়ে নিম্ন আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। এর ফলে একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশের আগে আরও চাপ বাড়ল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট তৃণমূলের। যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, 'স্থানীয় স্তরের নির্বাচনে কালীঘাট তৃণমূল হোক আর ঋতব্রত তৃণমূল দু-দলেরই বেহাল দশা। লোক পাবে না।'

জুঁই বিশ্বাস বনাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মামলায় ৭ জুলাই আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বিবাদী পক্ষ ও তার অনুগামীরা নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেসের পদাধিকারী হিসেবে পরিচয়, দলের নামে কোনও নির্দেশ, সাংগঠনিক বদল, কোনও রেকর্ড, তহবিল, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা সম্পত্তির লেনদেন করতে পারবেন না। মেট্রোপলিটানে তৃণমূল ভবন বা অন্যকোনও দলীয় কার্যালয় জোরপূর্বক দখল, ২২ জুন গঠিত নতুন জাতীয় কর্মসমিতির কাজে বাধা সৃষ্টি, নির্বাচন কমিশন বা অন্য কোনও সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তৃণমূলের নামে যোগাযোগ ও পত্র বিনিময় করা যাবে না।

সেই নির্দেশকে হাতিয়ার করে রবিবার ঋতব্রত বলেন, '২২ জুন দলের বিশেষ অধিবেশন ও তার ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় কর্মসমিতিকে একমাত্র বৈধ আইনি কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে আদালত। অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটিই তৃণমূল কংগ্রেসের যাবতীয় বিষয়-আশয় পরিচালনার একমাত্র বৈধ অধিকারী।'

তাঁর সাফ কথা, 'আমরা যে দাবি করেছিলাম, আদালত তাকেই সিলমোহর দিয়েছে। নিয়মনীতি মেনে পার্টির তহবিল, নাম-এসব আমরা ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। যাঁরা পার্টি অফিসগুলোয় জোর করে ঢুকতে যাবেন, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ করব। মগের মুলুক চলবে না।' ৬ অগাস্ট পর্যন্ত আলিপুর আদালতের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ বজায় থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

ঋত-তৃণমূলের দাবি খারিজ করেছে কালীঘাট শিবিরের আইনজীবী অর্ক নাগ বলেন, 'এই মামলা সরাসরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় করেননি। নির্বাচন কমিশন থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্যাস আসেনি। হঠাৎ করে তিনজন মনে করেছেন তাঁরা আলিপুর আদালতে মামলা করবেন, তাই করেছেন। এটা এক্স-পার্টি অর্ডার। প্রথমদিন একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া যায়। সেই অধিকার আদালতের রয়েছে। এটা নিয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

কারা আসল তৃণমূল, তার মতোই এবার একুশে জুলাই পালন করা নিয়েও দুই গোষ্ঠীর স্নায়ুযুদ্ধ চরমে উঠেছে। ঋতব্রত তৃণমূল ইতিমধ্যে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে সভাস্থল প্রায় চূড়ান্ত করে, শহিদ দিবসের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তাঁরা। সোমবার সভাস্থল পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ঋত-তৃণমূলের সদস্যদের। এই পরিস্থিতিতে সমাজমাধ্যমে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের নতুন পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। এতদিন একুশে জুলাইয়ের পোস্টারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির সঙ্গে লেখা থাকত 'ধর্মতলা চলো'। সেখানে এবার পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'কলকাতা চলো'। কিন্তু কোথায় যেতে হবে, তার উল্লেখ নেই। ফলে কোথায় সভা হবে তা নিয়ে মমতাপন্থী তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তো বটেই, নেতৃত্বের একাংশের মধ্যেও প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। ধর্মতলায় সভার অনুমতি চেয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কালীঘাটপন্থীরা। সোমবার এই মামলার শুনানি রয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পায় ভাসল স্থানীয়দের ঘরবাড়ি, হোটেল ও অতিথিনিবাস। রবিবার অনন্তনাগে।

আজ থেকে বাংলায় কড়া গুন্ডাদমন আইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুলাই : গত ১৫ বছরের তৃণমূল জমানার আইনশৃঙ্খলার খোলনলচে বদলে দিতে সোমবার থেকেই রাজ্যে কার্যকর হতে চলেছে কড়া গুন্ডাদমন আইন। গত ২৯ জুন বিধানসভায় পাস হওয়া জোড়া বিলের ভিত্তিতে এবার থেকে উগ্র আন্দোলন, দাঙ্গা বা হিংসাত্মক বিক্ষোভের সামান্যতম আঁচ পেলেই অভিযুক্তদের অপরাধ ঘটানোর আগেই গ্রেপ্তার করতে পারবে পুলিশ। পাশাপাশি, কোনওরকম সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কড়া বিধানও রাখা হয়েছে এই আইনে।

এই আইনের আওতায় গুন্ডা বলতে মূলত এককভাবে বা কোনও গ্যাং ও সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে নিয়মিত সমাজবিরোধী কাজ করেন, উসকানি দেন কিংবা অর্থের জোগান দেন। পুলিশ সুপারের নিচে নন, এমন পদমর্যাদার অফিসারের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার চাইলে যেকোনও সন্দেহভাজন সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে আগেভাগেই আটক করতে পারবে।

বিগত সরকারের আমলে থানা ভাঙচুর ও গুন্ডাদের প্রশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'আমার দায়িত্ব পুলিশকর্মীদের নিরাপত্তা দেওয়া। সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের ক্ষেত্রে এক ইঞ্চিও রেয়াত করা হবে না।'

১২ জেলার মাদ্রাসায় নজরদারি

কলকাতা, ১২ জুলাই : রাজ্যের ১২টি জেলার স্বীকৃত ও অনুমোদনহীন দু-ধরনের মাদ্রাসাকেই বিশেষ নজরদারির আওতায় আনার নির্দেশ দিল সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর। মাদ্রাসার আড়ালে কোনওরকম বেআইনি কাজকর্ম চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পড়ুয়াদের শিক্ষার মান, পরিকাঠামো, পাঠক্রম ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে ১৮ জনের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিদর্শনের তালিকায় থাকা জেলাগুলি হল, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

১৫ জুলাই থেকে জেলাগুলিতে পরিদর্শনের কাজ শুরু হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ও সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত এই কমিটিকে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার।

এদিকে রবিবার রাজ্যের খারিজি মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাগুলি যে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর, তা স্বয়ং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন। গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতেই তিনি সেই কথা বলেছিলেন, যদিও পরে দলের চাপে তাঁকে পিছু হটতে হয়।' সুকান্তর স্পষ্ট বার্তা, দাঙ্গায় উসকানি বা দেশবিরোধী কার্যকলাপের প্রমাণ মিললে এই মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

বদল তদন্তকারী আধিকারিক

কলকাতা, ১২ জুলাই : বারুইপুর গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় এই নিয়ে তৃতীয়বার বদল হল তদন্তকারী আধিকারিক। তদন্তের গতি বাড়াতে ডিএসপি ও ডিআইবি পদমর্যাদার আধিকারিক শান্তনু মুখোপাধ্যায়কে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় প্রাথমিক তদন্তকারী অফিসার ছিলেন দিগন্ত মণ্ডল। ধর্ষণের মামলা দায়ের হতেই তদন্তভার দেওয়া হয়েছিল জয়ন্ত পোদ্দারকে। এবার তাঁকেও সরানো হল। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, সরকারের পাঠানো চেক সই করে নিয়েছে নাবালিকার পরিবার। যদিও কত টাকা তাঁদের অর্থসাহায্য করা হয়েছে, তা জানা যায়নি। অন্যদিকে বারুইপুরে গণপিটুনির ঘটনায় এদিন নতুন করে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বারুইপুরের ঘটনা নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে, তখন খাস কলকাতায় ফের ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে বাড়িতে ডেকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পানীয়র সঙ্গে মাদকজাতীয় পদার্থ মিশিয়ে ছাত্রীকে অচেতন করে দেওয়া হয়। তারপর নির্যাতন চলে। লেকটাউনে নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত।

জলদাপাড়ার বনকর্মীরা পুরস্কৃত

বনকর্মীদের পুরস্কৃত করল 'শের'। কলকাতায়।

কলকাতা, ১২ জুলাই : বাঘ বাঁচাতে গেলে জঙ্গল এবং জঙ্গলের পাশের মানুষদেরও ভালো রাখতে হবে। এই সহাবস্থানের বার্তাই জোরালোভাবে উঠে এল সোসাইটি ফর হেরিটেজ অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল রিসার্চেস (শের) আয়োজিত 'বাঘ দিবস ২০২৬'-এ।

বন্যপ্রাণ রক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য এদিন বনকর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। ২০২৫ সালের ভয়াবহ বন্যায় ১৩টি একশৃঙ্গ গন্ডার উদ্ধারের সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে জলদাপাড়া ও কোচবিহার ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের বনকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'প্রফেসর রতনলাল ব্রহ্মচারী মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড'। পাশাপাশি প্রান্তিক স্তরে প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের 'পদ্মশ্রী পিকে সেন মেমোরিয়াল' সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বন্যপ্রাণী চিত্রগ্রাহক ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ছিল অন্যতম আকর্ষণ। প্রকাশ করা হয় সহাবস্থানের বার্তা সহ একটি বিশেষ 'কনজারভেশন মোশন পোস্টার'। 'শের'-এর মূল বক্তব্য, বাঘ সংরক্ষণ মানে শুধু বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং গোটা বাস্তুতন্ত্র এবং জঙ্গল লাগোয়া প্রান্তিক মানুষের জীবিকার উন্নয়ন। বিগত দুই দশক ধরে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ, জনসচেতনতা এবং বিকল্প জীবিকার মাধ্যমে সেই কাজই নিরলসভাবে করে চলেছে সংস্থাটি।

ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ গ্রাহাম প্রয়াত

ওয়াশিংটন, ১২ জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অতি ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম আচমকা অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৭১। দক্ষিণ ক্যারোলিনার সেনেটর গ্রাহামের কার্যালয় রবিবার তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চত করেছে। ট্রাম্পের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রাহাম ভারতের ওপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর বিষয়ে ট্রাম্পকে মদত দিয়েছেন। ইরানবিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিত গ্রাহাম চলে গেলেন সেই ইরান-আমেরিকা সংঘর্ষ অব্যাহত থাকার মধ্যেই।

মেয়ের সামনে মাকে গণধর্ষণ

ভোপাল, ১২ জুলাই : মেয়ের সামনে গণধর্ষিতা হলেন মা। অভিযোগ, ধর্ষণের পর দুষ্কৃতীরা তাঁর গোপনাঙ্গে কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে দেয়। মধ্যপ্রদেশের আলিরাজপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। মহিলার চিকিৎসা চলছে। অবস্থা শঙ্কাজনক। দুষ্কৃতীরা সংখ্যায় ৫-৬ জন ছিল। তারা জোর করে ঘরে ঢুকে নগদ টাকাপয়সা, সোনাদানা লুট করে। তাদের মধ্যে দু'জন মহিলার ওপর চড়াও হয়। মহিলা ও তাঁর কন্যার সাড়াশব্দ না পেয়ে পড়শিরা বাড়িতে ঢোকেন। তাঁরা রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাকে উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আমি হিরো নই : সোনম

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনশনরত শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুককে নতুন গান্ধি বলে বিভিন্ন মহলে দাবি করা হচ্ছে। লাদাখের ইস্যু কিংবা পরীক্ষা দুর্নীতির বিরোধিতাতেই হোক, তাঁর সত্যাগ্রহে দিকে দিকে তাঁর নামে জয়োধ্বনি দেওয়া হলেও নিজেকে নতুন গান্ধি বা হিরো বলে মানতে নারাজ বাস্তবের 'র‍্যাঞ্চো'। উলটে তিনি তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'আমি একবিংশ শতাব্দীর গান্ধি বা হিরো নই। অন্য কারও মধ্যে নায়ক খুঁজতে যাবেন না। নিজেই নিজের জীবনের নায়ক হয়ে উঠুন। নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্বগুলি পালন করুন।' রবিবার ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে। ওয়াংচুকের ব্লাড প্রেসার কমে গিয়েছে। ওজনও কমেছে।

আক্রান্ত জাহাজ ■ ইরানে মার্কিন হামলা

হরমুজে নিখোঁজ ১ ভারতীয় নাবিক

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : হরমুজ প্রণালী সংলগ্ন ওমান উপকূলে আক্রান্ত হল বাণিজ্য জাহাজ 'জিএফএস গ্যালাক্সি'। অভিযোগের তির ইরানের দিকে। আর এরপরই ইরানের নানা জায়গায় ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করেছে মার্কিন সেনা। কার্যত ভেস্তে গিয়েছে আমেরিকা-ইরান অন্তর্বর্তী শান্তিচুক্তি। জিএফএস গ্যালাক্সিতে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। সাইপ্রাসের পতাকাবাহী ওই কনটেনার জাহাজে ১১ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ১০ জনকে উদ্ধার করা গেলেও একজন এখনও নিখোঁজ। রবিবার ইরানের অন্তত ১৪০টি ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। জবাবে ইরানও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন, কুয়েত ও কাতারে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন বর্ষণ করেছে।

রবিবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'আমরা ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সির ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। জাহাজে থাকা ১১ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে ১০ জনকে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে, তবে একজন ভারতীয় নাবিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।' ভারতের বিদেশমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ওমানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। নিখোঁজ নাবিকের সন্ধানে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। সহায়তার জন্য ওমান প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে দিল্লি।

> **আমরা ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সির ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। জাহাজে থাকা ১১ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে ১০ জনকে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে, তবে একজন ভারতীয় নাবিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।**
>
> **ভারতের বিদেশমন্ত্রক**

হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর বারবার আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'আমরা অবিলম্বে উত্তেজনা কমাতে এবং কূটনৈতিক সমাধানের জন্য চলমান আলোচনা সফল করার আহ্বান জানাই, যাতে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে পারে।'

অন্যদিকে, ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধের কথা ঘোষণা করেছে। ইরানের রেভেলিউশনারি গার্ডসের দাবি, জাহাজটি নির্দেশ অমান্য করে অননুমোদিত রুট দিয়ে যাচ্ছিল। ইরানি নৌসেনার ঘোষণা, 'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকবে। এই অঞ্চলে মার্কিন হস্তক্ষেপ শেষ না হলে কোনও জাহাজকে প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করতে দেওয়া হবে না।' প্রণালী বন্ধের এই ঘোষণার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র এবং অস্ত্রাগার সহ ১৪০টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে তারা। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ইরান খুব ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার তাদের এর মাশুল দিতে হবে।' পালটা হামলা শুরু করে ইরানও।

বন্দুক হাতে অগ্নিমিত্রা

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ১২ জুলাই : প্রথমবার হাতে বন্দুক তুলে নিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। রবিবার আসানসোল রাইফেল ক্লাব পরিদর্শনে গিয়ে নিশানা বাজির প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন তিনি। ক্লাবের প্রশিক্ষকরা তাঁকে বন্দুক ধরার নিয়ম ও নিরাপদে গুলি চালানোর বিভিন্ন কৌশল শেখান।

অভিজ্ঞতা শেষে মন্ত্রী জানান, একসময় বন্দুককে খুব ভয় পেতাম। তবে কলকাতা পুলিশের 'দুর্গা বাহিনী' এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মহিলা জওয়ানদের সাহসিকতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আসানসোল রাইফেল ক্লাবে বন্দুক হাতে মহড়া অগ্নিমিত্রা পলের।

দেশের মেয়েদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'আমি চাই দেশের প্রতিটি মেয়ে আত্মবিশ্বাসী, নির্ভীক ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠুক। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু শিক্ষা বা কর্মসংস্থানে সীমাবদ্ধ নয়, আত্মরক্ষা ও আত্মবিশ্বাসও সমান গুরুত্বপূর্ণ।' খেলাধুলার পাশাপাশি তরুণীদের শুটিংয়ের মতো ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। এদিন আসানসোল রাইফেল ক্লাবের সভাপতি ভিকে ঢল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা মন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

রাজ্যে আসছে নতুন শ্রম কোড

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এবার জাতীয় স্তরের বড় অর্থনৈতিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত হল বাংলায়। দীর্ঘ বকেয়া কেন্দ্রীয় শ্রম কোড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এতদিন যে অনীহা ছিল, নবান্নে নতুন সরকার আসতেই তা কেটে গেল। বাম ও তৃণমূল আমলের ধারাবাহিক বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে এবার এ রাজ্যেও কার্যকর হতে চলেছে নতুন চারটি শ্রম কোড। এর ফলে গোটা দেশে একমাত্র বামশাসিত কেরল ছাড়া আর কোনও বড় রাজ্য এই সংস্কারের বাইরে রইল না।

২০২৫ সালের নভেম্বরে সংসদ থেকে পাস হওয়া এই চারটি কোড— কোড অন ওয়েজেস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং ওএসএইচ কোড দেশজুড়ে কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩৪টি ইতিমধ্যেই তাদের খসড়া নিয়ম চূড়ান্ত করে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এর বিরোধিতা করে দাবি করেছিল, এই আইন কার্যকর হলে শ্রমিকরা সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবেন। এমনকি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ছাঁটাইয়ের জন্য সরকারি অনুমতির ঊর্ধ্বসীমা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ শ্রমিক করায় চাকরি আরও অনিশ্চিত হবে এবং সংস্থাগুলি চুক্তিভিত্তিক কর্মী বাড়াবে।

তবে নতুন কোডের সমর্থক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংস্কারের ফলে বিশেষ করে পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মীদের মূল বেতন বা বেসিক পে-র অংশ বাড়বে, যা প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির মতো সামাজিক সুরক্ষাকে আরও মজবুত করবে। এছাড়া জোমাটো, সুইগির মতো গিগ ওয়ার্কার্সদেরও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হবে। সংবিধানে শ্রম আইন সমবর্তী তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই নিয়ম তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু সংঘাতের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইনই প্রাধান্য পায়। ফলে বাংলায় নতুন সরকার আসায় এবার কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত খুলে গেল, যা রাজ্যে নতুন লগ্নির পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করবে।

হাসিনার পাশে দিলীপ

কলকাতা ও ঢাকা, ১২ জুলাই : মাথায় মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া নিয়েই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ডিসেম্বর নাগাদ ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন সম্প্রতি। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ রবিবার নিশানা করেন তারেক রহমানের সরকারকে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে যা চলছে তা ঠিক হচ্ছে না। ওখানে এখনও অবৈধ সরকার চলছে। হাসিনা জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। উনি দেশে ফিরতেই পারেন। তবে এটাও ঠিক গত ২-৩ বছর ধরে বাংলাদেশে যা যা ঘটেছে তা একেবারেই ঠিক ছিল না। আমরা চাই, ওখানে নির্বাচিত সরকার ঠিকমতো কাজ করুক।'

দিলীপ ঘোষ বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেও পদ্মাপাড়ের শাসক বিএনপি, বিরোধী জামায়াতে, এনসিপি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, হাসিনা দেশে ফিরলেই আন্তর্জাতিক অপরাধের রায় কার্যকর করা হবে। রবিবার সেই সুর চড়িয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ আমিনুল ইসলাম সাফ জানিয়েছেন, শেখ হাসিনা স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরলেও আদালতে আত্মসমর্পণের সুযোগ পাবেন না। তাঁর দাবি, আওয়ামি লিগ সভানেত্রী বাংলাদেশে পা রাখলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্বাসনে রয়েছে। তাঁকে বাংলাদেশে আসতে হলে দুই দেশের সরকারের কূটনৈতিক এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসতে হবে। আর এক্ষেত্রে দেশে পা রাখামাত্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

গেরুয়া ছোঁয়া অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে

ডিম আমাদের মাথায় পড়বে, মন্তব্য ক্ষুব্ধ শমীকের

কলকাতা, ১২ জুলাই : শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে পরিচিত অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সিকিউরিটি রুম আচমকাই গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তা নিয়েই এখন শিল্পীমহল ও রাজ্য রাজনীতিতে চরমে উঠেছে তরজা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, বিভাস চক্রবর্তীর মতো নাট্যব্যক্তিত্বরা।

নাট্যব্যক্তিত্ব মেঘনাদ ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের থিয়েটারের দলের মধ্যে রাজনৈতিক দলের লোকজন থাকে। বামপন্থীদের সংখ্যা বেশি। কিন্তু অন্যরাও ছিল। কিন্তু কেউ কোনও দিন অ্যাকাডেমিতে প্রভাব বিস্তার করেনি। এটা তো প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা। অথচ শমীকবাবুরা বলেছিলেন কোনও একাধিপত্য চলবে না।' গেরুয়া রং লাগানোর নিন্দা করে নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী বলেন, 'বোকার মতো কাজ। গায়ে গেরুয়া বা লাল মাখালে আমি তাই হয়ে গেলাম?'

জবাবে শমীক বলেন, 'আমি চিঠি পড়ছি। শিল্প-সংস্কৃতি জগতের কোনও দখলদারির পক্ষে বিজেপি নয়। তাই এটা হবে না। কেউ-কেউ একটু অতি বিজেপি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের পার্টি নিয়ন্ত্রণ করে দেবে।' তাঁর সাফ কথা, 'যে যেটা পারেন না, সে সেটা করবেন না। যে যেটা পারেন সে সেইটাই করবেন। আগে অতীতের সরকার কিছু ফেবারিটিজম করেছে। কিন্তু এই সবের পরিবর্তনের জন্যই তো বিজেপি এসেছে। সেই কাজ আমাদের দল শুরু করলে ডিম আমাদের মাথায় পড়বে। আর আমার বয়স হয়েছে, চুল পাতলা হয়েছে, ডিম খেতে আমি রাজি নই। তাই এই কাজ করতে দেব না।'

এদিকে গেরুয়া রং লাগানো নিয়ে গেল গেল রব ওঠার মধ্যেই বুদ্ধিজীবীদের একাংশের ক্ষোভকে 'বেছে বেছে প্রতিবাদ' বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি বিধায়ক ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। তিনি বলেন, 'আগে যখন ওই ঘরের ভেতর ছোটখাটো রাজনৈতিক নেতাদের ছবি ঝোলানো হতো, তখন তো কেউ টুঁ শব্দটি করেননি! অ্যাকাডেমি চত্বর আগাছায় ভরে যাচ্ছে, দুর্লভ পেন্টিং চুরি যাচ্ছে, সামনে বেআইনি স্টল বসছে-তখন এঁরা কোথায় থাকেন?'

গুঞ্জরিয়ায় শ্মশানে দুর্ভোগ

ইসলামপুর, ১২ জুলাই : শ্মশান রয়েছে, রয়েছে দাহঘর ও প্রতীক্ষালয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঝোপঝাড় আর আগাছায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। সাপ-পোকামাকড়ের আতঙ্কে সেখানে শবদাহ করাই দায়। ফলে মৃতদেহ নিয়ে অন্যত্র ছুটতে হচ্ছে ইসলামপুরের গুঞ্জরিয়া এলাকার বাসিন্দাদের। দীর্ঘদিনের এই সমস্যায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

স্থানীয় বাসিন্দা সহদেব নাথ বলেন, 'শ্মশান আগাছায় ভরে গিয়েছে। আগাছা ও ঝোপঝাড়ের সুযোগ নিয়ে মানুষজন এখন সেখানে শৌচকর্ম সারে। যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল তারা অনেক সময় ইসলামপুরে শব দাহ করাতে নিয়ে যায়।'

গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ কলোনি সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল এই শ্মশান। শ্মশানে ছিল শবদাহের ঘর, শ্মশানবন্ধুদের প্রতীক্ষালয়, জলের নল, মোটর ও জলের ট্যাংক। সাতটিরও বেশি গ্রামের বাসিন্দা এই শ্মশানের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু উদ্বোধনের পর প্রথম এক বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও বর্তমানে আগাছা ও ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে শ্মশান চত্বর। দাহঘর এবং শ্মশানবন্ধুদের প্রতীক্ষালয় পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। অভিযোগ, শ্মশান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কমিটি তৈরি হলেও নিয়মিত নজরদারি হয়নি। এর সুযোগে জল সরবরাহের মোটর, নল এবং পাইপ চুরি হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও শ্মশান রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সদস্য নিতাই রায় দাবি করেছেন, বর্ষায় গাছপালা বড় হয়ে গিয়েছে। জঙ্গল পরিষ্কার করলে শ্মশানঘাটও পরিষ্কার হয়ে যাবে। শ্মশান সংস্কার করা হচ্ছে না কেন? গুঞ্জরিয়া পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ হুদার সাফ কথা, 'পকেট থেকে টাকা দিয়ে শ্মশান পরিষ্কার করব নাকি? পঞ্চায়েত ফান্ডে টাকা নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পঞ্চায়েত থেকে নতুন টেন্ডার করতে হবে। টেন্ডার হলে কাজ হবে।'

জেলা সভাপতি বদলের সম্ভাবনা

রঞ্জনকে নিয়ে তোলপাড়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকারকে নিয়ে তোলপাড় সমাজমাধ্যম। শিলিগুড়ি শহর থেকে গ্রামের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের একটা বড় অংশই রঞ্জনের শিবির বদলের ঘটনাকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছে। তাঁদের বক্তব্য, নিজের পিঠ বাঁচাতেই রঞ্জন ওরফে রানা বিজেপির বি-টিম হিসাবে আখ্যা পাওয়া ঋতব্রতপন্থী শিবিরে যোগ দিয়েছেন। ঋতব্রতও সবকিছু জেনেবুঝে কীভাবে রানাকে পার্টির দার্জিলিং জেলা সভাপতি করলেন, সেই প্রশ্নও উঠেছে। আর এই কথাগুলো ঋতব্রতর কানেও যে পৌঁছায়নি, তা নয়। দলের ক্ষোভ আঁচ করতে পেরে ঋতব্রত গোষ্ঠী দার্জিলিংয়ে সভাপতি বদলের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর। তবে এবিষয়ে ঋতব্রতর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফোন ধরেননি রঞ্জনও।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে গত চার বছরের তৃণমূল বোর্ডে সবচেয়ে বিতর্কিত নাম রঞ্জন সরকার। ডেপুটি মেয়র হওয়ার পর থেকে তাঁর সম্পত্তি ফুলেফেঁপে ওঠা নিয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বারবার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। খোদ দলেরই প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন প্রথম অভিযোগ তুলেছিলেন। রঞ্জন সরকার, মানিক দে'র মতো নেতারা কোথাও পালিয়ে যেতে পারবেন না বলে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বহুবার দাবি করেছেন। মাঝে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও রঞ্জন সরকারের কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির তদন্ত দাবি করেন।

সেই রঞ্জনই এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলে যোগ দিয়ে দার্জিলিং জেলা সভাপতির পদ

- রঞ্জনের এভাবে ঋতব্রতপন্থী শিবিরে যোগ দেওয়া নিয়ে দলের একাংশ সমাজমাধ্যমে তীব্র কটাক্ষ করেছে
- এই ক্ষোভের কথা জানার পরেই রবিবার ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল দার্জিলিং জেলা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে
- সূত্রের খবর, রঞ্জনকে সরিয়ে সেখানে গ্রামের এক নেতাকে জেলার দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে

পেয়েছেন। রঞ্জনের এভাবে ঋতব্রতপন্থী শিবিরে যোগ দেওয়া নিয়ে দলের একাংশ সমাজমাধ্যমে তীব্র কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। তৃণমূল নেতা সুজিত দাস লিখেছেন, 'এত চুরি করেছেন যে শেষপর্যন্ত শিবির বদলাতে হল।' রঞ্জনকে নেতা মানা যে কতটা ভুল হয়েছিল তিনি সেটাও স্পষ্ট করেছেন।

পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি নিরঞ্জন সরকার লিখেছেন, 'কালো টাকা সাদা করতে গিয়েছে।' রীতা দাস আবার একধাপ এগিয়ে লিখেছেন, 'রঞ্জন সরকার দলে থেকে দু'নম্বরি টাকা কামিয়েছেন। প্রচুর লুটপাট করেছেন। এখন পিঠ বাঁচানোর জন্য নতুন তৃণমূলে গিয়েছেন।' রঞ্জনের শিবির বদলের সিদ্ধান্তের নিন্দা করে পোস্ট করেছেন দলের নেত্রী বন্যা বসুও। তিনি লিখেছেন, 'ভাবুন, এঁরা কী হারে চুরি করেছেন, কেন মানুষ এঁদের ভোট দেননি।'

তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডের সদ্য প্রাক্তন এক মেয়র পারিষদের বক্তব্য, 'গৌতম দেব পদত্যাগ করার পরে আমরা রানাকে মেয়র বানানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি যে আমাদের সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। শনিবার রানা ঋতব্রতপন্থী শিবিরে যোগ দেওয়ার পরে সমাজমাধ্যমে যেভাবে নিন্দার ঝড় বইছে, সেটা আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে কোনওদিন দেখিনি।' শহরের অপর এক নেতার কথায়, 'জেলা কমিটি গঠনের জন্য রঞ্জন লোকজন পাবেন কি না সন্দেহ রয়েছে।'

এই ক্ষোভের কথা জানার পরেই রবিবার ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল দার্জিলিং জেলা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। সূত্রের খবর, রঞ্জনকে সরিয়ে সেখানে গ্রামের এক নেতাকে জেলার দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। শেষপর্যন্ত রদবদল হয় কি না, সেদিকে তাকিয়ে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহল।

স্কুল কাউন্সিলে তছরুপে মূল অভিযুক্ত ধৃত

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ি প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা তছরুপের ঘটনায় অবশেষে মূল অভিযুক্ত পেনশন ক্লার্ক রঞ্জন দত্তকে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। রবিবার রাতে শিলিগুড়ি শহর এলাকা থেকেই পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত মে মাসে তৎকালীন প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের করা অভিযোগের পর থেকেই রঞ্জন পলাতক ছিলেন। তিনি শিলিগুড়ি থানা এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন বলে রবিবার গোপন সূত্রে খবর মেলে। ব্যক্তিগত কিছু কাজের সূত্রে শহরে আসতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে সোমবার আদালতে তুলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেপাজতে নিতে তদন্তকারীরা আবেদন জানাবেন। রঞ্জনকে জেরা করে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং অন্তরালে থাকা অন্য মাথাদেরও খুঁজে বের করা হবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলে এই দুর্নীতির বিষয়টি উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিল। এর আগে এই মামলায় রঞ্জনের দুই বান্ধবী আলপনা সাহা ও প্রতিমা সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকার হদিস মিলেছিল। যদিও ধৃতদের দাবি, ওই টাকা রঞ্জন তুলে নিয়েছিলেন। এখন বাকি টাকা কোথায় এবং রঞ্জনের বিরুদ্ধে ওঠা জমি প্রতারণার অভিযোগের আসল সত্য উদ্ঘাটন করতে ধৃতকে জেরা করা হবে। রঞ্জনের গ্রেপ্তারির পর এখন নতুন আর কার কার নাম প্রকাশ্যে আসে এবং তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়েই বর্তমানে জোর জল্পনা চলছে।

তিন ইয়ারি কথা।। শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে সুবীর বর্মণের ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

হাতির করিডরে পার্থেনিয়াম

বাগডোগরা, ১২ জুলাই : এশিয়ান হাইওয়ে ২ মহাসড়ক এবং ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশ বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছের জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনে হাতির করিডরও এই আগাছায় ভরে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পার্থেনিয়ামের ফুলের পরাগরেণু বাতাসে উড়ে মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে শ্বাসের মাধ্যমে। ক্ষুদ্র আকারের সাদা ফুলের রেণু বাতাসের মাধ্যমে শ্বাসনালি দিয়ে প্রবেশ করলে অ্যালার্জি হয়। অথচ হাতির করিডর থেকে এই আগাছা দূর করতে তেমন কোনও পদক্ষেপ নজরে আসছে না বলে অভিযোগ।

কার্সিয়াং বন বিভাগের প্রাক্তন এডিএফও চিন্ময় বর্মন বলছেন, 'পার্থেনিয়াম মানুষের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমন হাতির জন্যেও। তবে একটা বিষয় আমি লক্ষ করেছি, পার্থেনিয়ামের আগাছার মধ্যে দিয়ে চলার সময় হাতির শাবকরা হাঁচি দেয়। হাঁচি পার্থেনিয়ামে জন্য কি না, এনিয়ে নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে হাতির করিডর পরিষ্কার থাকা দরকার।'

বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের এক আধিকারিক বলেছেন, 'বাগডোগরার জঙ্গলে এখন ৭০-৮০ টি হাতি রয়েছে। টুকরিয়া রেঞ্জের উত্তম চাঁদের ছাট জঙ্গলের হাতির দল কিরণচন্দ্র চা বাগানের করিডর দিয়ে বাগডোগরা জঙ্গলে যাতায়াত করে। ফলে এশিয়ান হাইওয়ে টু'র হাতির করিডরে পার্থেনিয়ামের আগাছা থাকলে যাবহানের চালকদের হাতি নজর পড়ে না। সড়কের পাশে ঝোপঝাড় থাকলে বিপদের আশঙ্কা থাকেই।

নকশালবাড়ির বাসিন্দা সমীর সিংহ বলেন, 'কাজের তাগিদে প্রতিদিন রাতে বাইকে শিলিগুড়ি থেকে নকশালবাড়ি ফিরতে হয়। সড়কের পাশে হাতি দাঁড়িয়ে থাকলেও ঝোপঝাড় থাকায় দেখা যায় না। হঠাৎ হাতি রাস্তায় উঠে এসে আক্রমণ করতে পারে। আমরা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে করিডর পার হই।' তবে কিরণচন্দ্র চা বাগানের ম্যানেজার প্রত্যুষ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'সড়ক কর্তৃপক্ষ আগাছা না কাটলে আমরা কেটে দেব।'

কার্সিয়াং বন বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা অনেকবার সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি পার্থেনিয়াম নির্মূল করার জন্য। কিন্তু করা হয় না।'

এবিষয়ে এশিয়ান হাইওয়ে ২'এর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার দীপকুমার সাহাকে ফোন করা হলেও মোবাইল সুইচড অফ থাকায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

'ধর্ষিতার' বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে বিপাকে

পকসোয় গ্রেপ্তার দুই ভাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : 'ধর্ষিতা' নাবালিকার বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হাজির হন এক তরুণ ও তাঁর দাদা। তাঁরা ভেবেছিলেন, এতে ওই নাবালিকার মুখ বন্ধ থাকবে। তবে সেই চেষ্টা উলটে বুমেরাং হল দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রে। শেষে মাটিগাড়া থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন মহম্মদ আকলু ও তাঁর দাদা মহম্মদ জাগির। তাঁরা তুম্বাজোত এলাকার বাসিন্দা। রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

মাটিগাড়া থানায় গিয়ে মহম্মদ আকলু ও তাঁর দাদা মহম্মদ জাগির অভিযোগ জানান, ওই নাবালিকা আকলুর বিরুদ্ধে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ও মারধরের মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছে এলাকায়। তাঁদের দাবি, এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতেই থানার অভিযোগ জানান তাঁরা। অভিযোগ পেয়ে ওই নাবালিকাকে থানার মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখনই ওই নাবালিকা মহিলা পুলিশকর্মীদের কাছে চোখে জল নিয়ে বলে ওঠে, 'আমি আর ওদের চাপ সহ্য করব না। লিখিত অভিযোগ করব।'

তবে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েও অভিযোগ না জানানোর জন্য ওই নাবালিকাকে বলতে থাকেন তার মা-বাবা। যদিও অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্তে অনড় থাকে ওই নাবালিকা। নাবালিকার অভিযোগ, মাস তিনেক আগে এক বন্ধুর বার্থ-ডে পার্টি থেকে ফেরার সময় মাটিগাড়ার একটি স্কুলের পেছনে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় ভীত হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা।

শনিবার রাতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর ওই নাবালিকা মাটিগাড়া থানার পুলিশকর্মীদের ওই তরুণের বাড়ির কাছে নিয়ে যায়। পুলিশকর্মীরা বাড়ির আশপাশের মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই নাবালিকার দাবির যৌক্তিকতার কিছুটা সূত্র পায়। নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় ওই তরুণ ও তাঁর দাদাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ষোলো বছরের ওই নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করিয়েছে পুলিশ।

ওই তরুণকে প্রথমে বছর সতেরোর নাবালক হিসেবে পরিচয় দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন তাঁর দাদা। যদিও পরে দেখা যায়, ওই তরুণের

- নাবালিকার অভিযোগ, এক বন্ধুর বার্থ-ডে পার্টি থেকে ফেরার সময় একটি স্কুলের পেছনে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়
- এই ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হতে চাইছিল না পরিবার, তবে লিখিত অভিযোগ করে নাবালিকা
- ষোলো বছরের ওই নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর

বয়স কুড়ির ঘরে রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেবক রোড সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকার সঙ্গে ওই তরুণের বেশ কিছুদিন ধরেই পরিচয় ছিল। তবে সেই পরিচিতি এমন পর্যায় চলে যাবে, সেটা অবশ্য বুঝতে পারেনি ওই নাবালিকা।

প্রথম থেকেই থানাপুলিশের রাস্তায় যেতে চায়নি ওই নাবালিকার পরিবার। তবে নাবালিকা কোনও রাস্তা না পেয়ে সম্প্রতি ওই তরুণের বাড়িতে গিয়ে পুরো ঘটনার কথা জানায়। এরপর ওই তরুণের দাদা প্রকাশ্য রাস্তাতেই তাকে মারধর করেন বলে অভিযোগ ওই নাবালিকার।

অনশনের হুঁশিয়ারি

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে আমরণ অনশনে বসার হুঁশিয়ারি দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। রবিবার দার্জিলিংয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিমল বলেন, 'জিটিএ-তে ২০১৭ সাল থেকে প্রচুর আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। রাজনৈতিক দলের দু'-তিনজন ব্যক্তি কিছু ঠিকাদারকে নিয়ে কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন। এর তদন্ত করতেই হবে। আর কয়েকদিন দেখব। তার মধ্যে জিটিএ দুর্নীতির তদন্ত না হলে আমরণ অনশনে বসব।'

জিটিএ'র দুর্নীতি প্রসঙ্গে বিমলের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কার্সিয়াংয়ে এসে জিটিএ'র দুর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের জেলে পাঠানোর কথা বলেছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছি। দ্রুত এই দুর্নীতির তদন্ত করে অভিযুক্তদের শাস্তি দিতে হবে।'

বিমল জানান, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলেই আমাদের দাবি আদায় করতে হবে। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে আগামী ২৭ জুলাই মোর্চার তরফে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার চিন্তাভাবনা চলছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

পিয়ারিলাল চা বাগানে বৈঠক। রবিবার।

চা বাগান চালুর আশ্বাস

চোপড়া, ১২ জুলাই : আগামী সপ্তাহ থেকেই ফের পিয়ারিলাল চা বাগানে কাজ শুরু হতে পারে। রবিবার বাগান পরিদর্শনে এসে এমনই আশ্বাস দিল মালিকপক্ষ। প্রায় চার বছর পর হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়ারিলাল চা বাগান পরিদর্শনে আসে মালিকপক্ষ। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের উপস্থিতিতে বাগানের মালিক অজয় আগরওয়াল ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

দীর্ঘদিন পর মালিকপক্ষকে সামনে পেয়ে শ্রমিকরা বেশ খুশি। পূরনি সিংহ নামে বাগানের এক শ্রমিকের কথায়, 'বাগান বন্ধ থাকায় আমাদের সংসারে আর্থিক সংকট নেমে এসেছে। বাগান চালু হলে সংসার টানতে সুবিধা হবে।'

এক সময়ে প্রায় ২০০ একর বিস্তৃত এই চা বাগানে শতাধিক শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। তবে, ২০২৩ সালে এই বাগান টুকরো করে বিক্রির অভিযোগ ওঠে। এমনকি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগও ওঠে। তবে মালিকপক্ষ এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তারা কখনও বাগান বিক্রি করেনি। এদিন বাগানের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আশ্বস্ত করে, সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী সপ্তাহ থেকেই বাগানের কাজ ফের শুরু হবে।

বাগান মালিক এদিন শ্রমিকদের নিয়ে কাজের বিষয়ে আলোচনায় বসেন। মালিকপক্ষ দাবি করে, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে কিছু নেতা ও জমি মাফিয়ার অত্যাচার, হুমকি এবং লাগাতার চাপের কারণে প্রায় চার বছর আগে তাঁরা বাগান ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। অভিযোগ, সেই সময় বাগানের সার, ট্র্যাক্টর, ট্রলি, পাম্প, সেচের পাইপ সহ বিভিন্ন সামগ্রী লুটপাট হয়ে গিয়েছিল। এমনকি বাগান বিক্রি করে দেওয়ার জন্য মালিকপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এনিয়ে চোপড়ার বিজেপি নেতা শংকর অধিকারী বলেন, 'এলাকার সব বন্ধ বা অচল চা বাগানের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। মালিকপক্ষ বাগান চালু করতে চাইলে দলীয়ভাবে সবরকম সহযোগিতা করা হবে। পিয়ারিলাল বাগানের মালিক বাগান চালুর ব্যাপারে রাজি হয়েছেন। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই বাগান চালু হবে।'

টিনের ঘরও আবাসের যোগ্য

নিয়ম শিথিলে তালিকায় আরও নামের আশা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : নিয়মের বেড়াজালে আটকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন বহু মানুষ। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এসে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রীও নিয়ম শিথিলের বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, অবশেষে সেই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। তবে এর কোনও লিখিত নির্দেশিকা না থাকলেও, অলিখিত ছাড়ের বার্তা নিয়েই নতুন করে সমীক্ষায় নেমেছেন সরকারি আধিকারিকরা। এর ফলে উপভোক্তার তালিকায় আরও অনেকের নাম যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানালেন, আগে শুধুমাত্র বাঁশ, খড় বা এই জাতীয় সামগ্রী দিয়ে তৈরি কাঁচা বাড়িগুলিকেই প্রকল্পের যোগ্য বলে ধরার নির্দেশ ছিল। এই কঠোর নিয়মের কারণে অনেকেই তালিকা থেকে বাদ পড়ছিলেন। তাই এবার টিনের চালের বাড়িগুলিকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

সমীক্ষকদের একাংশ জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি মহকুমার বহু এলাকায় টিনের বাড়ি রয়েছে। কাঁচা বাড়ির অনমনীয় শর্তের কারণে এতদিন যোগ্য উপভোক্তা খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে পুরো মহকুমায় মাত্র ১৪০০ জনের মতো উপভোক্তাকে তালিকায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সরকার যেহেতু আরও বেশি মানুষকে আবাসের

- আগে শুধুমাত্র বাঁশ, খড় বা এই জাতীয় সামগ্রী দিয়ে তৈরি কাঁচা বাড়িগুলিকেই প্রকল্পের যোগ্য বলে ধরার নির্দেশ ছিল
- কঠোর নিয়মের কারণে অনেকেই তালিকা থেকে বাদ পড়ছিলেন
- তাই আবাস যোজনায় টিনের চালের বাড়িগুলিকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে বলে খবর

সুবিধা দিতে চাইছে, তাই এই মৌখিক ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে এই সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে নতুন এক জটিলতা ও স্বজনপোষণের অভিযোগ মাথাচাড়া দিয়েছে। অনেক এলাকায় দেখা যাচ্ছে, বাড়ির চাল টিনের হলেও, দেওয়ালটি অর্ধেক পাকা। কোথাও আবার সেই অর্ধেক পাকা দেওয়ালও ভেঙে পড়ার মুখে। ফলে কোন বাড়িটিকে যোগ্য তালিকায় রাখা হবে আর কোনটিকে বাদ দেওয়া হবে, তা নিয়ে দোটানায় পড়েছেন সমীক্ষকরা।

অভিযোগ উঠেছে, যোগ্য উপভোক্তা খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরে হয়রান সমীক্ষকদের একাংশ নাকি বিজেপির দেওয়া তালিকা ধরে নাম বাছার চেষ্টা করছে। প্রতিটি ব্লকেই বিজেপির তরফে এমন তালিকা পাঠানো হয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের। প্রশাসন কেন একটি রাজনৈতিক দলের তালিকাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে, তবে কি পালাবদলের পরও স্বজনপোষণের ছবিটা পুরোপুরি বদলাবে না ইত্যাদি প্রশ্ন উঠছে।

সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠকের কটাক্ষ, 'তৃণমূল জমানাতে যে দুর্নীতি হয়েছে, বিজেপিরও তা হবে। মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ওরা। অপশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেছেন, 'সমীক্ষা করে যাঁরা প্রকৃত যোগ্য, তাঁদেরই আবাসের সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কোনও নেতার দেওয়া তালিকাকে যাতে অফিসাররা গুরুত্ব না দেন, দলের তরফেও সেই বার্তা স্পষ্ট দেওয়া হয়েছে।'

বাজেয়াপ্ত চোরাই কাঠ

ফাঁসিদেওয়া, ১২ জুলাই : টানটান উত্তেজনা। ধাওয়া করে কাঠ পাচার রুখে দিল বন দপ্তর। বাজেয়াপ্ত করা হয় লক্ষাধিক টাকার শাল কাঠের লগ। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং চলাকালীন কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জ সন্দেহজনক একটি পণ্যবাহী গাড়িকে আটক করে। কিন্তু তখন চালক গতি বাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বনকর্মীরা গাড়িটিকে তাড়া করলে খড়িবাড়ির ভালুকগাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি গাছে ধাক্কা মারে। চালক এই সুযোগে পালিয়ে যান।

বনকর্মীরা জানিয়েছেন, সবজির ফাঁকা বাক্সে ভুসি বোঝাই করে তার আড়ালে কাঠ পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। বাজেয়াপ্ত কাঠের লগ এবং গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে ঘোষপুকুর রেঞ্জে আনা হয়। চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বন দপ্তর।

বাজারের দখলে জাতীয় সড়ক, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ফুটপাথ দখল করেই চলছে উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী কানকি সবজি বাজার। জাতীয় সড়কের ওপর ওই বাজারের জেরে চরম ভোগান্তির সম্মুখীন দূরপাল্লার যাত্রী ও চালকরা।

চাকুলিয়া, ১২ জুলাই : নির্দিষ্ট কৃষক বাজার নেই। অগত্যা ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ফুটপাথ দখল করেই চলছে উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী কানকি সবজি বাজার। এর জেরে প্রতিদিন সকালে তীব্র যানজট দেখা যাচ্ছে। ঘটছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এদিকে, যানজট নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সবজি বিক্রেতাদের লাঠিপেটা করছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে কৃষক বাজার গড়ে তোলার জোরালো দাবি উঠছে। চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'কানকি কৃষক মান্ডির যানজট ও দুর্ঘটনা নিয়ে আমরাও চিন্তিত। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বিকল্প জমি খোঁজার চেষ্টা চলছে, যাতে দ্রুত একটি স্থায়ী কৃষক বাজার গড়ে তোলা যায়।'

প্রতিদিন ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কানকি সবজি বাজারে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের কিশনগঞ্জ, কাটিহার ও পূর্ণিয়া জেলার হাজার হাজার চাষি তাঁদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে আসেন। চাকুলিয়া ও সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষের রুটিরুজি ওই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। কৃষকদের ক্ষোভ, পাশের করণদিঘি ব্লকে সরকারি উদ্যোগে আধুনিক কৃষক বাজার গড়ে তোলা হলেও, চাকুলিয়ায় তৃণমূল সরকারের উদাসীনতায় কৃষক বাজার তৈরি হয়নি। চাকুলিয়া ব্লক কৃষি আধিকারিক স্বপ্ননীল দাস বলেন, 'সরকারি উদ্যোগে কৃষক বাজার তৈরির জন্য কৃষকদের থেকে লিখিত আবেদন দরকার। সেটা তাঁদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আবেদনপত্র জমা পড়লে নিশ্চয় তাঁদের সুবিধা আদায়ের জন্য লড়াই করা হবে।'

জাতীয় সড়কের ওপর সবজি বাজার। কানকিতে।

জাতীয় সড়কে অবিন্যস্ত ওই বাজারের জেরে চরম ভোগান্তির সম্মুখীন দূরপাল্লার যাত্রী ও চালকরা। ইসলামপুর-রায়গঞ্জ রুটের বাসচালক নয়ন দাস এবং কিশনগঞ্জ-ডালখোলা রুটের অটোচালক নারদ দাসের ক্ষোভ, বাজারের যানজটে প্রতিদিন তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হয়। যাত্রীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় এবং মেজাজ হারিয়ে বচসায় জড়ানো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিলম্বে বাজার অন্যত্র সরানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

> সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বিকল্প জমি খোঁজার চেষ্টা চলছে, যাতে দ্রুত একটি স্থায়ী কৃষক বাজার গড়ে তোলা যায়।
>
> **মিনহাজুল আজাদ**
> *বিধায়ক*

বাজারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ও কৃষকদের ক্ষোভও চরমে। চিন্তার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে দুর্ঘটনা। সম্প্রতি সবজি নিয়ে দোকানে ফেরার পথে লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন ফারুক আলম। জানুয়ারি মাসে বলঞ্চা গ্রামের সাদ্দাম হোসেন টোটো করে সবজি দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কানকি বাসস্ট্যান্ডের কাছে লরির ধাক্কায় প্রাণ হারান।

কৃষক তপন দাস বলেন, 'সবজি বিক্রি করতে এসে পুলিশের লাঠি খেয়েছি বহুবার। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাজার হলে আজ আমাদের এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত না।'

উত্তরকন্যায় জোড়া বৈঠক

চা বাগানের জমি দখলের চক্রান্ত

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : রবিবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় চা বাগানের মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে প্রায় ছয় ঘণ্টার বৈঠকের পর পূর্বতন সরকারের নীতি নিয়ে সরব হন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকারের আমলে এসওপি গড়ে চা বাগান চালু করার আড়ালে জমি দখলের পরিকল্পনা চলছিল। টি ট্যুরিজমের নামে বাগানের জমিতে হোটেল, রিসর্ট তৈরির চক্রান্ত হয়েছিল। বিজেপির সাংসদ-বিধায়করা এর বিরুদ্ধে লড়াই করলে তাঁদের ধমক ও চাপ দিয়ে চুপ করিয়ে রাখার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। একইসঙ্গে বন্ধ বাগান না খুললে মালিকদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, 'নেত্রী মমতা এবং ভাইপো মিলে চা বাগানগুলিকে দখল করার জন্য নতুন কৌশল তৈরি করেছিলেন। যে কোনও কায়দায় কারখানাগুলি বন্ধ করার চক্রান্ত হয়েছিল। একটি গোষ্ঠী সুব্রত বক্সীর আত্মীয়স্বজনদের সামনে রেখে বাগান ও কারখানাগুলি দখল করার চেষ্টা চালিয়েছে।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিতে চা পর্যটনের আড়ালে হোটেল ও রিসর্ট বানানোর এক গভীর চক্রান্ত চলেছিল। বিগত সরকারের নির্দেশে কিছু সরকারি আধিকারিকও এই দুর্নীতির শরিক ছিলেন।'

রবিবারের বৈঠকে শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া মজুরি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা না দিয়ে কোনও মালিক পার পাবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী। শ্রমিকদের বঞ্চনা করলে এফআইআর করা হবে বলে জানিয়েছেন। অর্জুন বলেন, 'যে যে মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বৈঠকে এসেছিলেন। অনেকে আসেননি। যাঁরা আসেননি, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, মজুরি বাকি থাকলে তাঁদের নামে অভিযোগ দায়ের হবে। যাঁরা এসেছেন এবং বলেছেন বাগান চালাবেন, তাঁদের সমস্ত সহযোগিতা করা হবে।' বন্ধ বাগান খোলার জন্য মালিকদের এক মাস সময় দিয়েছেন মন্ত্রী। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাগান চালু না হলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী অর্জুন সিং সহ অন্যরা। -সূত্রধর

- চা বাগান দখলের 'চক্রান্ত'-র অভিযোগ শ্রমমন্ত্রীর, নিশানায় পূর্বতন সরকারের নীতি
- এসওপি-র অপব্যবহার করে বাগান হাতবদলের অভিযোগ, উঠল 'টি ট্যুরিজম' নিয়ে প্রশ্ন
- এক মাসে বন্ধ বাগান না খুললে মালিকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

তবে রাজ্যে বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। শ্রমমন্ত্রীর কথায়, 'কেউ বলছে ১২টা, কেউ বলছে ১৮টা বাগান বন্ধ। কিছু কিছু জায়গায় আবার স্থানীয়রাই চা পাতা তুলে বিক্রি করে দিচ্ছে। চারদিকে অরাজকতা।' সরকারি আধিকারিকদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ২ দিনের মধ্যে সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে জেনে তাঁকে জানাতে হবে।

এদিনের বৈঠকে শ্রমিক সংগঠনগুলির তরফে একাধিক দাবি তোলা হয়। বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘের রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিৎ গুহ বলেন, 'চা বাগানের পলিসি কঠোরভাবে রূপায়ণ করার আবেদন রাখা হয়েছে।' ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি যুগলকিশোর ঝা বলেন, 'পিএফ, গ্র্যাচুইটি না দেওয়া বাগানগুলির বিরুদ্ধে মন্ত্রীর নির্দেশে মামলা করব।'

রাস্তায় নামবে ৪৬৮টি নতুন বাস

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : নতুন ৪৬৮টি বাস চালু করবে রাজ্য। রবিবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় বৈঠকের পর এই আশ্বাস দিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন মন্ত্রী বলেন, '৪৬৮টি বাস কেনা হয়েছে। সব জায়গায় রাস্তায় নামানো হবে। মোদিজিও অনেক বাস দিচ্ছেন।' রাজ্যের তরফে কেনা এই বাসগুলির অধিকাংশই বিদ্যুৎ এবং সিএনজি চালিত বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তবে নতুন বাসগুলির মধ্যে কতগুলি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) জন্য বরাদ্দ হবে, তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

পাশাপাশি এদিন মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, চা বাগানের পড়ুয়াদের আর ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হবে না। তাদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য আলাদা বাসের ব্যবস্থা করার ভাবনা শুরু করেছে রাজ্য। চা শ্রমিক সংগঠনগুলির তরফে বৈঠকে অভিযোগ করা হয়েছিল, তরাইয়ের বিভিন্ন চা বাগানের পড়ুয়ারা এখনও চা পাতা বহনকারী গাড়িতে চেপে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েই যায়। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। নতুন যে বাসগুলি উত্তরবঙ্গে আসবে, তার একটি অংশ চা বাগানের পড়ুয়াদের জন্য ব্যবহার করা যায় কি না, তা বিবেচনা করে দেখবে রাজ্য সরকার।

পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'চা শ্রমিকদের পড়ুয়াদের জন্য বাসের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। মন্ত্রীর সঙ্গে আবার আলোচনা করব। নতুন আসা বাসগুলির মধ্যে শতাধিক বাস যাতে এনবিএসটিসি-কে দেওয়া হয়, তা নিয়েও আলোচনা করব।'

নতুন বাস আসা নিয়ে ঘোষণা করার পাশাপাশি পুরোনো রেজিস্ট্রেশনহীন গাড়ি নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী। তাঁর দাবি, রাজ্যে ২৭ লক্ষের বেশি গাড়ি রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই চলছে। এই ধরনের গাড়ি অনেক সময় অবৈধ কাজে ব্যবহার হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। অর্জুন বলেন, 'নথি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে চালাতে হবে। না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

- নতুন বাসগুলির অধিকাংশই ইলেক্ট্রিক ও সিএনজি চালিত
- চা বাগানের পড়ুয়াদের যাতায়াতে নতুন বাস দেওয়ার ভাবনা
- রেজিস্ট্রেশনহীন ২৭ লক্ষ গাড়ির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে একটি নামী বেসরকারি স্কুলের বাসের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। তারপর বেসরকারি স্কুলবাসগুলির রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রসঙ্গ উঠতেই এদিন গাড়ির বৈধ কাগজপত্র নিয়ে সতর্ক করেন মন্ত্রী।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা... *রবিবার শিলিগুড়ির নৌকাঘাটে সূত্রধরের তোলা ছবি।*

জামিনে ফিরেই ফের নির্যাতিতার শ্লীলতাহানি

অধরা ধর্ষণে অভিযুক্ত, ক্ষোভ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : আইনের ফাঁকে জামিনে মুক্তি পেতেই আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা।

এককালের নাবালিকা নির্যাতিতাকে ফের শ্লীলতাহানি ও লাগাতার হুমকির অভিযোগ উঠেছে ধর্ষণে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে মাটিগাড়া ব্লকের একটি বাজারে ওই তরুণীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর রবিবার সকালেও নির্যাতিতার বাড়ির চারপাশে অভিযুক্তকে ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা। প্রকাশ্য রাস্তায় অভিযুক্তের এমন দাপাদাপিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে, এমন ঘটনায় চরম আতঙ্কে রয়েছেন নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার।

সূত্রের খবর, জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই অভিযুক্ত তরুণ নির্যাতিতা তরুণীর পিছু নিতে শুরু করেন। অভিযোগ, কখনও নির্যাতিতার বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছেন, আবার কখনও রাস্তায় বের হলেই তাঁর পিছু নিচ্ছেন। লাগাতার এমন ঘটনায় কার্যত ঘরবন্দি ওই তরুণী। এরইমধ্যে শনিবার রাতে বাজারের মধ্যে নির্যাতিতাকে সামনে পেয়ে ফের শ্লীলতাহানি করে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় মাটিগাড়া থানায় নতুন করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী।

এদিকে, রবিবার সকালেও স্কুটারে করে তরুণীর বাড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকেন অভিযুক্ত। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়রা একজোট হয়ে অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু এলাকাবাসীর তাড়া খেয়ে স্কুটার ফেলেই চম্পট দেয়। পরে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এসে স্কুটারটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। ধর্ষণে অভিযুক্ত জামিনে ফিরে এসে এভাবে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানোয় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

> গত কয়েকদিন ধরেই ওই তরুণ মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছে। ওর যে কোনও কু-মতলব রয়েছে, তা পরিষ্কার।
>
> **নির্যাতিতার প্রতিবেশী**

এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'গত কয়েকদিন ধরেই ওই তরুণ মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছে। ওর যে কোনও কু-মতলব রয়েছে, তা পরিষ্কার। শনিবার রাতের ঘটনা শোনার পরই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, রবিবার এলেই ওকে ধরব। কিন্তু পালিয়ে গেল।'

এদিকে, এদিন পুলিশ আধিকারিকদের কাছে নির্যাতিতার পরিবারের এক সদস্য কাতর আর্তি জানিয়ে বলেন, 'অভিযুক্তকে দ্রুত ধরুন। নইলে বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। ভয়ে মেয়েটা বাড়ির বাইরে বের হতে পারছে না।'

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত তরুণ বেশ কয়েক বছর ধরে ওই এলাকাতেই বসবাস করে। দেড় বছর আগে ওই তরুণী নাবালিকা থাকাকালীন তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ওই তরুণের বিরুদ্ধে। সেই সময় তরুণীর পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গঙ্গারামপুর থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তারপর থেকে সংশোধনাগারেই ছিলেন। সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পান। আর তারপর থেকেই ফের আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ।

নির্যাতিতার কথায়, 'বাড়ির চারপাশে ঘুরছে। বাইরে বের হলেই আমার পিছু নিচ্ছে।' বড়সড়ো কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই অভিযুক্ত ফের এমনটা করছে বলে আশঙ্কা তরুণীর পরিবারের। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ১২ জুলাই : চোপড়া থানার ধুলিয়াগছ এলাকায় রবিবার চা বাগান থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম ভাগ্য সিংহ (২৯)। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, স্ত্রীর মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিয়ে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্যের জেরে সম্ভবত ওই তরুণ আত্মহত্যা করেছেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

চোপড়া, ১২ জুলাই : দুটি বাইকের সংঘর্ষে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও তিনজন। রবিবার রাতে চোপড়া থানার মুন্সিগছ এলাকায় চোপড়া-দাসপাড়া রুটের রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম প্রদীপ মল্লিক (৩৩)। তাঁর বাড়ি দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়ায়।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর প্রত্যেককে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক প্রদীপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অবস্থা সংকটজনক থাকায় দুজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শ্রমিক সভা

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : আইএনটিইউসি সমর্থিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স (এনইউপিডব্লিউ) ইউনিয়নের প্রতিনিধি সভা রবিবার শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধাননগরের শ্রমিক ভবনে আয়োজিত এই সভায় সংগঠনের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং দার্জিলিং সমতলের নেতৃত্ব অংশ নেয়। সভা থেকে উত্তরবঙ্গে বন্ধ থাকা ২২টি চা বাগান পুনরায় চালু করা, চা শিল্পের উন্নয়ন সহ বিভিন্ন প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে বলে এনইউপিডব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক তথা আইএনটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অলোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

রক্তদান

বাগডোগরা, ১২ জুলাই : রবিবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের উদ্যোগে ক্লাব ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবির থেকে ৪৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি প্রিয়তোষ ঘোষ, সম্পাদক সুকান্ত নিয়োগী প্রমুখ।

গার্ডরেল সরল

বাগডোগরা, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে রবিবার বাগডোগরা, কেস্টপুর, শিবমন্দির, মাটিগাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক এবং এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর বিভিন্ন অংশ থেকে সমস্ত গার্ডরেল সরিয়ে ফেলা হয়। দুর্ঘটনা ঠেকাতে এবং যান নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে এই গার্ডরেলগুলো বসানো হয়েছিল। কিন্তু প্রাক্তন বিধায়কের প্রতিবাদের মুখে পড়ে পুলিশ এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

শনিবার ঘটনার সূত্রপাত। মালদার ইংলিশবাজারের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এশিয়ান হাইওয়ে-২ দিয়ে যাওয়ার সময় কেস্টপুরে গার্ডরেল দেখে গাড়ি থেকে নেমে নিজেই সেগুলো রাস্তা থেকে সরিয়ে দেন। তিনি দাবি করেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে রাস্তায় কোথাও গার্ডরেল রাখা যাবে না। তারপরেও কেন দেওয়া হয়েছে? এতদিন পিসি-ভাইপোর নির্দেশে সব চলত। এখন এসব চলবে না।'

কেস্টপুর মোড়ে ঘনঘন দুর্ঘটনার জেরে সাধারণ মানুষের দাবির প্রেক্ষিতেই পুলিশ সেখানে গার্ডরেল বসিয়েছিল। শিবমন্দির, গোঁসাইপুর, বিহার মোড় ও উত্তরা টাউনশিপের মতো এলাকাতেও একই কারণে গার্ডরেল বসানো হয়েছিল। ট্রাফিক গার্ডের এক আধিকারিক বলেন, 'দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলোতে দুর্ঘটনা ঠেকাতে গার্ডরেল লাগিয়েছিলাম। কিন্তু যখন প্রাক্তন বিধায়ক রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তখন তো সরাতেই হবে।' এরপরে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে বলে তাঁর প্রশ্ন। গার্ডরেল সরানোর জেরে দুর্ঘটনা বাড়তে পারে বলে বাসিন্দাদের আশঙ্কা।

মাদকের দাপটে অতিষ্ঠ, থানায় বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ির বেতগাড়া, ডেমডেমা ও তরিবাড়ি এলাকা কার্যত মাদকের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহিরাগতরা বাড়িভাড়া নিয়ে গোটা এলাকায় নেশার কারবার চালাচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে লক্ষ্য করে এই মাদক পাচার চলায় সন্তানদের বাড়িতে একা রেখে বেরোতেও অভিভাবকরা ভয় পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাণনাশের হুমকি পেতে হচ্ছে। শালুগাড়ার নীচতলা হিসেবে পরিচিত এসব এলাকায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান নিয়েও সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলেছে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে টোল ফ্রি নম্বরে অভিযোগ জানানোর কথা বলা হলেও বাস্তবে তার কোনও সুরাহা মিলছে না বলে বাসিন্দাদের দাবি। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসন এলাকা ঘুরে গেলেও কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ করছে না। মাঝেমধ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি হলেও তার পরেই মাদক কারবারিরা ফের এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

রবিবার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের উদ্যোগে এলাকাবাসী মিছিল করে থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভকারীরা থানার আইসি মহেশ্বর মাঝির কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। এরপরও মাদক কারবারিরা দাপিয়ে বেড়ালে আন্দোলনের মাত্রা আরও বাড়ানো হবে বলে স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। গোটা বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন।

বিক্ষোভের সময় ক্ষোভ উগরে দিয়ে মালতী বর্মন বলেন, 'আগে আমাদের এলাকায় এরকম নেশার দাপট ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে এলাকায় বহিরাগতরা ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করার পরেই এই দাপট শুরু হয়েছে। নতুন প্রজন্ম কার্যত শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে ছেলেকে বাড়িতে একা রেখে যেতে পারি না।' আরেক বিক্ষোভকারী নমিতা রায় বললেন, 'পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেই আমরা এখানে এসেছি। মাদক কারবারিদের দেখিয়ে দেওয়ার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রশাসন আদতে কোনও ব্যবস্থা নেবে কি না, সেদিকেই আমরা দেখছি।' আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, অভিযুক্ত কয়েকজনকে ধরিয়ে দেওয়ার পরেও তারা ফের এলাকায় এসে মাদকের কারবার চালাচ্ছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

আকাশপথে পাহাড়ে

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : পর্যটকরা এবার আকাশপথে দার্জিলিং পৌঁছাতে পারবেন। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন একটি সংস্থার অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজু বলেন, 'এবার থেকে পর্যটকরা হেলিকপ্টারে করে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং মিরিকে যেতে পারবেন। খুব দ্রুত এই পরিষেবা চালু হবে।' বন্যা এবং ধসের কারণে বিভিন্ন সময়ে শিলিগুড়ির সঙ্গে সড়কপথে দার্জিলিংয়ের যোগাযোগ ব্যাহত হয়। এই পরিষেবা চালু হলে সমস্যার সুরাহা হবে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। শিলিগুড়ির কাছাকাছিই এইমস তৈরি হবে বলেও এদিন জানিয়েছেন রাজু। পরে সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাক না পাওয়া নিয়ে এদিন গৌতমের গলায় আক্ষেপ শোনা গিয়েছে।

অল্পের জন্য বাঁচলেন ৬ জন

নাগরাকাটা, ১২ জুলাই : রবিবার সন্ধ্যায় একটি দ্রুতগামী পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সটান ঢুকে পড়ল জাতীয় সড়কের ধারের একটি মুরগির দোকানে। তীব্র গতিতে গাড়িটিকে ধেয়ে আসতে দেখে মুহূর্তের মধ্যে সেখান থেকে সকলে সরে যান। এতেই অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন দুই শিশু সহ ছ'জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানের নন্দু মোড় এলাকায়, ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর।

'স্বপন সরকার স্মারক বক্তৃতা'

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির তরফে আয়োজিত 'স্বপন সরকার স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠিত হল। বিষয় সলিল চৌধুরী। রবিবার সেবক মোড়ে একটি হোটেলে অনুষ্ঠানটি হয়। বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন কুলটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী। সলিল চৌধুরীর ওপর গবেষণা করেছেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপস চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর জীবনের অনেক অজানা কথা তুলে ধরেন অধ্যাপক প্রিয়দর্শী।

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ বলেন, 'সোসাইটির সাত বছরের সভাপতি ছিলেন স্বপন সরকার। শহরের অনেক কিছুতেই তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর স্মৃতিতে প্রতিবছর আমরা নানা বিষয়ে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে থাকি। এবছর সলিল চৌধুরীর জীবন, সৃজন নিয়ে বক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে।'

সংস্কারের দায় নিয়ে দড়ি টানাটানি

বেহাল রাস্তায় নিত্য দুর্ঘটনা

কবিতা গুহ রায়

শিবমন্দির, ১২ জুলাই : মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর আন্ডারপাস সংলগ্ন শিবমন্দির বাজারমুখী বেহাল রাস্তায় প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংযোগস্থলটি খানাখন্দে ভরে থাকলেও, সংস্কারের দায় নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রাস্তা ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষ।

পঞ্চায়েত রোড থেকে শিবমন্দির বাজারমুখী প্রধান রাস্তার সংযোগস্থলটির অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পেভার্স ব্লকের রাস্তাটিতে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। তার ওপর বর্ষার বৃষ্টিতে গর্তগুলিতে জল জমে থাকায় বিপদের ঝুঁকি আরও বেড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় প্রতিদিনই সাইকেল, বাইক ও ছোট গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। এলাকায় কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছেন, ওই সংযোগস্থলে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে।

এই রাস্তা হয়েই শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠ, একটি সরকারি আইন এবং বিএড কলেজ সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া যায়। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় ছাত্রছাত্রী ছাড়াও হাজার হাজার মানুষ রোজ এই রাস্তা ব্যবহার করেন।

স্থানীয় আশারু বর্মন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'কয়েকদিন আগেই সাইকেল নিয়ে গর্তে পড়ে গিয়েছিলাম। মারাত্মক চোট পেয়েছি। জল জমে থাকায় বোঝা যায় না গর্ত কতটা গভীর। দ্রুত রাস্তাটির সংস্কার প্রয়োজন।'

> এটি পঞ্চায়েতের প্রকল্প নয়। তাই পঞ্চায়েতের পক্ষে সরাসরি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নয়।
>
> **যূথিকা খাসনবিশ** *প্রধান, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত*

সংস্কারের বিষয়ে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা খাসনবিশ দায় চাপিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ওপর। তিনি জানান, ওই রাস্তার পেভার্স ব্লক বসানোর কাজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে হয়েছিল। তাই রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের দায়িত্বও ওই দপ্তরের। প্রধান বলেন, 'এটি পঞ্চায়েতের প্রকল্প নয়। তাই পঞ্চায়েতের পক্ষে সরাসরি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নয়।'

ভাঙা রাস্তা সংস্কারে দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কি না, সে প্রশ্নের উত্তরে প্রধান জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য বা নির্দেশ আসেনি। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশ না আসা পর্যন্ত পঞ্চায়েতের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয় বলেও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির মানবেন্দ্র সিনহার বক্তব্য, 'রাস্তা তৈরির পর সেটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রশাসনকে নিতে হয়। সেটি না হওয়াতে এমন ভগ্নদশা।'

সব মিলিয়ে, প্রশাসনের দুই দপ্তরের মধ্যে দায়িত্ব ঠেলাঠেলির জেরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আগে প্রশাসনকে দ্রুত গুরুত্ব দিয়ে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন সকলে।

মহকুমার তিন পঞ্চায়েতে থমকে রাস্তার কাজ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিভিন্ন তহবিল থেকে নকশালবাড়ি ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। তবে নির্বাচন ঘোষণা হতেই নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে, নির্বাচন মেটার পর ঠিকাদারি সংস্থার কাজ শুরু করার কথা থাকলেও সেই কাজ শুরু না হওয়ায় বর্ষায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন নকশালবাড়ি, হাতিঘিসা এবং মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাজার হাজার বাসিন্দা।

নির্বাচনের আগে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তড়িঘড়ি করে রাস্তাগুলির কাজ শুরু হলেও, বর্তমানে সেগুলি খানাখন্দ আর জলকাদায় বেহাল হয়ে গিয়েছে। হাতিঘিসা পঞ্চায়েতের আশাপুর চা বাগান থেকে জঙ্গলবস্তি পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তার জন্য অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। চা বাগান ও জঙ্গলে ঘেরা এই রাস্তাটি হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের জঙ্গলবস্তি, জমিদারগুড়ি, হুচাইমল্লিক, আশাপুর চা বাগানের হাজার হাজার বাসিন্দা ব্যবহার করেন। স্থানীয় গণেশ গোয়ালা জানান, রাস্তার কাজের শিলান্যাসের পর খোয়া ও পাথর ফেলা হলেও তা সম্পূর্ণ হয়নি।

একই দপ্তরের ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দে হাতিঘিসার মেরিভিউ চা বাগানের ১৮০০ মিটার রাস্তার কাজও থমকে থাকায় সেটিরও বেহাল অবস্থা। অন্যদিকে, মহকুমা পরিষদের এসডিআরএফ তহবিল থেকে ১৯ লক্ষ টাকায় নকশালবাড়ির কোটিয়াজোত এলাকার ১৮০০ মিটার রাস্তার কাজ শুরু হলেও সেটি সমাপ্ত না হওয়ায় সেটিও বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার এই বেহাল দশার কারণে জরুরি প্রয়োজনে এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের গাড়ি ঢুকতেও বাধা পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ক্ষুব্ধ বাসিন্দা মনোরঞ্জন সিংহর কথায়, 'ভোটের সময় রাস্তা দ্রুত পাকা করার বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

শুরু হলেও শেষ হয়নি কাজ। সমস্যায় সাধারণ মানুষ।

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'চার বছরে এলাকায় প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। আটকে থাকা কাজগুলিও সম্পূর্ণ হবে। সদ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ায় এজেন্সিরা কিছুটা চাপে রয়েছে।' অন্যদিকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের আশ্বাস, 'কী কারণে কাজ আটকে রয়েছে, তা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের থেকে খোঁজ নিয়ে দ্রুত কাজ চালুর ব্যবস্থা করা হবে।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৫৬ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩

ইথানল বিতর্ক

কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে গাড়ি বা বাইকে কুড়ি শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বা ই-২০ ব্যবহারের দিকে এগোচ্ছে, তাতে দেশে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বহু গাড়ি এবং বাইক মালিকের অভিযোগ, এই জ্বালানি ব্যবহারের ফলে তাঁদের যানের যান্ত্রিক ক্ষতি হচ্ছে এবং খরচ বাড়ছে। কারণ প্রয়োজনীয় মাইলেজ তাঁরা পাচ্ছেন না। অর্থাৎ তাঁদের গাড়ি এক লিটার পেট্রোলে যতখানি দূরত্ব যেতে পারত, ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল ব্যবহার করে অতখানি দূরত্ব যেতে পারছে না।

আর একটি অভিযোগও উঠে আসছে যে, ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল ব্যবহার করলে গাড়িতে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। অভিযোগ উঠছে, ২০২৩ সালের মার্চ মাসের আগে তৈরি গাড়িগুলির ইঞ্জিন ই-২০ ব্যবহারের উপযুক্ত না হওয়ায় সেই গাড়ি বা বাইকের জ্বালানি পরিশোধন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইঞ্জিন লক হয়ে যাচ্ছে বা রাবার ও প্লাস্টিকের পাইপ নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো গুরুতর সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

এইসব গাড়ি এবং বাইক মালিকদের আশঙ্কা, সরকার মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দিলে তাঁদের যানগুলি অকেজো হয়ে যাবে। সরকার অবশ্য এই বিতর্ককে মান্যতা দিতে রাজি নয়। সরকারের বক্তব্য, সমগ্র ঘটনাটিকে ঘিরে অনাবশ্যক বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বিরোধীরা সমাজে অযথা শঙ্কার পরিবেশ তৈরি করছে।

কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিও এই বিতর্ককে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় কসুর করছেন না। বিরোধীদের বক্তব্য, পরিবহণমন্ত্রী ইথানল প্রসঙ্গে একটু বেশি স্পর্শকাতর। কারণ, তাঁর ছেলেরা ইথানলের বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে যুক্ত। সরকার যতই সাফাই দিক, বিরোধীদের মুখ বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ গাড়ি এবং বাইক মালিকদের সিংহভাগ সরকারের যুক্তি মানতে রাজি নন। ফলে বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে।

মূলত যে কারণে এই ক্ষোভ ক্রমবর্ধমান- তা হল ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করে উপভোক্তাদের অর্থের কোনও সাশ্রয় হচ্ছে না। ইথানলের উৎপাদন খরচ সাধারণ পেট্রোলের চেয়ে বেশ কম হওয়া সত্ত্বেও সরকার খুচরো বাজারে মিশ্রিত জ্বালানির দাম এক পয়সাও কমায়নি। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, যদি সস্তা কাঁচামাল মিশিয়ে জ্বালানি তৈরি করা হয়, তবে তার আর্থিক সুবিধা কেন দেশের জনগণ পাচ্ছে না?

সরকার জ্বালানির মূল্য নিয়ে বিতর্ক না বাড়ালেও স্বীকার করে নিয়েছে, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে গাড়ির মাইলেজ কিছু হলেও কমছে। তবে গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে বলে সরকার মানতে রাজি নয়। বরং সরকার ইথানলকে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বলে প্রচারে ব্যস্ত। সরকারের দাবি, এই জ্বালানি ব্যবহারের ফলে কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের মতো ক্ষতিকারক গ্যাসের নির্গমন প্রায় কুড়ি শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে।

কিন্তু সরকারের সেই কথায় কান দিচ্ছে না বিরোধীরা। ইথানল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে বিঁধছে তারা। পরিবেশবিদদের একাংশও সরকারের যুক্তি মানছেন না। তাঁদের অভিযোগ, ইথানল উৎপাদনে কয়েকটি ক্ষতিকারক গ্যাসের নির্গমন বাড়ার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে শিল্পপতিদের জঙ্গল কাটার অধিকার বা নিকোবরের মতো দ্বীপে শিল্প গড়ার অনুমতি দেওয়ায় পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে সরকারের সওয়ালকে পরিবেশবিদরা আর আমল দিতে রাজি নন।

ইথানলের প্রধান উৎস আখ বা ভুট্টা। আখ চাষে জল অনেক বেশি লাগে। অতিরিক্ত আখ চাষের ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে। আবার ভুট্টা চাষের দিকে যদি কৃষকরা বেশি ঝুঁকে পড়েন, তাহলে কৃষি বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই ইথানল বিতর্ক অত সহজে যে প্রশমিত হবে না, সেকথা মাথায় রেখে সরকারকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নাহলে এই বিতর্ক কমার পরিবর্তে বাড়তে থাকবে।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে- নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এঁদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

বারুইপুর এনকাউন্টার ও গণতন্ত্রের অন্ত্যেষ্টি

বারুইপুরে শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের পর পুলিশের রহস্যজনক এনকাউন্টার আমজনতার ক্ষোভে হয়তো সাময়িক প্রলেপ দিয়েছে। কিন্তু খোদ এক মন্ত্রীর দম্ভভরা আস্ফালন আসলে দেশের বিচার ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেকটিই পুঁতে দিল।

পল্লব বসু

গত ৪ জুলাই, ২০২৬। স্রেফ একটু খাবার কিনবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বারুইপুরের এক এগারো বছরের ফুটফুটে শিশুকন্যা। সিসিটিভি ফুটেজে তাকে শেষবার দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দা প্রভাস মণ্ডলের সঙ্গে। ঠিক তার পরের দিন, একটি পুকুর থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার হয় শিশুটির নিথর দেহ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছিল শিউরে ওঠার মতো— জলে ফেলার সময়ও ধর্ষিতা শিশুটি বেঁচে ছিল। তীব্র আঘাত আর জলে ডুবেই তার ফুসফুস চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই পাশবিকতার পর স্বভাবতই জনমানসে আগুন জ্বলে ওঠে। ক্ষোভে অন্ধ জনতা পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগায়, রাস্তা অবরোধ করে এবং স্রেফ সন্দেহের বশে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল নামে এক সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এরপর ৮ জুলাই গভীর রাতে পুলিশ যখন মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য সূর্যপুরে নিয়ে যায়, তখন পুলিশের দাবি অনুযায়ী, সে এক অফিসারের হাত মুচড়ে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পালটা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রভাসের। মে মাসে রাজ্যে পালাবদলের পর এটাই প্রথম বড় মাপের পুলিশি এনকাউন্টার, যা এক লহমায় বাংলার সমাজ ও রাজনীতির চেনা সমীকরণগুলোকে তছনছ করে দিয়েছে।

এই গোটা ঘটনাটি আসলে বাংলার রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের এক যুগান্তকারী ও ভয়ংকর বিবর্তনের জ্বলন্ত প্রমাণ। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে, যা এই রাজ্যের প্রশাসনিক মানসিকতার নির্লজ্জ রূপটি তুলে ধরে। অতীতে আমরা দেখেছি জ্যোতি বসুর জমানার সেই চরম উদাসীন ঔদ্ধত্য, 'এই রকম তো কতোই ঘটে'। তারপর জমানা বদলেছে, কিন্তু বদলায়নি শাসকের অসংবেদনশীলতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়েছিল আর এক চরম বিতর্কিত নিদান, 'এগুলো ছোট ঘটনা, আন্দোলন অনেক হয়েছে, এবার উৎসবে ফিরুন'। আর আজ, সেই একই সিংহাসনে বসে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসন যেন এক নতুন রাজধর্ম পালনের অঙ্গীকার নিল। খোদ রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ছবিটি পোস্ট করে এনকাউন্টারকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে সগর্বে স্লোগান তুলেছেন— 'সকালে জমা, বিকেলে খরচ!'

সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হল, এই দম্ভোক্তি রাস্তার কোনও সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীর মুখ থেকে বেরোয়নি। এটি বেরিয়েছে মন্ত্রীসভার একজন উচ্চশিক্ষিত, পেশায় চিকিৎসক মন্ত্রীর কলম থেকে। একজন চিকিৎসকের মূল কাজ যেখানে জীবন বাঁচানো, সেখানে তিনি যখন সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে এই ধরনের হিংস্র 'শর্টকাট' নীতির প্রচার করেন, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা আত্মরক্ষার তাগিদে নেওয়া তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ছিল না। মন্ত্রীর এই সগর্ব

আস্ফালন কার্যত এই জোরালো বিশ্বাসকেই সিলমোহর দেয় যে, বারুইপুরের ঘটনাটি আসলে একটি পূর্বপরিকল্পিত ভুয়ো এনকাউন্টার এবং পুলিশের উর্দি গায়ে ঠান্ডা মাথায় করা একটি খুন। প্রশ্ন জাগে, সরকারের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী যখন বুক বাজিয়ে এমন আইনবহির্ভূত হিংস্রতাকে সমর্থন করেন, তখন কি ধরে নিতে হবে এটাই এই নতুন সরকারের ঘোষিত নীতি? যদি 'সকালে জমা দিয়ে বিকেলে খরচ' করে ফেলার একচ্ছত্র ক্ষমতাই পুলিশকে দিয়ে দেওয়া হয়, তবে করের কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেশে আদালত আর বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনটা কী?

শাসকদলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার একে 'ঐশ্বরিক বিচার' আখ্যা দিয়ে যতই হাততালি কুড়োন, বা নিহত অভিযুক্তের মা ছেলের লাশ নিতে অস্বীকার করে যতই বলুন যে উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে— ভেতরের আসল কঙ্কালটা তাতে ঢাকা পড়বে না। কারণ, খোদ নির্যাতিতার পরিবার কিন্তু এই এনকাউন্টারে বিন্দুমাত্র উল্লাস প্রকাশ করেনি। বরং তাঁরা পুলিশের ক্ষমার অযোগ্য গাফিলতির দিকে সরাসরি আঙুল তুলেছেন। শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার পর পুলিশ যদি লাল ফিতের ফাঁসে আটকে না থেকে তৎক্ষণাৎ তৎপর হত, তবে হয়তো আজ একটা নিষ্পাপ প্রাণ বেঁচে যেত। নিজেদের সেই চরম ব্যর্থতা ঢাকতেই কি পুলিশ তড়িঘড়ি একটি বুলেটের সাহায্যে মূল সাক্ষীকেই চিরতরে স্তব্ধ করে দিল?

বারুইপুরের এনকাউন্টার এবং শুভেন্দু সরকারের মন্ত্রীর 'সকালে জমা, বিকেলে খরচ' স্লোগানটি আসলে পুলিশের ঠান্ডা মাথায় করা খুনের তত্ত্বকেই মান্যতা দিচ্ছে। একজন শিক্ষিত চিকিৎসকের মুখে এমন আইনবহির্ভূত হিংস্রতার প্রচার দেশের বিচার ব্যবস্থার অস্তিত্বকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিচারহীনতার দীর্ঘসূত্রিতা থেকে জন্মানো জনতার অন্ধ উল্লাস আসলে এক স্বৈরাচারী জঙ্গলরাজের সূচনা করছে, যা সভ্যসমাজের জন্য এক চরম অশনিসংকেত।

এ দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যার কোনও আইনি বৈধতা নেই। পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় উল্লেখিত আত্মরক্ষার অধিকার কিংবা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগের অজুহাত যতই খাড়া করুক না কেন, তারা যে সুপ্রিম কোর্টের ২০১৪ সালের কড়া নির্দেশিকাকে স্রেফ বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে, তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কিন্তু তার চেয়েও বড় আশঙ্কার জায়গা হল, এই এনকাউন্টারের প্রতি সাধারণ মানুষের অন্ধ সমর্থন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই লেখা যাঁরা পড়ছেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো মনে মনে জানেন যে এটি একটি সাজানো ঘটনা, তবুও তাঁরা একে সমর্থন করছেন। কিন্তু কেন? কেন সাধারণ মানুষ এই আদিম ও বন্য বিচারকে উদযাপন করছে? এর একমাত্র কারণ— আমাদের বিচার ব্যবস্থার চূড়ান্ত দীর্ঘসূত্রিতা। দেশের আদালতগুলোতে আজ ৫ কোটিরও বেশি মামলা ধুঁকছে। পকসো বা খুনের মতো মারাত্মক মামলার চূড়ান্ত রায় পেতে পেতে অনায়াসে ১০ থেকে ১৫ বছর কেটে যায়। এই দীর্ঘসূত্রিতার ফাঁক গলে অপরাধীরা জামিনে বেরিয়ে আসে, সাক্ষীদের হুমকি দেয়, প্রমাণ লোপাট করে। বিচারহীনতার এই পচনশীল সংস্কৃতিই মানুষকে আজ 'তাৎক্ষণিক সুবিচার'-এর অন্ধ ভক্ত বানিয়ে তুলেছে। কিন্তু সেই ক্ষোভের আগুনে যখন ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মতো মন্ত্রীরা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ঘি ঢালেন, তখন গণতন্ত্রের ভিতটাই নড়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই মন্ত্রীর পোস্টের নীচেই এক সচেতন নাগরিক অত্যন্ত নির্ভুলভাবে লিখেছেন, 'বিচার ব্যবস্থাকে এড়িয়ে প্রশাসন যখন নিজের হাতে ক্ষমতা নেয়, তখন তা কীসের ইঙ্গিত তা আপনার মতো পড়াশোনা জানা মানুষের অজানা নয়! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস বিরোধী দলে থাকলে আপনি আমার সাথে সম্পূর্ণ একমত হতেন!'

জনতার এই সাময়িক তালি আর উল্লাসের আড়ালে যে কী মারাত্মক বিপদ লুকিয়ে আছে, তা হয়তো আমরা টেরই পাচ্ছি না। বিচারবহির্ভূত হত্যা মানেই আদালতের তোয়াক্কা না করে স্রেফ পুলিশের মর্জির ওপর কোনও মানুষের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করা। এই বারুইপুরেই তো উত্তেজিত জনতা ভুল করে সম্পূর্ণ নির্দোষ ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে পিটিয়ে মেরে ফেলল! যদি পুলিশকেই একইসঙ্গে বিচারক এবং জল্লাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়, তবে কাল যে কোনও রাজনৈতিক বিরোধী, আন্দোলনকারী বা স্রেফ আপনার অপছন্দের কোনও সাধারণ মানুষকে পুলিশ এনকাউন্টারের নামে খতম করে দেবে না—তার গ্যারান্টি কে দেবে? এই চটজলদি এনকাউন্টার আসলে পুলিশের তদন্তের গাফিলতি, ফরেন্সিক ল্যাবের জরাজীর্ণ দশা আর মূল অপরাধীদের আড়াল করার সবচেয়ে সহজ রাজনৈতিক মোড়ক।

বুলেটের নল দিয়ে কোনও সভ্যসমাজের সংকটমোচন হতে পারে না। আমাদের দেশে প্রতি দশ লক্ষ মানুষের জন্য বিচারক রয়েছেন মাত্র ২১ জন, যেখানে উন্নত বিশ্বে এই সংখ্যাটা একশোর বেশি। সংস্কার যদি সত্যিই করতে হয়, তবে বিচারকের সংখ্যা বাড়ান, ফাস্ট ট্র্যাক আদালতগুলোকে স্থায়ী রূপ দিন, এবং কড়া আইনি পরিকাঠামো তৈরি করে এক বছরের মধ্যে অপরাধীর ফাঁসি নিশ্চিত করুন। সাক্ষীরা যাতে ভয়ে পিছিয়ে না যান, তার জন্য আন্তর্জাতিক মানের 'সাক্ষী সুরক্ষা প্রকল্প' চালু করা হোক। এসব না করে আমরা যদি তাৎক্ষণিক প্রতিশোধের আবেগে ভেসে এই হিংস্র শর্টকাটকে বাংলায় স্বাগত জানাই, তবে আমাদের সমাজ খুব দ্রুত একটা সরকারি বধ্যভূমিতে পরিণত হবে। আজ যে শর্টকাট জাস্টিস দেখে আমরা হাততালি দিচ্ছি, কাল সেই বুলেটের মুখ আমার বা আপনার দিকেও ঘুরে যেতে পারে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯০০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা ছবি বিশ্বাস।

১৯৩৯

চলচ্চিত্র পরিচালক প্রকাশ মেহেরা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

কেউ কেউ অতি বিজেপি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের পার্টি নিয়ন্ত্রণ করবেন। যে যেটা পারেন না, তিনি সেটা করবেন না। অতীতের সরকার কিছু ফেভারিটিজম করেছে। এইসবের পরিবর্তনের জন্যই তো বিজেপি এসেছে। একই কাজ আমাদের দল শুরু করলে ডিম আমাদের মাথায়ও পড়বে।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

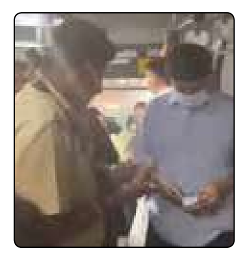

মুখে মাস্ক, পরনে সাধারণ পোশাক। চেনার উপায় নেই তিনি কর্ণাটকের পরিবহণমন্ত্রী। আমআদমির দুর্ভোগের আঁচ পেতে সরকারি বাসে সওয়ার হলেন। কাটলেন টিকিটও। খুচরো না থাকায় খেলেন ধমক। দেওয়া হল বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার হুমকিও।

ভাইরাল/২

একজনের পরনে কালো কোট ও আরেকজনের খাকি। একে অপরকে ঠেলাঠেলি করছে। চালাচ্ছে এলোপাতাড়ি লাথি, ঘুসি। ধস্তাধস্তিতে দুজনেই মাটিতে। ঠিক যেন কুস্তির আখড়া। কানপুর নগর জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে আইনজীবী-পুলিশের মারামারির ভিডিও ভাইরাল।

জনমন
জনমত

ভালোবাসা অনুভূতির, প্রদর্শনের নয়

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি প্রেমের প্রস্তাবের ভিডিও ঝড় তুলেছে। বহুতল ভবনের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রেম নিবেদনের সেই দৃশ্য লক্ষ লক্ষ মানুষের নজর কেড়েছে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের কাছে এটি যেন ভালোবাসার নতুন সংজ্ঞা হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে অনেকেই সেই দৃশ্য অনুকরণ করার চেষ্টা করছেন। এমনকি সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে, 'এটাই নাকি সত্যিকারের ভালোবাসা!' প্রশ্ন জাগে, ভালোবাসার সংজ্ঞা কি এতটাই বদলে গেল যে তার গভীরতা এখন আর হৃদয়ে নয়, বরং প্রদর্শনের উচ্চতায় নির্ধারিত হবে?

এক দশক আগেও প্রেম ছিল অনেক বেশি ব্যক্তিগত। একটি লাল গোলাপ, হাতে লেখা একটি চিঠি কিংবা বিকেলের শেষ আলোয় নদীর ধারে কয়েকটি আন্তরিক কথা- এসবই ছিল ভালোবাসার মূল্যবান ভাষা। আজ প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের যুগে অনেক সম্পর্ক যেন ক্যামেরার সামনে প্রমাণ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ভালোবাসা যেন অনুভূতির চেয়ে বেশি হয়ে উঠছে 'কনটেন্ট'। ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোও এখন ভাইরাল হওয়ার আশায় জনসমক্ষে মেলে ধরা হচ্ছে।

এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে তরুণ প্রজন্মের মানসিকতায়। অনেকেই মনে করতে শুরু করেছেন, দামি হিরের আংটি, শততলা ভবনের ছাদ, বিলাসবহুল আয়োজন কিংবা লক্ষ টাকার খরচ ছাড়া প্রেমের মূল্য নেই। ফলে যে তরুণের হৃদয়ে অফুরন্ত ভালোবাসা আছে, কিন্তু অর্থ বা এমন আয়োজনের সামর্থ্য নেই, সে নিজেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ বলে ভাবতে শুরু করে। তার হাতে যদি থাকে মাত্র একটি লাল গোলাপ আর কয়েকটি চকোলেট, তাহলে সে হয়তো আজ প্রেম নিবেদন করার আগেই দ্বিধায় ভুগবে।

বাস্তবতা হল, ভালোবাসা কখনও অর্থের অঙ্কে বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রদর্শনীতে মাপা যায় না। আমাদের দায়িত্ব তরুণদের শেখানো- প্রেম মানে বিপজ্জনক স্টান্ট নয়, ভাইরাল ভিডিও নয় কিংবা ব্যয়বহুল আয়োজনও নয়। প্রেম মানে একজন মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ, সম্মান, নিরাপত্তা, বিশ্বাস এবং সারাজীবন পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি। যদি আমরা ভালোবাসাকে শুধুই প্রদর্শনের মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিই, তবে আগামী প্রজন্ম অনুভূতির চেয়ে অভিনয়ই বেশি শিখবে।

রাসেল সরকার, হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যে রাত এখনও শেষ হয়নি

মারাদোনা থেকে মেসি— চার দশকের বিশ্বকাপ, বাঙালি পরিবারের চিরন্তন আবেগের উত্তরাধিকার।

দেবরাজ রায় চৌধুরী

আমার বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১৯৮৬ শুধু একটি বছর নয়। ২২ জুন ১৯৮৬, জীবনের একটি রাত। সেই রাত আজও শেষ হয়নি। চোদ্দো বছর বয়সে কেউ জানতে পারে না কোন রাত সারাজীবনের সম্পদ হবে, আমিও জানতাম না। আজকের প্রজন্মকে বোঝানো কঠিন যে তখন রাতের নির্দিষ্ট সময় ছিল। রাত ৯টা মানেই শিলিগুড়ির মিলনপল্লির সরকারি আবাসনের ফ্ল্যাটে দূরদর্শনের পর্দায় দিল্লি থেকে সম্প্রচারিত নুক্কড় বা হামলোগের মতো ধারাবাহিক দেখা। সাড়ে ৯টায় রাতের খাবার সেরে দশটায় জানলার আলো নিভলে মনে হত গোটা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। মোবাইল বা ইন্টারনেটহীন সেই নিস্তব্ধ রাতে দূর থেকে মহানন্দা ব্রিজ কাঁপিয়ে দার্জিলিং মেল চলে যেত। শুধু সেই একটি রাতই ছিল ব্যতিক্রম।

সেদিন বাবা বলেছিলেন আজ আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের ম্যাচটি ফকল্যান্ড যুদ্ধের অপমানের বদলা নেওয়ার সুযোগ। ভূরাজনীতি না বুঝলেও বাবার গলার দৃঢ়তায় বুঝেছিলাম রাতটা অন্যরকম। নিস্তব্ধ ড্রয়িংরুমে দূরদর্শনের আলোয় বাবা ও ছেলে ঘুমের সঙ্গে লড়ে অপেক্ষা করছিলাম রূপকথার লাইভ দর্শনের। প্রথম গোলটিকে মারাদোনা নিজেই নাম দিয়েছিলেন 'ঈশ্বরের হাত'। কিন্তু পরেই নিজের অর্ধে আলতো টোকায় ঐতিহাসিক টার্ন নিয়ে বল ধরে ছুটলেন মারাদোনা। একজন, দুজন, তারপর একে একে পাঁচজন ইংল্যান্ডের বাঘা ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষক পিটার শিল্টনকে কাটিয়ে বল জালে জড়াতেই তৈরি হল শতাব্দীর সেরা গোল। হতভম্ব আমরা চুপ করে বসে রইলাম। সেই নীরবতাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় উল্লাস। ফ্লাস্কের চাও খাওয়া হল না। ভোরের ঠান্ডা বাতাসে শিলিগুড়ির সেই ভোর ও বাবার সঙ্গে কাটানো আড্ডাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ফিরে দেখা।। মারাদোনার সেই 'ঈশ্বরের হাত'।

১৯৯০ সালের ইতালি বিশ্বকাপে মারাদোনার চোখে জল দেখে মন ভারী হলে বাবা বলেছিলেন, 'সব সময় জেতা যায় না, কিন্তু বড় খেলোয়াড়রা হারলেও বড়ই থাকে।' ১৯৯৪ সালের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে দুই গোলে এগিয়ে থেকেও যখন ব্রাজিল দুই গোল খায়, তখন ব্র্যাংকোর রকেট ফ্রি কিক দলকে সেমিফাইনালে তোলে। এক ইংরেজি খবরের কাগজের সেই সংক্রান্ত শিরোনাম আজও মনে উজ্জ্বল। এরপর একের পর এক বিশ্বকাপ এসেছে, চলে গিয়েছে। এই চার দশকে ঝাপসা দূরদর্শনের জায়গা নিয়েছে কেবল টিভি, স্মার্ট টিভি আর মোবাইল অ্যাপ। একদা গোলের রিপ্লের জন্য অধীর আগ্রহে খবরের অপেক্ষায় থাকতে হত, আজ তা সেকেন্ডের মধ্যে মুঠোফোনে চলে আসে। ভিএআর বা গোললাইন প্রযুক্তি এলেও একটি জিনিস বদলায়নি, তা হল বিশ্বকাপের রাতে বাবার সন্তানকে লাইভ ম্যাচ দেখার জন্য ডেকে তোলা।

জীবনের নিয়মে মিলনপল্লির আবাসন ছেড়ে চাকরি ও সংসারের টানে আজ আমার ঠিকানা মালদা হলেও স্মৃতি বদলায় না। সময় এখন বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে। চোদ্দো বছরের সেই ছেলেটি আজ নিজেই বাবা যার একুশ বছরের মেয়ে কলকাতায় পড়ে। আজকের প্রজন্ম মেসির জাদুতেই বড় হয়েছে। ওদের কাছে রাত জাগা কোনও বিষয় নয় কারণ এই প্রজন্ম জেগেই রাত কাটায় আর ভোরে ঘুমায়। তবু প্রযুক্তিতে ভরা এই জীবনেও বিশ্বকাপ এখনও বিস্ময় উপহার দেয়। কিছুদিন আগে গভীর রাতে মেয়ের ফোন এল, 'বাবা, খেলাটা দেখছ তো? রূপকথা আবার চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে। এখন কথা নয়, শুধু দ্যাখো।' ফোন কেটে যাওয়ার পর মনে পড়ে গেল চল্লিশ বছর আগের সেই উপলব্ধি, বিস্ময়ের আর এক নাম স্তব্ধতা।

চোদ্দো বছরের সেই ছেলেটিও জানত না, একদিন তার মেয়েও তাকে গভীর রাতে ফোন করে বলবে, 'বাবা, খেলাটা দেখছ তো?' বোধহয় এভাবেই এক অদৃশ্য আবেগের উত্তরাধিকার বেঁচে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। বুঝতে পারি বিশ্বকাপ ফুটবল কেবল কয়েকটা দেশের কয়েকজন ফুটবলারের গল্প নয়, বরং তাঁদের ওপর ভর করে অগুনতি মানুষের স্মৃতি যা বয়ে চলে। বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যায়। স্মৃতি নয়। তাই সেই রাত আজও শেষ হয়নি।

(লেখক মালদা পলিটেকনিকের অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৯৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। পুরস্কার ৪। রীতি, নিয়ম, আচার বা ধারা ৫। দিদি, বড় বোন ৭। দস্তা-র আরেক নাম ৮। রত্নবণিক, জহুরি, যে ব্যক্তি মণিরত্নাদি কেটে পালিশ করেন ৯। বর্তমানকালীন, নব্য, সাম্প্রতিক ১১। দীনদরিদ্র, অসমের একটি উপত্যকা ১৩। বার্ধক্য ১৪। বিবাদ, ঝগড়া বা দাঙ্গা ১৫। পুত্র, দর্শনীয়।

উপর-নীচ : ১। রোগের চিকিৎসা বা উপশম ২। পুরুষ, সাহসী বা বীরপুরুষ ৩। নাম ও ঠিকানা ৬। গোপনে অপসারণ ৯। অনুমান ১০। নারীর অবিবাহিত কাল ১১। মুখ, বদন, বর্ণনা বা বিবরণ ১২। অল্প কিছু দিন।

সমাধান ■ ৪৪৯৪

পাশাপাশি : ১। তপোলোক ৩। আম্রাত ৫। করকমল ৭। কচাল ৯। মালব ১১। বারফট্টাই ১৪। নকলি ১৫। রাজসিক।

উপর-নীচ : ১। ততোধিক ২। কয়েক ৩। আরক ৪। তণ্ডুল ৬। মঞ্জিল ৮। চাউর ১০। বলাহক ১১। বায়েন ১২। ফজলি ১৩। ইশারা।

বিন্দুবিসর্গ

অভিযোজন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

স্নিগ্ধা রায়, *শিক্ষক*
বালুরঘাট জেএলপি বিদ্যাচক্র
দক্ষিণ দিনাজপুর

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

1. অভিযোজন কাকে বলে?
উ : পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য জীবের গঠন, কাজ বা আচরণের স্থায়ী ও বংশগত পরিবর্তনকে অভিযোজন বলে।

2. অভিযোজন শব্দটির প্রবক্তা কে?
উ : চার্লস ডারউইন।

3. অভিযোজন কয় প্রকার ও কী কী?
উ : তিন প্রকার। 1) গঠনগত 2) শারীরবৃত্তীয় 3) আচরণগত

4. গঠনগত অভিযোজনের দুটি উদাহরণ দাও।
উ : ক্যাকটাসের কাঁটা, রুই মাছের মাকু দেহ।

5. শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন কী? একটি উদাহরণ দাও।
উ : দেহের ভেতরের কাজের পরিবর্তন।
উদা : উটের কম জল খরচ।

6. আচরণগত অভিযোজনের দুটি উদাহরণ দাও।
উ : পাখির পরিযান, ভালুকের শীতনিদ্রা।

7. ক্যাকটাসের দুটি অভিযোজন লেখো।
উ : 1) পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত 2) কাণ্ডে জল সঞ্চয়।

8. উট কীভাবে জল বাঁচায়?
উ : কুঁজে চর্বি জমায়, কম ঘামে, গাঢ় মূত্র ত্যাগ করে।

9. রুই মাছের দেহের আকৃতি কেমন ও কেন?
উ : মাকু বা স্ট্রিমলাইনড। জলের বাধা কমাতে ও দ্রুত সাঁতার কাটতে সাহায্য করে।

10. মাছের লেজের দুটি কাজ লেখো।
উ : 1) সামনে এগোতে গতি তৈরি করে। 2) দিক পরিবর্তন করে।

11. পটকা বা বায়ুথলি কী?
উ : মাছের পেটের ভেতর বায়ুপূর্ণ থলি। একে Hydrostatic Organ বলে।

12. পটকার প্রধান কাজ কী?
উ : জলের বিভিন্ন গভীরতায় বিনা পরিশ্রমে ভেসে থাকতে সাহায্য করা।

13. সব মাছের পটকা থাকে কি? একটি উদাহরণ দাও
উ : না। হাঙর, শংকর মাছের পটকা নেই।

14. মাছের পার্শ্বরেখার কাজ কী?
উ : জলের স্রোত, চাপ ও শত্রুর অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে।

15. মাছ কী দিয়ে শ্বাস নেয়?
উ : ফুলকা দিয়ে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নেয়।

16. Camouflage কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উ : পরিবেশের সঙ্গে গায়ের রং মিলিয়ে লুকোনো। উদা : গিরগিটি।

17. Mimicry কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উ : বাঁচার জন্য অন্য বিপজ্জনক জীবকে নকল করা। উদা : নিরীহ প্রজাপতি।

18. Hibernation কী? কোন প্রাণী করে?
উ : শীতকালে দীর্ঘ ঘুম। ভালুক, ব্যাং করে।

19. Migration কী? একটি উদাহরণ দাও।
উ: ঋতুভিত্তিক স্থান পরিবর্তন।
উদা : সাইবেরিয়ান সারস ভারতে আসে।

20. মরু উদ্ভিদকে কী বলে?
উ : জেরোফাইট।

21. জলজ উদ্ভিদকে কী বলে?
উ: হাইড্রোফাইট।

22. অভিযোজন ও অভিব্যক্তির সম্পর্ক কী?
উ : অভিযোজন হল বিবর্তন বা অভিব্যক্তির একটি ধাপ। অভিযোজনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

23. রুই মাছের আঁশের কাজ কী?
উ : দেহকে পিচ্ছিল রাখে, ঘর্ষণ কমায় ও রক্ষা করে।

24. পটকা না থাকলে মাছের কী অসুবিধা হত?
উ : সারাক্ষণ সাঁতার কাটতে হত, না হলে জলে ডুবে যেত।

26. অভিযোজনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উ : পরিবেশে টিকে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করা।

27. ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের একটি অভিযোজন লেখো।
উ : শ্বাসমূল (Pneumatophore) থাকে।

28. শ্বাসমূলের কাজ কী?
উ : অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্যে সাহায্য করা।

29. পদ্ম উদ্ভিদের দুটি অভিযোজন লেখো।
উ : ১) পাতায় মোমের আবরণ ২) কাণ্ডে বায়ুকুঠুরি।

30. বায়ুকুঠুরির কাজ কী?
উ : উদ্ভিদকে জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

31. মরুভূমির উদ্ভিদের পাতা কাঁটায় পরিণত হয় কেন?
উ : প্রস্বেদন কমিয়ে জল সংরক্ষণ করার জন্য।

32. উটের পায়ের পাতা চওড়া হয় কেন?
উ : বালিতে সহজে চলাচলের জন্য।

33. মেরুভালুকের দুটি অভিযোজন লেখো।
উ : ১) মোটা লোম ২) ত্বকের নীচে পুরু চর্বির স্তর।

34. Camouflage-এর সুবিধা কী?
উ : শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ও শিকার ধরতে সাহায্য করে।

35. Mimicry-এর সুবিধা কী?
উ : শত্রুকে বিভ্রান্ত করে আত্মরক্ষা করা।

36. Aestivation বা গ্রীষ্মনিদ্রা কী?
উ : অতিরিক্ত গরম ও শুষ্ক পরিবেশে প্রাণীর দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকা।

37. গ্রীষ্মনিদ্রা করে এমন দুটি প্রাণীর উদাহরণ দাও।
উ: শামুক, ফুসফুসী মাছ।

38. প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) কী?
উ : পরিবেশের উপযোগী জীবের টিকে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া।

39. 'Natural Selection' বা প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
উ : চার্লস ডারউইন।

40. অভিযোজন কি অর্জিত বৈশিষ্ট্য?
উ : না, এটি বংশগত ও দীর্ঘ সময়ে গড়ে ওঠা বৈশিষ্ট্য।

ভাবতে শেখো, প্রকাশ করো

বিষয় : ডিজিটাল যুগেও লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে তোমার ইতিবাচক ভাবনা কী?

অ্যালগরিদমের ভিড়ে জ্ঞানের স্পন্দন!

প্রযুক্তা দাস, *শিক্ষার্থী*
তৃতীয় বর্ষ, এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ, হিলি
দক্ষিণ দিনাজপুর

সময়ের স্রোতে সভ্যতা বদলে যায়, প্রযুক্তি নবরূপে পরিবর্তিত হতে থাকে; তবু কিছু নীরব স্থান মানবজাতির মননকে সযত্নে আগলে রাখে। গ্রন্থাগার তেমনই এক জ্ঞানপীঠ, যেখানে বইয়ের ভাঁজে ইতিহাস, অনুভূতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিহিত। ডিজিটাল সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল যুগে আঙুলের স্পর্শে উন্মুক্ত হচ্ছে সহস্র তথ্যের দরজা, তবু কোথাও যেন মননশীলতার এক নিভৃত ক্ষয় প্রগাঢ় হচ্ছে।

যেখানে বিচিত্র বই, পত্রিকা, গবেষণাপত্র, তথ্য সংক্রান্ত উপকরণ সংরক্ষিত হয় এবং পাঠকদের জ্ঞানচর্চা, গবেষণার সুযোগ প্রদান করা হয়, যেখানে বইয়ের মাধ্যমে পাঠক নিজেকে ও ব্রহ্মাণ্ডকে নবালোকে আবিষ্কার করে, সেই উপাসনালয়টি হল- গ্রন্থাগার। একটি ভালো বই যেমন চিন্তাজগৎকে প্রসারিত করে, তেমনই সহানুভূতি, মূল্যবোধ গড়ে তোলে।

স্ক্রিনে পড়তে বসলে হঠাৎ একটি নোটিফিকেশন কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আহ্বান মনোযোগকে ক্ষীণ করে, অজান্তেই ডিজিটালাইজেশনের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যান পাঠক। অন্যদিকে, লাইব্রেরির নীরবতা মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে।

ই-লাইব্রেরির অবাধ প্রবাহ জ্ঞানের ভার্চুয়াল মহাসমুদ্র খুলেছে ঠিকই, কিন্তু সমস্ত নদী যেমন সাগরে মেশে না, তেমনি সমস্ত বইও কপিরাইটের গণ্ডি, প্রকাশনার সীমাবদ্ধতা কিংবা বিরল গ্রন্থের অপ্রাপ্যতা পেরিয়ে ডিজিটাল পরিসরে এসে পৌঁছোয় না; বইগুলির স্পর্শ পেতে হলে লাইব্রেরির দ্বারেই ফিরতে হয়।

বাড়িতে অনেকক্ষেত্রে টেলিভিশনের শব্দ, পারিবারিক ব্যস্ততা কিংবা নানান অদৃশ্য টান মনোযোগ বিচ্যুত করে, সেখানে লাইব্রেরি যেন নির্জন তপোবন, জাগতিক ব্যস্ততা থেকে মুক্তিস্থল।

অধুনা লাইব্রেরিতে ইন্টারনেটের সুবিধে রয়েছে; কখনও চোখে পড়ে পাঠক নীরবে ল্যাপটপে গবেষণা করছেন, অনলাইন জার্নাল পড়ছেন- দৃশ্যগুলি বিরোধের নয়, বরং সহাবস্থানের।

লাইব্রেরি একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বিভিন্ন আলোচনাচক্র, শিশুদের জন্য গল্পপাঠ, তরুণদের জন্য লেখালেখির কর্মশালা কিংবা প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার অনুষ্ঠান- উদ্যোগগুলি লাইব্রেরিকে সদাজাগ্রত রাখতে পারে।

সর্বোপরি, আজকের যান্ত্রিক জীবনে গ্রন্থাগার মানসিক প্রশান্তির এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।

লাইব্রেরি হোক মনের জায়গা

রানা সাহা, *শিক্ষার্থী*
প্রথম বর্ষ, গাজোল কলেজ
মালদা

বর্তমানে আমাদের পড়াশোনা আর তথ্য সংগ্রহ মোবাইল, ট্যাব বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই দ্রুত আর সহজলভ্য ব্যবস্থার মাঝেও লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার আলাদা একটা গুরুত্ব ও আকর্ষণ রয়েছে।

প্রথমত, লাইব্রেরির পরিবেশই একটা বড় প্রাপ্তি। মোবাইল বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভ্রান্তি ছাড়া শান্ত, মনোযোগী পরিবেশে পড়া— এটা ডিজিটাল স্ক্রিন দিতে পারে না। অনেকেই এখন আবার 'ডিপ ফোকাস' খুঁজছে, আর লাইব্রেরি সেটা স্বাভাবিকভাবেই দেয়।

দ্বিতীয়ত, লাইব্রেরিকে একটু আধুনিকভাবে উপস্থাপন করা দরকার। যেমন— ওয়াই-ফাই, আরামদায়ক বসার জায়গা, ছোট ক্যাফে কর্নার, গ্রুপ ডিসকাশনের স্পেস—এগুলো থাকলে তরুণদের কাছে লাইব্রেরি বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। ডিজিটাল আর ফিজিকাল— দুটোকে মিলিয়ে দিলে আগ্রহ বাড়ে।

তৃতীয়ত, কমিউনিটি কার্যক্রম খুব কার্যকর হতে পারে। বুক ক্লাব, লেখক সাক্ষাৎকার, গল্প বলা সেশন, কুইজ বা রিডিং চ্যালেঞ্জ— এই ধরনের ইভেন্ট মানুষকে লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত করে। তখন লাইব্রেরি শুধু বইয়ের জায়গা না, একটা মনের জায়গাও হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস তৈরি করা জরুরি। স্কুল পর্যায়ে যদি নিয়মিত লাইব্রেরি ভিজিট, পড়া নিয়ে আলোচনা বা ছোট পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠবে।

সবশেষে বলব, একটা মানসিকতার বদল দরকার— বই পড়া যেন 'চাপ' না হয়ে 'আনন্দ' হয়। যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে বই পড়া মানে শুধু পড়াশোনা নয়, বরং নিজের চিন্তা, কল্পনা আর ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করা— তখন লাইব্রেরির প্রতি আগ্রহ আবার বাড়বেই।

প্রিয় বন্ধু হোক লাইব্রেরি

দেবজ্যোতি সরকার, *শিক্ষার্থী*
প্রথম বর্ষ, তুফানগঞ্জ কলেজ অফ এডুকেশন, কোচবিহার

বই আমাদের পরম বন্ধু। আনন্দে, দুঃখে কিংবা জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে বই সর্বদা আমাদের নিত্যসঙ্গী। আর সেই কারণেই লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারের গুরুত্বও অপরিসীম। তবে এই ডিজিটাল যুগে লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার আগ্রহ যেন ক্রমশই কমছে। হাতের কাছেই বিভিন্ন বই-এর ছবি সহ বিশ্লেষণ লাইব্রেরিতে বসে পাঠকের বই পড়ার আগ্রহকে কিছুটা হলেও কমিয়ে দিয়েছে। বলাই যায়, তাই আজ স্বভাবতই গ্রন্থাগারের মন খারাপ!

তবে ডিজিটাল যুগ হলেও লাইব্রেরিতে বসে বই পড়া এক আলাদা আনন্দ ও অনুভূতির জন্ম দেয়, যা আমি নিজের জীবনেও অনুভব করেছি। বাড়ির চেনা পরিবেশ বাদে নিজের মতো করে বই পড়ার অনুকূল পরিবেশ কেবলমাত্র লাইব্রেরি-ই দিতে পারে। লাইব্রেরিতে বসে বই পড়লে পাঠকের সঙ্গে বইয়ের অজান্তেই এক বন্ধুত্ব হয়ে যায়, পাঠক আরও বেশি মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়, ফলে সহজেই গভীরভাবে কোনও বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞানলাভ হয়। শুধু তাই নয় লাইব্রেরিতে বসে বই পড়া একাধারে যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, তেমনিই নিখুঁত-নির্ভুল তথ্যভিত্তিক জ্ঞানও লাভ করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীদের এই অভ্যাসের ফলে তারা বিদ্যালয়মুখী হয়, পাশাপাশি বিদ্যালয় হোক বা বাড়ি, বিরতির সময়কে তারা ভালোভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়। শিশুদের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার উপকারিতা সম্পর্কে তাদের অবগত করতে হবে। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন বিষয় তালিকায় লাইব্রেরি-টাইম দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা অনেকটা উপকৃত হবে, ক্রমশ বইয়ের সঙ্গে তাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

তবে নজর রাখতে হবে লাইব্রেরির পরিবেশ যেন পাঠকের পড়ার উপযোগী হয়। লাইব্রেরিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তির (যেমন- ওয়াই-ফাই, ই-বুক) মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হলে তা পাঠকের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে বেশি আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। জ্ঞানসমৃদ্ধ, তথ্যভিত্তিক বইয়ের পাশাপাশি হাসি-মজার, সাহিত্য-খেলা-সিনেমা জগৎ ও দেশ-বিদেশের নানান তথ্যসমৃদ্ধ বই এবং নিয়মিত বিভিন্ন পত্রিকায় লাইব্রেরি সজ্জিত থাকলে তা পাঠকের মনে লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। গ্রুপ স্টাডির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা আরও লাভবান হবে। তবে কোনওভাবেই গ্রন্থাগারের শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত যেন না হয় সেই দিকেও নজর রাখতে হবে। সর্বোপরি, ডিজিটাল যুগ থেকে খানিকটা সময় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লাইব্রেরিমুখী হয়ে বই পড়ার সময় বের করতে পাঠককেই উদ্যোগী হতে হবে, তবেই বিভিন্ন বইয়ের সংস্পর্শে প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠবে লাইব্রেরি।

আধুনিক পর্যায় সারণির ধারণা

আধুনিক পর্যায় সারণি হল একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি যেখানে মৌলগুলোকে তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজানো হয়। এতে মৌলগুলির রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি এবং তাদের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। আধুনিক সারণি হেনরি মসলি প্রস্তাবিত ধারণার উপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে এতে মোট ১১৮টি স্বীকৃত মৌল রয়েছে।

গার্গী চন্দ্র, *শিক্ষক*
উডরিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
শিলিগুড়ি

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন
প্রশ্নমান-1

1. আধুনিক পর্যায় সূত্র মৌলের যে ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা হল-
ক) ইলেক্ট্রন আসক্তি
খ) পারমাণবিক আয়তন
গ) পরমাণু ক্রমাঙ্ক
ঘ) পারমাণবিক গুরুত্ব
উঃ গ) পরমাণু ক্রমাঙ্ক

2. একাধিক যোজ্যতা দেখা যায়-
ক) ক্ষার ধাতুর খ) হ্যালোজেনের গ) সন্ধিগত মৌলের ঘ) ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুর
উঃ গ) সন্ধিগত মৌলের

3. পর্যায় সারণির সবচেয়ে হালকা মৌল-
ক) লিথিয়াম খ) অক্সিজেন গ) নাইট্রোজেন ঘ) হাইড্রোজেন
উঃ ঘ) হাইড্রোজেন

4. ল্যান্থানাইড মৌলগুলির অবস্থান
ক) প্রথম পর্যায়ে খ) ষষ্ঠ পর্যায়ে গ) তৃতীয় পর্যায়ে
ঘ) চতুর্থ পর্যায়ে
উঃ খ) ষষ্ঠ পর্যায়ে

5. কোন অক্সাইডটি বেশি ক্ষারকীয়?
ক) MgO খ) CaO গ) BeO ঘ) BaO
উঃ ঘ) BaO

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :
প্রশ্নমান-1

1. F, I, Br, Cl-কে ক্রমহ্রাসমান তড়িৎ ঋণাত্মকতা অনুসারে সাজাও?
উঃ F, Cl, Br, I

2. 1-নম্বর শ্রেণির মৌলগুলির অক্সাইড আম্লিক না ক্ষারীয়?
উঃ ক্ষারীয়।

3. মৌলের রাসায়নিক ধর্ম কীসের উপর নির্ভর করে?
উঃ পরমাণু ক্রমাঙ্কের ওপর।

4. কোনও পর্যায়ের বাম থেকে ডানদিকে গেলে ধাতব ধর্ম বাড়বে না কমবে?
উঃ কমবে।

5. সর্বাধিক তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলটির নাম লেখ।
উঃ ফ্লুওরিন।

6. কোন তিনটি ধাতু মুদ্রা ধাতু নামে পরিচিত?
উঃ কপার, সিলভার, গোল্ড।

7. দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে সন্ধিগত মৌলের অবস্থান উল্লেখ করো।
উঃ আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে ৩ নম্বর থেকে ১২ নম্বর শ্রেণিতে সন্ধিগত মৌলগুলি অবস্থান করে।

8. মৌলের পর্যায়গত ধর্ম বলতে কী বোঝায়?
উঃ মৌলের যেসব ধর্ম পরমাণু ক্রমাঙ্কের সঙ্গে নিয়মিতভাবে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয় সেই সব ধর্মকে পর্যায়গত ধর্ম বলে।

9. প্রথম সন্ধিগত মৌল কোনটি?
উঃ Scandium (Sc)

10. নিষ্ক্রিয় মৌলগুলির যোজ্যতা কত?
উঃ শূন্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :
প্রশ্নমান-2

1. ডোবেরিনিয়ারের ত্রয়ী সূত্রটি উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।
উ : রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এমন তিনটি মৌলকে পারমাণবিক ভরের ক্রম অনুযায়ী সাজালে মাঝেরটির পারমাণবিক গুরুত্ব অন্য দুটির পারমাণবিক গুরুত্বের গড় হয়।
যেমন- লিথিয়াম সোডিয়াম ও পটাশিয়াম একই শ্রেণিভুক্ত মৌল এবং পরপর অবস্থিত। দেখা যায় যে সোডিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব লিথিয়াম ও পটাশিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্বের গড়।

2. মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি বিবৃত করো।
উ : বিভিন্ন মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলি ওদের পারমাণবিক গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়।

3. নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করো।
উ: • এই সূত্রটি হালকা মৌল অর্থাৎ ক্যালসিয়াম পর্যন্ত প্রযোজ্য।
• নিউল্যান্ড তার আবিষ্কৃত ৬২টি মৌলকে তার বিন্যাসের স্থান দেওয়ার জন্য দুটি করেই মৌলকে অনেক ক্ষেত্রে একই ঘরে রেখেছিলেন যা পর্যায় সারণির বিন্যাসে সম্ভব নয়। এদের এমন কিছু মৌলের সঙ্গে রেখেছিলেন যাদের সঙ্গে ধর্মের কোনও মিল নেই।
• অনাবিষ্কৃত মৌলদের জন্য কোনও ফাঁকা স্থান ছিল না।

4. ক্ষার ধাতু কাকে বলে? উদাহরণ সহ লেখো।
উ: দীর্ঘ পর্যায় সারণির 1নম্বর শ্রেণিতে বা মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির গ্রুপ 1A তে অবস্থিত লিথিয়াম (Li), সোডিয়াম (Na), পটাশিয়াম (K), রুবিডিয়াম (Rb), সিজিয়াম (Cs) এবং ফ্রান্সিয়াম(Fr)- এই ছয়টি মৌল হল ক্ষার ধাতু।

5. সুপার হ্যালোজেন মৌল কাকে বলা হয় এবং কেন?
উ : আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণির ১৭ নম্বর শ্রেণিতে অবস্থিত প্রথম হ্যালোজেন মৌল ফ্লোরিনকে সুপার হ্যালোজেন বলা হয়।
ফ্লোরিনের আকার খুব ছোট এবং এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা খুব বেশি হওয়ায় এটি খুব সক্রিয় এবং অন্যান্য হ্যালোজেন অপেক্ষা রাসায়নিক ধর্মে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায় তাই ফ্লোরিনকে সুপার হ্যালোজেন বলা হয়।

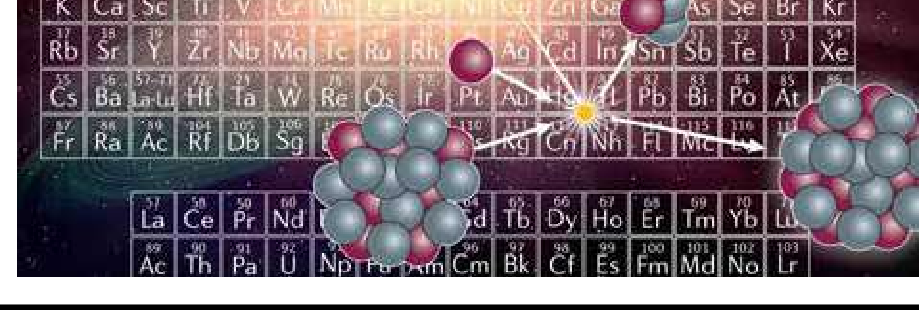

পৃথিবীর পাঠশালা

লাফানো ভূতের আতঙ্ক

ভিক্টোরিয়ান যুগের লন্ডনে মানুষের মনে এক অদ্ভুত ভূতের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল, যাকে স্প্রিং হিলড জ্যাক বলা হত। মানুষ দাবি করত, লম্বা কালো চাদর পরা এক ভয়ংকর চেহারার মূর্তি রাতের অন্ধকারে মানুষের ওপর লাফিয়ে পড়ে এবং তার মুখ থেকে নীল রঙের আগুন বের হয়। সে এক লাফে বিশাল উঁচু পাঁচিল টপকে পালাতে পারত। এটি কোনও আসল মানুষ ছিল, নাকি মানুষের মনের ভয়, তা নিয়ে সে যুগে প্রচুর তোলপাড় হয়েছিল।

গুড়ের ভয়ংকর বন্যা

উনিশশো উনিশ সালে আমেরিকার বোস্টন শহরে এক অদ্ভুত বন্যা হয়েছিল। একটি কারখানার বিশাল লোহার ট্যাংক ফেটে প্রায় আশি লক্ষ লিটার ঘন গুড় বা মোলাসেজ আছড়ে পড়ে শহরের রাস্তায়। প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু সেই গুড়ের ঢেউ পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে বাড়িঘর এবং ঘোড়ার গাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই ভয়ংকর এবং আঠালো বন্যায় একুশজন মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। বহু বছর পরও গরমকালে ওই শহরের রাস্তায় গুড়ের গন্ধ পাওয়া যেত।

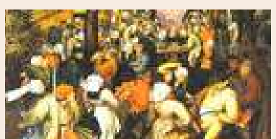

নাচতে নাচতে মৃত্যু

পনেরোশো আঠারো সালে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ শহরে এক নারী হঠাৎ করেই রাস্তায় নাচতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই শয়ে-শয়ে মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং দিনরাত একটানা নাচতে থাকেন। মাসের পর মাস এই অদ্ভুত নাচ চলতে থাকে। ক্লান্তি, হার্ট অ্যাটাক এবং অনাহারে বহু মানুষের মৃত্যুও হয়, কিন্তু কেউ নাচ থামাতে পারেননি। চরম মানসিক চাপ এবং খাদ্যের বিষক্রিয়ার ফলেই এই মাস হিস্টিরিয়ার জন্ম হয়েছিল বলে আধুনিক চিকিৎসকরা মনে করেন।

মমি দিয়ে তৈরি রং

ষোলো এবং সতেরো শতকে ইউরোপের চিত্রশিল্পীদের কাছে মমি ব্রাউন নামের একটি রঙের খুব কদর ছিল। এই গাঢ় বাদামি রংটি অত্যন্ত মসৃণ এবং সুন্দর ছিল। কিন্তু আপনি জানলে অবাক হবেন, এই রং তৈরি হত মিশর থেকে আনা আসল মানুষের মমি গুঁড়ো করে। যখন শিল্পীরা জানতে পারেন যে তাঁরা মৃত মানুষের শরীর দিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকছেন, তখন অনেকেই এই রং ব্যবহার করা ছেড়ে দেন। পরে মমি শেষ হয়ে যাওয়ায় এই রঙের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

ক্ষুদ্র চা চাষে নিষিদ্ধ কীটনাশক বন্ধ

শুরু ‘সেফ টি প্রোগ্রাম’

নাগরাকাটা, ১২ জুলাই : উত্তরবঙ্গের চায়ের সুনাম কি তলানিতে ঠেকছে? ক্ষতিকারক রাসায়নিকের উপস্থিতির কারণে ইতিমধ্যেই উত্তরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা থেকে মুখ ঘোরাতে শুরু করেছে নামী কোম্পানিগুলি। এই চরম সংকট থেকে উত্তরের চা শিল্পকে বাঁচাতে ও বিশ্বমানের স্বাস্থ্যবান্ধব চা উৎপাদনের লক্ষ্যে এবার ময়দানে নামল বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন ‘নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’। তাদের উদ্যোগে শুরু হল মেগা ‘সেফ টি প্রোগ্রাম’। রবিবার রাজগঞ্জের জটিয়াকালীতে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৫০০ ক্ষুদ্র চা চাষি ও ৪০টি বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিক ও ম্যানেজাররা। নিরাপদ চা উৎপাদনের লক্ষ্যে অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে বহুজাতিক সংস্থা ‘ট্রাস্টি’।

চা চাষে নিষিদ্ধ কীটনাশক, বিশেষ করে ‘মনোক্রোটোফস’-এর ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করার ওপর এদিন জোর দেওয়া হয়েছে। বটলিফ ফ্যাক্টরির সংগঠনের সভাপতি নীরজ পোদ্দার বলেন, ‘এধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার যদি অব্যাহত থাকে, তবে উত্তরবঙ্গের চায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’ তাঁর সংযোজন, ‘আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান একেবারে তৃণমূল স্তরের চাষিদের কাছে পৌঁছে দিতে উত্তরবঙ্গজুড়ে এধরনের ৯টি সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হবে।’

নিরাপদ চা উৎপাদন এখন আর কোনও বিকল্প নয়, বরং শিল্পে টিকে থাকার অন্যতম শর্ত। কাঁচা পাতার গুণমানের ওপরই নির্ভর করছে কারখানাগুলির ভবিষ্যৎ। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, তৈরি চায়ে রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ মেলার কারণে ইতিমধ্যে বেশ কিছু নামী প্যাকেটিয়ার উত্তরবঙ্গ থেকে চা কেনা কমিয়ে বা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে।

ক্রেতাদের এই হারানো আস্থা ফেরাতেই ‘ট্রাস্টি’-র বিশেষজ্ঞরা এদিন চাষিদের বিজ্ঞানসম্মত চাষের কৌশল, শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশকের ব্যবহার, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার এবং শ্রমিক সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন।

বাজারের এই কঠিন পরিস্থিতিতে যে ফ্যাক্টরিগুলি ‘সেফ টি প্রোগ্রাম’-এ অংশ নিয়ে গুণমান বজায় রাখবে, তাদের জন্য বিশেষ সুরক্ষার কথাও ঘোষণা করেছে নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। জানানো হয়েছে, সংগঠনের প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান ‘টি কানেক্ট-২০২৬’-এ টি বোর্ড ও চা ক্রেতাদের উপস্থিতিতে সেই ফ্যাক্টরিগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করা হবে।

এদিনের এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন বটলিফ সংগঠনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানোটি। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক নিকুঞ্জআগরওয়াল, ‘ট্রাস্টি’-র নির্দেশক রাজেশ ভূঁইয়া, প্রশিক্ষক অভিমন্যু কুণ্ড ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

রবিবার জটিয়াকালীতে সেফ টি প্রোগ্রাম।

উত্তরবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে পদক্ষেপ

উত্তরকন্যায় সম্মেলনের ভাবনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ জুলাই : রাজ্যের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সারা বাংলায় বিনিয়োগের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করছে নতুন বিজেপি সরকার। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি এবার উত্তরবঙ্গের মালদা, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ টানতে জরুরি পদক্ষেপ শুরু করেছে শিল্প দপ্তর। এই লক্ষ্যে আগ্রহী শিল্পপতিদের সঙ্গে যোগাযোগও শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু, জলপাইগুড়ির টম্যাটো ও মালদার আমকে কেন্দ্র করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে রাজ্য। শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় এই নিয়ে একটি বড়সড় শিল্প সম্মেলন করার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করেছেন যে রাজ্যে শিল্প স্থাপনে জমি কোনও সমস্যা হবে না। শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে এবং শিল্পপতিদের নিরাপত্তা দিতে সোমবার থেকেই রাজ্যে কঠোর গুন্ডাদমন আইন কার্যকর হতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে বিগত তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, ‘আগের সরকার সঠিক জমিনীতি, ল্যান্ড ব্যাংক বা বাস্তবসম্মত শিল্পনীতি কিছুই রেখে যায়নি। এমনকি শিল্পপতিদের ইনসেনটিভ দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা বিনিয়োগ টানতে নতুন ইনসেনটিভ আনছি এবং এর জন্য বাজেটে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।’

শিল্পমন্ত্রী আরও জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরের মাঠেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে নতুন জমিনীতির খসড়া তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়া শেষ হলেই তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। সরকারি খাস জমির পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে অব্যবহৃত জমি ও জঙ্গল চিহ্নিতকরণের কাজও শুরু হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে যে সব শিল্পপতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও নতুন করে যোগাযোগ করছে শিল্প দপ্তর। সব মিলিয়ে রাজ্যের ভৌগোলিক সুবিধা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত বাংলায় লগ্নির খরা কাটাতে মরিয়া নতুন সরকার।

ভিনজেলাতেও ‘সরাসরি শংকর’

প্রথম পাতার পর

নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া ও মানসিক চাপ সৃষ্টির অভিযোগও তুলেছেন তিনি। আচমকা কলকাতায় বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যেতে চাননি। ফলে তাঁকে কাজ ছাড়তে হয়। অর্পিতার বক্তব্য, ‘কী পরিমাণে মানসিক অত্যাচার হত তা বলে বোঝানো যাবে না।’ এদিকে সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহার দাবি, ‘অর্পিতা দাস লজে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতেন না। অফিসে এসে মোবাইল ফোনে রিলস তৈরিতে ব্যস্ত থাকতেন। ঘণ্টা দুয়েক পর কাউকে না জানিয়ে চলে যেতেন।’ হেড অফিসের নির্দেশের পরও তিনি কাজে যোগ না দেওয়ায় বেতন বন্ধ করা হয়েছে বলে নিরঞ্জনের দাবি। এবিষয়ে পর্যটনমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘যাঁরা দপ্তরে দায়িত্বে রয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তাঁদের নির্দেশ দেব।’

দেশবন্ধুপাড়ার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাধনা মিত্র এদিন শংকরের কাছে অভিযোগ জানান। তিনি ছেলের বিরুদ্ধে খাবার ও চিকিৎসার খরচ না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা অবৈধ নির্মাণ ভাঙার অভিযোগ নিয়েও মন্ত্রীর শরণাপন্ন হন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পর্যটনমন্ত্রী সবাইকে আশ্বস্ত করেন।

তথ্য সহায়তা : নীহাররঞ্জন ঘোষ

জাপানে আয়োজিত আলোচনা মঞ্চে ডিপিএস-এর সফল ছাত্রছাত্রীরা।

হঠাৎ অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা

লালবাগ, ১২ জুলাই : নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসার শিরিফা খাতুনের। তাঁরই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আচমকা ঢুকল ৭৫৯ কোটি টাকারও বেশি। রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের লালগোলার কালিকাপুরে। হতদরিদ্র বিড়ি শ্রমিক শিরিফা সিএসপি-তে টাকা তুলতে গিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে এই বিপুল অঙ্কের হদিস পান। পুলিশ ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদন্তে পরে জানা যায়, এটি ব্যাংকের যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই হয়েছে। আতঙ্কিত শিরিফা বলেন, ‘আমরা অতিদরিদ্র পরিবার। যত তাড়াতাড়ি এই টাকা এখান থেকে ফেরত যায় তত তাড়াতাড়ি শান্তি পাব।’

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় বধূ ‘খুন’

আলিপুরদুয়ার, ১২ জুলাই : আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া আইটিআই সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি থেকে এক বধূর মৃতদেহ উদ্ধার হল। তাঁর পরনের রাতের পোশাক বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। শরীরে একাধিক কামড়ের চিহ্ন, এক হাতের তালুতে আঁচড় ও সূচ দিয়ে তৈরি ক্ষত দেখা গিয়েছে। গলায় কালশিটে, ঠোঁটের চামড়া অনেকটাই উঠে গিয়েছিল। পরিবারের দাবি, ধর্ষণের চেষ্টায় বাধা দেওয়ার কারণেই শনিবার রাতে ওই বধূকে এভাবে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। পাশাপাশি, বালিশ চাপা দেওয়া অবস্থায় তাঁর সাত বছরের শিশুকন্যাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ শনিবার রাতেই ঘটনাস্থল থেকে ওই বধূর মৃতদেহ উদ্ধার করে। শিশুকন্যার বয়ানের ভিত্তিতে পুলিশ সন্দেহভাজন একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তদন্তের জন্য পুলিশের পদস্থ কর্তারা রবিবার ওই বাড়িতে যান।

নিহত বধূর দাদা অভিযোগ, ‘বোনকে সাপে কামড়েছে বলে এক প্রতিবেশীর কাছে খবর পেয়ে ওর বাড়িতে যাই। সেখানে বোনকে মৃত অবস্থায় দেখি। শরীরে একাধিক ক্ষত ছিল। ঘরে ধস্তাধস্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ধর্ষণের চেষ্টায় বাধা পেয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে আমার ধারণা। ওর মেয়েকেও গলা ও মুখ চেপে ধরে জখম করা হয়েছে।’ আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বললেন, ‘মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।’

শনিবার সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই সময় ওই বধূর মেয়ে বাইরে গিয়েছিল। ঘরে বধূর একা থাকার সুযোগে কেউ ঘরে ঢুকে পড়ে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই ব্যক্তি বধূর ওপর চড়াও হওয়ার সময় শিশুটি বাড়িতে ফিরলে তার গলাও চেপে ধরা হয়। চিৎকার আটকাতে তাকে একাধিক বালিশ ও কম্বল দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের ধারণা। ওই বধূর স্বামীর একটি টোটো রয়েছে। তাঁর স্বামী গত দুই সপ্তাহ ধরে ভিনরাজ্যে কর্মরত। তাঁদের এক আত্মীয় টোটোচালক সন্ধ্যার পর সেই টোটো জমা দিতে বধূর বাড়িতে পৌঁছান। ঘরে আলো বন্ধ দেখে তিনি ডাকাডাকি শুরু করেন। কারও কোনও সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে তিনি ওই বধূর মৃতদেহ দেখতে পান। পাশের বিছানায় শিশুটি বালিশ চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল। ঘটনার পর শিশুটি এতটাই আতঙ্কিত ছিল যে সে কথা বলার অবস্থায় ছিল না। অভিযুক্ত ব্যক্তি পরিচিত হওয়ার কারণেই ওই শিশুকন্যা চিৎকার করেনি বলে তদন্তকারীদের ধারণা। কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর রবিবার সে মুখ খোলে। ঘরের ভেতরে মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় লম্বা-চওড়া একজনকে সে দেখেছিল বলে সে তদন্তকারীদের জানায়। তার কথার ভিত্তিতেই পুলিশ একজনকে আটক করে। তবে ওই ব্যক্তিই মূল অভিযুক্ত কি না সে বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

নেপালে পথে

প্রথম পাতার পর

হয়েছে গত বুধবার থেকে। শনিবারও অশান্তির আগুনে পুড়েছে নেপালের রাজধানী। জেন জেড নেপাল নামে তৈরি হওয়ায় সংগঠনের অভিযোগ, দেশবাসীর মনে আশা জাগিয়ে ক্ষমতায় এলেও তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন বালেন্দ্র। সংগঠনটি ঘোষণা করেছে, সরকার নিজের ভূমিকার পরিবর্তন না করলে দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তাদের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী পদে বসে শাহ জনবিরোধী ও স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছেন।

দেশের তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে ও আয় বাড়াতে বাজেটেও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করেনি তাঁর সরকার। এরই প্রতিবাদে পথে নেমে আন্দোলন চলাকালীন তিনজন গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিয়ে প্রতিবাদ জানান। দুজনের মৃত্যু ও একজনের আশঙ্কাজনক অবস্থা তরুণ সমাজকে আরও উত্তেজিত করে তুলেছে। দেশজুড়ে চাপা উত্তেজনা রয়েছে। কাঠমান্ডুর পরিবেশও থমথমে। নেপাল সরকারের উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সক্রিয়তা। তাঁর দল আন্দোলনরত তরুণদের পাশে দাঁড়িয়ে বালেন্দ্রকে নিশানা করেছে। তিন তরুণের আত্মহত্যার চেষ্টার পেছনে রাষ্ট্রের ব্যর্থতাকে তিনি দায়ী করেছেন।

মাদক মামলার

প্রথম পাতার পর

রিপোর্টে এমন এক চাঞ্চল্যকর সত্য উঠে এসেছে যা প্রমাণ করে, পুলিশ এবং মাদক কারবারিদের মধ্যে এক গভীর ও সুপরিকল্পিত আঁতাত তৈরি হয়েছে।

রিপোর্টে এডিজি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সাম্প্রতিক সময়ে প্রধাননগর, মাটিগাড়া, এনজেপি, কালিম্পং, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফালাকাটা, চোপড়া, ডালখোলা থেকে শুরু করে কোচবিহার কোতোয়ালি, মাথাভাঙ্গা, সাহেবগঞ্জ এবং সিতাই থানার মতো মোট ২৯টি সুনির্দিষ্ট মাদক মামলার ক্ষেত্রে বেআইনি কাজ হয়েছে। সেই মামলাগুলির কোনওটিতে ৪২, কোনওটিতে ৫২(১) ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপ না করায় অভিযুক্তের জামিন হয়ে গিয়েছে। এডিজি রিপোর্টে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই কর্তব্যে গাফিলতির জন্য বেশ কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও করা হয়েছে। সূত্রের খবর, শাস্তি হিসাবে কাউকে বদলি করা হয়েছে, কাউকে পুলিশলাইনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি কোচবিহার ও দার্জিলিংয়ের এসপি-কে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি। কিন্তু যে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গোটা উত্তরবঙ্গ মাদকের ভয়াল থাবার কবলে ডুবছে, সেখানে এমন গাফিলতির শিকড় ওপড়াতে আরও অনেক বেশি কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থার যে প্রয়োজন ছিল বলেই মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ। তবে বিষয়টি নিয়ে কোনও পুলিশকর্তাই এখন মুখ খুলতে চাইছেন না।

এই গোটা প্রক্রিয়ায় সরকারি আইনজীবীদের ভূমিকা নিয়েও এখন বিরাট প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। আদালতে রাষ্ট্রের হয়ে মামলা লড়ার দায়িত্ব সরকারি আইনজীবীদের। যখন পুলিশের তরফ থেকে একের পর এক এমন ভুলে ভরা এবং ত্রুটিপূর্ণ কেস ডায়েরি আদালতে পেশ করা হচ্ছে, তখন সরকারি আইনজীবীরা কেন নীরব থেকেছেন সেই প্রশ্নও উঠেছে। ৪২ বা ৫২ নম্বর ধারার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ধাপগুলো যে মানা হয়নি, তা তো কেস ডায়েরি দেখলেই একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর সবার আগে বোঝার কথা। শুনানির সময় কেন তাঁরা বিচারকের সামনে এই গাফিলতির কথা আগে থেকে তুলে ধরছেন না? কেন তাঁরা পুলিশকে আগে থেকে এই ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য সতর্ক করেননি সেই প্রশ্নও এড়ানো যাচ্ছে না। সরকারি আইনজীবীদের একাংশও অলিখিত বোঝাপড়া বা অশুভ আঁতাতের শরিক ছিলেন কি না তা তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। রাজ্যের সহকারী অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্রের বক্তব্য, ‘এডিজি’র রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়েছে। বিচারপতির পরবর্তী নির্দেশমতোই কাজ হবে। আইন মেনেই পদক্ষেপ করা হবে।’

বঙ্গোপসাগরে কম্পন

বিশাখাপত্তনম, ১২ জুলাই : রবিবার ভোর ৫টা ৫ মিনিটে মাঝারি মানের ভূমিকম্প অনুভূত হয় উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৫। ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেস জানিয়েছে, কম্পনের উপকেন্দ্র ছিল বঙ্গোপসাগরের তলদেশে, ১০ কিলোমিটার গভীরে। কম্পন অনুভূত হয় কাঁকিনাড়া, আনাকাপল্লি, বিজয়নগর এবং কোনাসীমা জেলার কিছু অংশে। হতাহতের খবর না থাকলেও সুনামির জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

বালি পাচার

প্রথম পাতার পর

সভাপতি অরুণ মণ্ডলের দাবি। তাঁর বক্তব্য, ‘যদি ৪ মে-র পরে হঠাৎ বিজেপি হয়ে ওঠা কেউ কেউ এসব বেআইনি কারবারে যুক্ত হন, তাহলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। এই সমস্ত বেআইনি কারবার চলতে দেওয়া হবে না।’ অন্যদিকে, জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ‘বৈধ ঘাট ছাড়া অন্য কোনও নদীর ঘাট থেকে বালি তুলে পাচারের কোনও অভিযোগ নেই। ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

গত কয়েক বছরে শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন নদী থেকে অবাধে বালি এবং পাথর তুলে পাচারের কারবার চলছে। প্রভাবশালী নেতাদের মদতপুষ্ট সিন্ডিকেট এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, নকশালবাড়িতে এক প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি এবং সদ্য প্রাক্তন এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বালি পাচারের মাধ্যমে কয়েকশো কোটি টাকা আয় করেছেন। দলের অন্দরেই কানাঘুষো শোনা যায় যে, ওই জনপ্রতিনিধি গত চার বছরে বালি পাচার করে যে বিপুল সম্পত্তি করেছেন, তাতেই তাঁর কয়েক পুরুষ নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে দেবে। মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের এলাকাতেও ট্র্যাক্টর ও ডাম্পারে বালি পাচার চলছে। মন্ত্রী পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। খড়িবাড়িতে মেচি নদী থেকে বালি তুলে ট্র্যাক্টরে করে বাতাসি ও দুধগেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে ডাম্পিং করা হচ্ছে। সেখান থেকে বিহারে পাচার চলছে। সিন্ডিকেটের কিছু মুখ বদলালেও পাচারের ধারা একই রয়ে গিয়েছে।

বাইকে ধাক্কা, ধৃত টোটোচালক

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : বাইকে ধাক্কা মারার অভিযোগে এক টোটোচালককে গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন এক তরুণ। সেই সময় ওই টোটোচালক পেছন থেকে তাঁকে ধাক্কা মারেন। ঘটনায় বাইক আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

পুলিশ এসে অভিযুক্ত টোটোচালককে আটক করে। পরে ওই তরুণের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে টোটোচালককে গ্রেপ্তার করা হয়। বাইকচালক তরুণ বর্তমানে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি।

বদলার ম্যাচ

প্রথম পাতার পর

দিতে ১৯৮৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিলেন দিয়েগো মারাদোনা। অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামের সেই ঐতিহাসিক কোয়ার্টার ফাইনালে মারাদোনার সেই বিতর্কিত ‘হ্যান্ড অফ গড’ আর তারপর মাঝমাঠ থেকে একা টেনে নিয়ে গিয়ে করা শতাব্দীর সেরা গোল- সব মিলিয়ে ইংরেজদের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দেওয়াটা আর্জেন্টিনার কাছে ফকল্যান্ডের বদলা হয়েই থেকে গিয়েছে।

এরপর থেকে দুই দলের রেষারেষি যেন আরও বেড়েছে। মনে পড়ে ১৯৯৮ বিশ্বকাপের সেই ম্যাচের কথা? ডেভিড বেকহ্যামের লাল কার্ড দেখা আর পেনাল্টিতে আর্জেন্টিনার সেই রুদ্ধশ্বাস জয়। ইংরেজ সমর্থকরা আজও সেই হারের জ্বালা ভুলতে পারেননি। তবে ফুটবল দেবতা হয়তো কারও ধার রাখেন না। ঠিক চার বছর পর, ২০০২ বিশ্বকাপে বেকহ্যামের গোলেই ১-০ ব্যবধানে জিতে পুরোনো হিসেব কিছুটা হলেও চুকিয়েছিল ইংল্যান্ড।

তবে আটলান্টার এই ম্যাচের সবচেয়ে বড় চমকটা অন্য জায়গায়। শুনলে অবাক লাগতে পারে, গত ২১ বছর ধরে দেশের হয়ে দুশোর বেশি ম্যাচ খেললেও, লিওনেল মেসি আজ পর্যন্ত কখনও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠেই নামেননি! ২০০৫ সালে দুই দল যখন শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল, তখন ১৮ বছরের তরুণ মেসি তাঁর প্রথম ম্যাচের লাল কার্ডের শাস্তির জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন। তাই এবারের বিশ্বকাপে আট গোল করে সর্বাধিক গোলস্কোরারের দৌড়ে থাকা মেসির কাছেও এটা একটা একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবার এক দারুণ ঘটনা ঘটেছে। ফিফা র‌্যাংকিংয়ের প্রথম চারটি দলই (স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড) সেমিফাইনালে উঠেছে। শেষ চারে আসার রাস্তাটা কিন্তু কারও জন্যই সহজ ছিল না। কানসাসে সুইসদের বিরুদ্ধে ১০ মিনিটে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর গোল হজম করতে হয় মেসিদের। শেষমেশ ১১২ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের দারুণ গোল আর একেবারে শেষমুহূর্তে লওটারো মার্টিনেজের গোলে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে আর্জেন্টিনা।

ম্যাচ শেষে দলের এই লড়াই নিয়ে স্কালোনির সোজা কথা, ‘সাফল্যের খিদেটাই আমাদের এই ম্যাচটা জিতিয়েছে। আমরা কেউই চাইনি ম্যাচটা টাইব্রেকার অবধি গড়াক। সেমিফাইনালে ওঠাটা বিশাল ব্যাপার, এটাকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও জায়গা নেই।’ অন্যদিকে, টমাস টুচেলের কোচিংয়ে নরওয়েকে হারিয়ে শেষ চারে আসা ইংল্যান্ডও গত ৬০ বছরের ট্রফির খরা কাটাতে মুখিয়ে আছে।

আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকার হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ যেমন দলের মনোভাব পরিষ্কার করে দিয়ে বলেছেন, ‘মাঠের ভেতরে ও বাইরে এই ম্যাচের অনেক পুরোনো ইতিহাস আর যন্ত্রণা জড়িয়ে আছে। আমরা পেশাদার ফুটবলার ঠিকই, কিন্তু মাঠের শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত আমরা জীবন দিয়ে লড়ব।’

১৫ জুলাই আটলান্টার এই মহারণ তাই শুধুই ফাইনালে ওঠার টিকিট নয়। এ হল এমন এক লড়াই, যার দিকে সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে। স্কালোনি যতই বলুন ‘এটা শুধুই একটা খেলা’, গ্যালারির ওই নীল-সাদা আর সাদা-লাল জার্সির ভিড় কিন্তু অন্য একটা ইতিহাসেরই অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

জনপ্রতিনিধি প্রত্যাহারের অধিকার

প্রথম পাতার পর

নির্বাচনের সময় নেওয়া পবিত্র শপথ, জনতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আর দায়বদ্ধতা নিমেষেই কর্পূরের মতো উড়ে যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতার লোভ আর আর্থিক প্রতিপত্তির মোহে তাঁরা নিজেদের খোলস বদলে ফেলেন। এক দলের প্রতীকে জিতে অবলীলায় অন্য দলের চেয়ারে গিয়ে বসেন, যা কেবল অনৈতিকই নয়, গণতন্ত্রের পবিত্র পিঠে নির্মম ছুরিকাঘাত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি ও কাটমানির সংস্কৃতি। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে আজ ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের আমজনতার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে।

গণতন্ত্রের আসল সংজ্ঞা যদি হয় ‘জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন’, তবে বর্তমান ব্যবস্থায় সেই জনগণ কেবল পাঁচ বছরে একদিনের জন্যই রাজা, বাকি চার বছর এগারো মাস উনত্রিশদিন তারা ক্ষমতাহীন প্রজা। এই নির্মম বৈষম্যের অবসান ঘটা জরুরি। তারজন্য জনতার হাতে এমন এক আইনি অস্ত্র থাকা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তাঁরা অনৈতিক, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সুবিধাবাদী নেতাদের মাঝপথেই ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন। যদি কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি জনমতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, ঘুষ নেন বা দলবদল করেন, তবে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, জনতা যেন সরাসরি আইনি প্রক্রিয়ায় তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন, এমন আইনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকার অধিকারের মতো অনিবার্য হয়ে উঠেছে। একে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ‘রাইট টু রিকল’ বা জনপ্রতিনিধি প্রত্যাহারের অধিকার। এই আইন থাকলে নেতারা বুঝতে পারতেন যে, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় এবং জনতা শুধু ভোট দিতেই জানে না, ক্ষমতার আসন থেকে টেনে নামাতেও জানে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, জনপ্রতিনিধিকে মাঝপথে সরিয়ে দেওয়ার এই ভাবনা কিন্তু একেবারেই আধুনিক বা পশ্চিমী দুনিয়ার নিজস্ব আবিষ্কার নয়। জনপ্রতিনিধিদের কাজের জবাব দেওয়া নিশ্চিত করতে প্রাচীন গ্রিসের আথেন্সে ‘ইউথিনাই’ নামে একটি কঠোর প্রশাসনিক ও আর্থিক অডিট ব্যবস্থা ছিল, যেখানে পদের মেয়াদ শেষে বা কাজের মাঝপথে আধিকারিকদের জনতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত। আথেন্সেই ‘ওস্ট্রাসিজম’ নামে আর একটি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যেখানে নাগরিকরা ভোটের মাধ্যমে নগরের জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি বা নেতাকে ১০ বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাতে পারতেন।

‘রাইট টু রিকল’ বা প্রতিনিধি প্রত্যাহার- আধুনিক যুগে এই ব্যবস্থার সবচেয়ে সফল এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেখা যায় সুইৎজারল্যান্ডে। সেখানকার বেশ কিছু ক্যান্টন বা প্রদেশে নাগরিকদের এই প্রত্যাহারের অধিকার রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেদেশের ১৯টি অঙ্গরাজ্যে রাজ্য স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যাহারের আইন রয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে ২০০৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্রে ডেভিসকে এই আইনের মাধ্যমেই জনগণ পদচ্যুত করেছিল এবং তাঁর জায়গায় আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশেও এই জনপ্রতিনিধি প্রত্যাহারের আইন অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, যা নেতাদের সবসময় জনতার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে বাধ্য করে।

ভারতীয় উপমহাদেশেও এই ধারণার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় (এমএন রায়) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনপ্রতিনিধি প্রত্যাহারের অধিকারের কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন। পরবর্তীকালে সত্তর ও আশির দশকে সমাজতান্ত্রিক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণও তাঁর আন্দোলনে এই ‘রাইট টু রিকল’ আইনের দাবিতে দেশজুড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, যে প্রতিনিধি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবেন না, তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার জনগণের থাকা উচিত। স্বাধীন ভারতে বর্তমান সময়েও মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং রাজস্থানের মতো কিছু রাজ্যে পঞ্চায়েত এবং পুরসভা স্তরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে এই প্রত্যাহারের নিয়ম আংশিকভাবে চালু আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দেশের আইনসভা অর্থাৎ লোকসভা, রাজ্যসভা কিংবা রাজ্য বিধানসভাগুলির ক্ষেত্রে এমন কোনও আইন আজ পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি। দলত্যাগ বিরোধী আইন সংবিধানে থাকলেও, তা রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ এবং স্পিকারের সিদ্ধান্তের বেড়াজালে পড়ে বহুলাংশে দাঁত-নখহীন বাঘে পরিণত হয়েছে।

নৈতিকতার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, একজন সাধারণ চাকুরিজীবী যদি অফিসে কাজে ফাঁকি দেন, অবহেলা করেন বা দুর্নীতি করেন, তবে তাঁকে বরখাস্ত করার পূর্ণ অধিকার কর্তৃপক্ষের থাকে। তাহলে দেশের আইনপ্রণেতা, যাঁরা কোটি কোটি টাকার ট্যাক্সের পয়সায় বেতন ও সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কেন কোনও জবাবদিহি করার ব্যবস্থা থাকবে না? দলবদলু ও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের এই অনৈতিক আচরণ আসলে দেশের যুবসমাজের রাজনৈতিক চেতনার অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে। রাজনীতি আজ জনসেবার মাধ্যম না হয়ে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। নোংরা সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে জনতার হাতে প্রত্যাহারের আইনি চাবিকাঠি তুলে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এটি চালু হলে রাজনীতিতে আত্মশুদ্ধি ঘটবে। দলবদলের নাটক করার আগে বা দুর্নীতির টাকায় পকেট ভরার আগে নেতারা একশোবার ভাববেন যে, তাঁদের পিঠের ওপর জনতার নজরদারির তলোয়ার ঝুলছে।

বারবার ঠকতে ঠকতে আমজনতার মনে এই দাবি ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। এটি কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ নয়, এটি সমগ্র ঘুণে ধরা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নৈতিক জেহাদ। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, আমরা এমন এক শাসন ব্যবস্থা চাই যেখানে ক্ষমতার চাবিকাঠি থাকবে ভোটারের পকেটে, নেতার নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের গণতন্ত্রকে যদি সত্যিই বিশ্বের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়, তবে জনপ্রতিনিধি প্রত্যাহারের এই যুগান্তকারী আইন প্রণয়ন করা সময়ের দাবি।

অবৈধ নির্মাণ, তালিকা যাবে রাজ্যে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এবার কড়া অবস্থান নিল প্রশাসক পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম। শহরের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক ভবন চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যানের বাইরে গিয়ে কোথাও নির্মাণকাজ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন পুরনিগমের বাস্তুকাররা। অবৈধ নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে শীঘ্রই তা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হবে। এরপর রাজ্যের নির্দেশ মেনেই পদক্ষেপ করবে পুর কর্তৃপক্ষ।

এবিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের বক্তব্য, 'অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক ভবনগুলির তালিকা তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে শীঘ্রই তা রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে।'

শিলিগুড়ি শহরজুড়ে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে নতুন করে সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল। অতীতেও বারবার এই অভিযোগ উঠেছে। তবে তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডের আমলে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বড় কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তৎকালীন পুর বোর্ডের কাছে অবৈধ নির্মাণের তালিকা চেয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই নির্দেশ মেনেই বাস্তুকারদের নিয়ে ১৩ সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল।

পুরনিগম সূত্রের খবর, ওই দল শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে একাধিক নির্মীয়মাণ অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিতও করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই রিপোর্ট রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়নি বলেই অভিযোগ। যদিও এনিয়ে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের সাফাই, 'রাজ্যের নির্দেশমতো কাজ শুরু করা হয়েছিল। তবে সময় পাইনি। ফলে রিপোর্ট পাঠানো সম্ভব হয়নি।'

অন্যদিকে, পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের প্রতিক্রিয়া, 'অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অবশ্যই পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। যারা এই নির্মাণকাজে মদত দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আমরা একাধিক তথ্য পুরনিগমের হাতে তুলে দিয়েছি।'

- অবৈধ বাণিজ্যিক ভবনের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে পুরনিগম
- অনুমোদিত নকশার বাইরে নির্মাণ হলেই তা চিহ্নিত করা হবে
- চম্পাসারি, হিলকার্ট রোড ও সেবক রোডে চলছে সমীক্ষা
- পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠানো হবে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে

বর্তমানে পুরনিগমের বাস্তুকাররা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সমীক্ষা শুরু করেছেন। পুরকর্তাদের একাংশের দাবি, চম্পাসারি, হিলকার্ট রোড, সেবক রোড সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অসংখ্য অবৈধ বাণিজ্যিক নির্মাণ রয়েছে। প্রথম দফায় সেইসব নির্মাণই তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। এখন নজর, পুরনিগমের তৈরি তালিকায় শেষপর্যন্ত কোন কোন বাণিজ্যিক ভবনের নাম উঠে আসে।

পাচারচক্রে প্রতিবাদী ইসলামপুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১২ জুলাই : ইসলামপুরের মতো ছোট্ট একটি শহরে নারী পাচারচক্রের দাপট নাগরিকদের হতভম্ব করেছে। বিশেষ করে নাবালিকাদের পাচার করে দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য করা, তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন নিয়ে সরব বিভিন্ন মহল। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর পড়ে শিউরে উঠছেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ।

কয়েকদিনের ব্যবধানে ইসলামপুরের যৌনপল্লি সহ সংলগ্ন এলাকা থেকে ৪৩ জন নাবালিকা এবং দুজন তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। এদের অধিকাংশকেই ভিনরাজ্য এবং ভিনজেলা থেকে আনা হয়। পুলিশের নজর এড়াতে ২২ জনকে গোডাউন ও বক্স খাটের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যৌনপল্লি ছাড়াও শহরের একাধিক হোটেল এবং ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা একাধিক রেস্তোরাঁ ও হোটেল মধুচক্রের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। যৌনপল্লি সংলগ্ন একটি বিউটি পার্লার নিয়েও এলাকায় গুঞ্জনের শেষ নেই। অভিযোগ, দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় প্রথমে। তারাই বাইরে থেকে মেয়েদের নিয়ে আসা সহ যাবতীয় ব্যবস্থা করে। নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, শিলিগুড়ি, খড়িবাড়ি ও কিশনগঞ্জ থেকে ওই তরুণীদের আনা হয়ে থাকে। তবে, কখনোই পুলিশ বড় অভিযান চালায়নি ঠেকগুলিতে। নাবালিকা পাচারচক্রের পর্দা ফাঁস করার পরই অবশ্য অন্য ক্ষেত্র নিয়ে বার্তা দিয়েছেন ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং। তিনি বলেছেন, 'হোটেলের উপর নজরদারি বাড়ানো হবে। পুলিশ এতকিছুর পরও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে, এমন ভেবে থাকলে ভুল।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শহরের এক নামী হোটেলের মালিকের দাবি, 'দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হোটেলে থাকছেন, সেই বিষয়টিকে হাতিয়ার করছে চক্রটি। কারবারের মাথাগুলিকে ধরতে না পারলে কারবার নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব।'

শহরের আরও অনেকে বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে দলের নেতাদের একাংশের ছত্রছায়ায় লালিত হয়েছে দালালরা। এবার হয়তো তারা রং বদলে টিকে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন। পুলিশ সুপার, আইনমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিলেন। তাহলে কি ইসলামপুরের শরীর থেকে 'দাগ' মুছে যাবে অচিরেই? বলবে সময়।

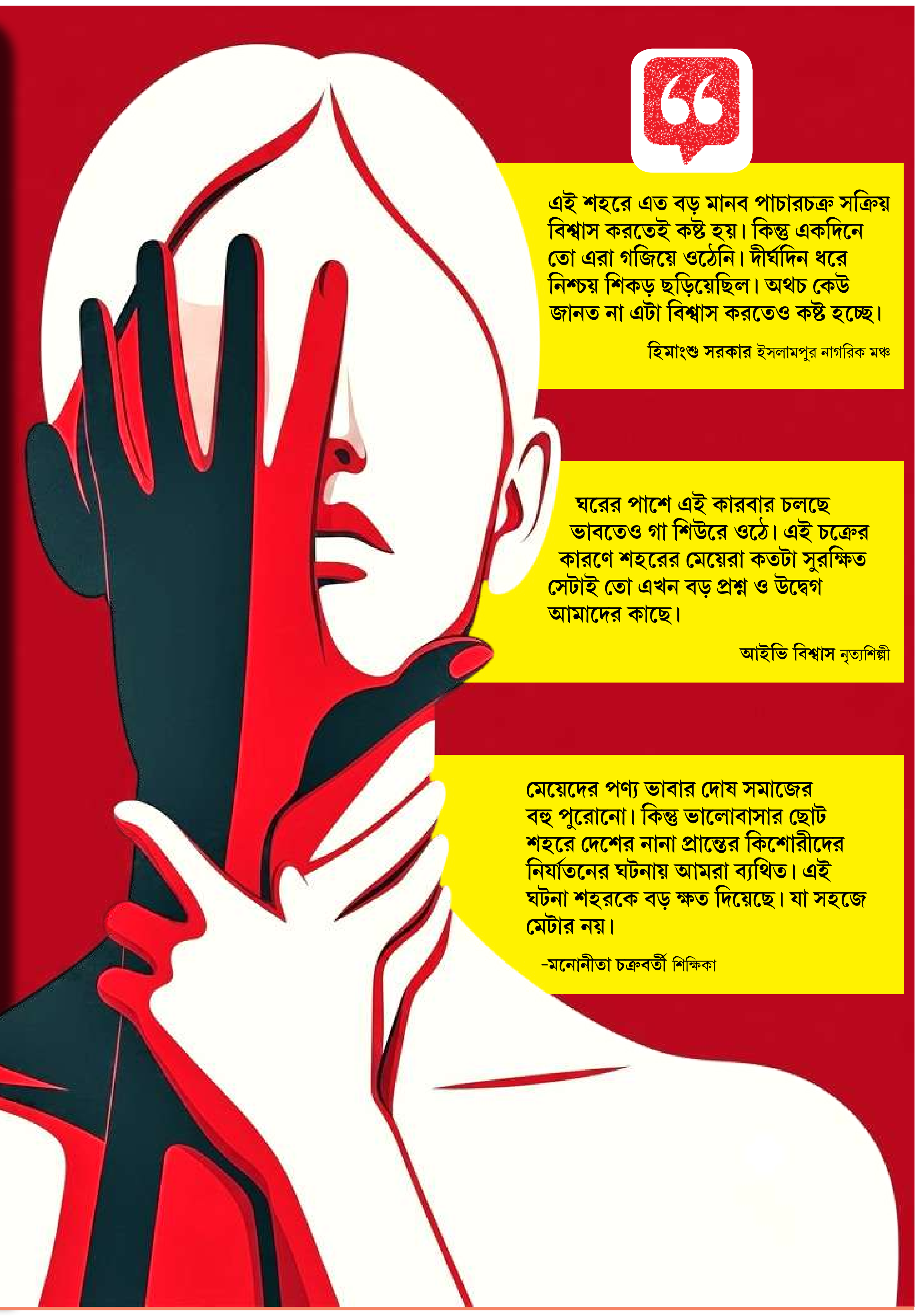

> এই শহরে এত বড় মানব পাচারচক্র সক্রিয় বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়। কিন্তু একদিনে তো এরা গজিয়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিন ধরে নিশ্চয় শিকড় ছড়িয়েছিল। অথচ কেউ জানত না এটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে।
>
> **হিমাংশু সরকার** ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চ

> ঘরের পাশে এই কারবার চলছে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এই চক্রের কারণে শহরের মেয়েরা কতটা সুরক্ষিত সেটাই তো এখন বড় প্রশ্ন ও উদ্বেগ আমাদের কাছে।
>
> **আইভি বিশ্বাস** নৃত্যশিল্পী

> মেয়েদের পণ্য ভাবার দোষ সমাজের বহু পুরোনো। কিন্তু ভালোবাসার ছোট শহরে দেশের নানা প্রান্তের কিশোরীদের নির্যাতনের ঘটনায় আমরা ব্যথিত। এই ঘটনা শহরকে বড় ক্ষত দিয়েছে। যা সহজে মেটার নয়।
>
> -**মনোনীতা চক্রবর্তী** শিক্ষিকা

ওএসডি চাইল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের সচিব পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ফিন্যান্স অফিসার রাতিকা সুব্বাকে সচিব পদে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে তিনিই সচিবের কাজকর্ম সারছেন। তবে নিত্যদিনের কাজকর্ম সারতে গিয়ে পুর কর্তৃপক্ষকে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে পুর প্রশাসক ও কমিশনারের উপর বাড়তি চাপ পড়ছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে শূন্যপদ পূরণের আবেদন জানিয়ে প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগম কর্তৃপক্ষ রাজ্যের কাছে চিঠি দিল। সেই চিঠিতে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) পদেও আধিকারিক চাওয়া হয়েছে। এবিষয়ে এক পুরকর্তা বলেন, 'দৈনন্দিন কাজকর্মের সুবিধার জন্য রাজ্যের কাছে চিঠি পাঠিয়ে শূন্যপদ পূরণ সহ ওএসডি চাওয়া হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই রাজ্যের তরফে এনিয়ে পদক্ষেপ করা হবে।'

২৪ মার্চ শিলিগুড়ি পুরনিগমের সচিব অনাবিল দত্তকে মুর্শিদাবাদে বদলি করা হয়। অনাবিল বদলি হওয়ার পর তৎকালীন পুর বোর্ড শূন্যপদ পূরণের দাবি জানিয়ে রাজ্যের কাছে দরবার করেছিল। তবে সেসময়ও অবশ্য কোনও সুরাহা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষকে দৈনন্দিন কাজকর্ম সারতে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, তিন মাসের বেশি সময় ধরে সচিব পদ ফাঁকা পড়ে থাকায় ফিন্যান্স অফিসারের পাশাপাশি কমিশনারকেও সচিবের বেশকিছু কাজকর্ম সারতে হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ছোট-বড় ফাইল সহ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করা সহ প্রশাসনিক কাজে নজরদারি করতে হচ্ছে। যোগ দিতে হচ্ছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকেও। এই পরিস্থিতিতে জুন মাসের ২৫ তারিখ পুর প্রশাসক আর বিমলা এনিয়ে রাজ্যের অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, রাজ্যের নির্দেশ মতো জনগণনার কাজ শুরু হতে চলায় কাজের চাপ অনেকটা বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুততার সঙ্গে সচিব পদ পূরণ না হলে কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়বে বলে ধারণা। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, শূন্যপদ পূরণের পাশাপাশি ওএসডি পদে নয়া আধিকারিক কাজে যোগ দিলে দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করা এবং আমজনতার সমস্যা শোনার ক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষ মন দিতে পারবে।

অবাক ৭৪ কোটি

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : চম্পাসারির এক তরুণীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হল ৭৪ কোটি টাকা! অণিমা বর্মন নামে ওই তরুণীর কথায়, 'আমার ব্যাংকে দুই হাজার টাকা ছিল। অন্নপূর্ণা যোজনার তিন হাজার টাকা ঢোকার পর শুক্রবার আমি চার হাজার টাকা তুলি। এরপর দেখি, অ্যাকাউন্টে ৭৪ কোটি টাকা রয়েছে।' ঘটনায় ভীত হয়ে ওই তরুণী প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হন। কোথা থেকে এই টাকা ঢুকল, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

পুলিশের জালে

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : পায়েল মোড় এলাকায় পানের দোকানের আড়ালে অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানা। ধৃতের নাম মনোজ মণ্ডল। তিনি উত্তর একতিয়াশালের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে ওই দোকানের আড়ালে মদ বিক্রির খবর আসছিল পুলিশের কাছে। রবিবার রাতে সেখানে অভিযান চালিয়ে দোকান মালিকের ছেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

রথযাত্রার আগে নাচের অনুশীলন তরুণীদের। রবিবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

ডায়মন্ডস ফেস্টিভাল শুরু তানিষ্কে

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই গ্রাহকদের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে রবিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি লাগোয়া মাটিগাড়ার বিলাসবহুল হোটেলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল তানিষ্ক সেবক রোড শাখা। একইসঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে 'ফেস্টিভাল অফ ডায়মন্ডস-২০২৬'-এর সূচনা করা হয়। ১৬ জুলাই থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই ফেস্টিভাল চলবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ তথা বিশিষ্ট লেখক রীতেশ বাউরি। তিনি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তানিষ্কের তরফে এরিয়া বিজনেস ম্যানেজার তুষার জৈন বলেন, 'গ্রাহকরা আমাদের পরিবারের সদস্য। তাঁদের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

হাসপাতালে ভেজা এক্স-রে প্লেটে বিড়ম্বনা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১২ জুলাই : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের আউটডোর চত্বরে আজকাল এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। এক্স-রে বিভাগের বাইরে পুরুষ ও মহিলারা দেওয়ালে টাঙানো ফ্যানের নীচে দুই হাত উঁচু করে ভেজা এক্স-রে প্লেট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে এই হাসপাতালের এক্স-রে বিভাগে প্লেট শুকানোর নির্দিষ্ট জায়গার প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। সেই সংকটের কারণেই রোগীদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ।

হাসপাতালের এক আধিকারিক বিষয়টি স্বীকার করেছেন, 'যত দিন যাচ্ছে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কম করে প্রতিদিন প্রায় ৭০ জনের কাছাকাছি রোগী হাসপাতালে এক্স-রে করাতে আসেন। তবে এক্স-রে বিভাগে এত রোগীর এক্স-রে প্লেট শুকিয়ে দেওয়া সম্ভব না। যার কারণে বাধ্য হয়ে রোগীদের হাতে ভেজা প্লেট ধরিয়ে দিতে হচ্ছে। প্রায় তিন বছর ধরে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

ভেজা এক্স-রে প্লেট শোকাচ্ছেন রোগীর পরিজন।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন প্রচুর রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন। বিভিন্ন বিভাগের পাশাপাশি হাড়ের সমস্যার রোগীদের ভিড় এখানে নিয়মিত। হাড়ের চিকিৎসার জন্য এক্স-রে অত্যন্ত জরুরি। হাসপাতালের চিকিৎসকরা রোগীদের নির্দিষ্ট দিনে এক্স-রে করানোর পরামর্শ দেন। পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর সমস্যা শুরু হয়। এক্স-রে বিভাগ থেকে রোগীদের হাতে ভেজা প্লেট ধরিয়ে দেওয়া হয়। হাসপাতাল কর্মীদের সাফ বক্তব্য, 'বাইরে ফ্যানের হাওয়ায় শুকিয়ে নিন।' বাধ্য হয়ে রোগীরা ৩০ থেকে ৪০ মিনিট ধরে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে প্লেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল

চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী, ডেভেলপার ও ফিক্সার তরলে ডুবিয়ে ছবি স্পষ্ট করার পর প্লেট পুরোপুরি শুকিয়েই তা রোগীর হাতে তুলে দেওয়ার কথা। কিন্তু এখানে সে নিয়মের বালাই নেই। ভেজা অবস্থায় প্লেটে হাত লাগলে সেটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেকে বিষয়টি বুঝতে না পেরে ভেজা প্লেট ব্যাগে ভরে ফেলছেন, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা সংগীতা ভাওয়াল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'হাসপাতালে নতুন নিয়ম দেখছি। ভেজা এক্স-রে প্লেট আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং বলেছে হাওয়ায় শুকিয়ে নেবেন। তাই বাধ্য হয়ে সাবধানে ফ্যানের হাওয়ায় শুকাচ্ছি। অনেককে দেখলাম দাঁড়িয়ে অতিষ্ঠ হওয়ার পর ভেজা প্লেটটি ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলেন। এতে যে কী কাজের কাজ হবে কে জানে!'

তিন বছর ধরে চলা এই অব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। পরিকাঠামোর অভাবে সাধারণ রোগীদের এই হয়রানি কবে বন্ধ হবে, তা নিয়ে সচেতন নাগরিকরা প্রশ্ন তুলছেন। স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে না তুললে এই সমস্যার কোনও সুরাহা সম্ভব নয় বলে তাঁদের দাবি।

নেতার দোকানে বিতর্ক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরজুড়ে জবরদখল ও অবৈধ নির্মাণ হটানোর কাজ চলছে। পুরনিগম একাজে উদ্যোগী হয়েছে। ঠিক সেই সময়ই অম্বিকানগরে রেলের জমিতে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা গৌতম গোস্বামীর ওষুধের দোকান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একসময়ের প্রভাবশালী এই নেতার বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষ আদৌ কোনও পদক্ষেপ করবে কি না, তা নিয়ে স্থানীয় মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

তৃণমূল আমলে এসজেডিএ'র সদস্য এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি ছিলেন গৌতম গোস্বামী। অভিযোগ, পদের প্রভাব খাটিয়েই রেলের জমি দখল করে ওষুধের দোকান গড়ে তোলা হয়।

এলাকার বাসিন্দা বিপুল বিশ্বাসের কথায়, 'তৎকালীন শাসকদলের বড় নেতারাই এসে ঘটা করে এই দোকানের উদ্বোধন করেছিলেন। সরকার বদলালেও অবৈধ এই নির্মাণের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা সাধারণ মানুষ প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছি।'

জমি সংক্রান্ত এক দুর্নীতি মামলায় অতীতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গৌতম গোস্বামী। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত রয়েছেন। উচ্ছেদ অভিযানের আবহে সেই দুর্নীতির সূত্র ধরেই রেলের জমিতে তাঁর এই দোকানটি ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। তবে এই প্রসঙ্গে গৌতম গোস্বামীর সাফাই, 'অম্বিকানগর পুরো এলাকাই রেলের জমির ওপর অবস্থিত। এলাকার সকলে যদি নিজেদের জায়গা ছেড়ে দেয়, তবে আমারও এই জায়গা ছাড়তে কোনও সমস্যা নেই।'

জমি দখল নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির (১ নম্বর মণ্ডল) বিজেপি

সভাপতি রাহুল বর্মনের বক্তব্য, 'যেহেতু এটি রেলের জায়গা, তাই রেল বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে আমরা আশাবাদী।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বার্সেলোনার অদূরে সিউতাত ডায়াগোনাল নামক অভিজাত এলাকায় এই বাড়ি কিনেছেন ইয়ামাল।

মায়ের জন্য শাকিরার বাড়ি কিনলেন ইয়ামাল

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ — সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কানসাস সিটি, ১২ জুলাই : বিশ্বকাপ ফাইনাল জেতা তাঁদের পক্ষে সম্ভব, লামিনে ইয়ামালের এই আত্মবিশ্বাসী মন্তব্যের সঙ্গে একমত স্বয়ং লিওনেল স্কালোনি। সদ্য ইউরো কাপ জিতেছেন, যাকে বিশেষজ্ঞরা আজকাল বিশ্বকাপের চেয়েও কঠিন বলছেন। আর এবারের বিশ্বকাপে মাত্র ১৮ বছর বয়সে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে গোল করে রেকর্ড বইয়েও নাম তুলেছেন ইয়ামাল। ১৯৫৮ সালে পেলের পর বিশ্বকাপে এত কম বয়সে গোল করার রেকর্ড এখন শুধুই তাঁর। তবে মাঠের এই সাফল্যের বাইরেও তাঁর একটা অন্য গল্প আছে, যা সাধারণ মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে। সম্প্রতি তিনি তাঁর মায়ের জন্য স্পেনের প্রাক্তন তারকা জুটি-পিকে এবং শাকিরার পুরোনো বিলাসবহুল বাড়িটি কিনেছেন।

স্পেনের মাতারো শহরের শ্রমিক এলাকা রোকোফন্ডায় তাঁর বেড়ে ওঠা। বার্সেলোনা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরের সেই মহল্লায় ইয়ামালের বয়স যখন মাত্র তিন, তখন তাঁর বাবা মৌনির নাসারৌ ও মা সেইলা ইবানার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সেইলা পরিচারিকার কাজ করতেন। ছেলেকে মানুষ করার জন্য দিনরাত এক করে খাটতে হত তাঁকে। ইয়ামাল এক পডকাস্টে স্মৃতিচারণ করেছিলেন, 'আমি স্কুলে যেতাম, ফিরে এসে ট্রেনিং করতে যেতাম। অনেক রাতে মা ফিরত। কিন্তু এত ক্লান্তির পরেও মা ঠিক আমার জন্য নিজের হাতে ডিনার বানিয়ে রাখত।' সেই অভাবের দিনগুলোতেই ইয়ামাল স্বপ্ন দেখেছিলেন, একদিন মাকে একটা বিশাল বাড়িতে আরামে রাখবেন।

সেই স্বপ্ন আজ সত্যি। বার্সেলোনার ঠিক বাইরেই সিউতাত ডায়াগোনাল নামে এক অত্যন্ত অভিজাত এলাকায় বিশাল এক এস্টেট কিনেছেন ইয়ামাল। কাকতালীয়ভাবে, এটিই ছিল ফুটবলার পিকে এবং পপ তারকা শাকিরার প্রাক্তন বাসভবন, যেখানে তাঁরা প্রায় এক যুগ কাটিয়েছেন। দুই হাজার বর্গমিটারেরও বেশি আয়তনের এই এস্টেটে রয়েছে তিনটি তলা জুড়ে ৬-৭টি বেডরুম, দুইটি সুইমিং পুল, হোম সিনেমা, নিজস্ব লাইব্রেরি এবং ওয়াইন সেলার। শাকিরার ফেলে যাওয়া রেকর্ডিং স্টুডিওটিও সেখানে একইরকম রয়েছে। নিজেকে ফিট রাখতে ইয়ামাল সেখানে একটি মিনি ফুটবল পিচ, প্যাডেল কোর্ট এবং জিম তৈরি করেছেন। মাকে নিজের 'রানি' বলে ডাকেন ইয়ামাল। তাঁর কথায়, 'মায়ের সব পাওয়া উচিত। আমি বলেছিলাম মা যে বাড়িটা পছন্দ করবে, সেটাই কিনে দেব।' ওই বাড়িতে এখন মায়ের সঙ্গেই থাকে ইয়ামালের ছোট্ট সৎ ভাই কেইন।

> **মায়ের সব পাওয়া উচিত। আমি বলেছিলাম মা যে বাড়িটা পছন্দ করবে, সেটাই কিনে দেব।**
>
> **-লামিনে ইয়ামাল**

শুধু মা নন, পরিবারের সবার কথাই ভেবেছেন এই তরুণ। বাবাকে বার্সেলোনা শহরের ভেতরেই একটি সুন্দর বাড়ি কিনে দিয়েছেন। আর যে রোকোফন্ডার ধুলো মেখে তিনি বড় হয়েছেন, সেখানকার পিন কোড '৩০৪' আজও তিনি গোল করার পর হাতের ইশারায় বিশ্বকে দেখান। সেই রোকোফন্ডাতেই তিনি ঠাকুমার জন্য কিনে দিয়েছেন একটি বাড়ি।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে এই বিপুল টাকার উৎস কী? বার্সেলোনার সঙ্গে তাঁর নতুন চুক্তি। ২০৩১ সাল পর্যন্ত সই হওয়া এই চুক্তিতে ইয়ামালের রিলিজ ক্লজ রাখা হয়েছে ১০০ কোটি ইউরো। পারফরমেন্স বোনাস মিলিয়ে তাঁর বছরে আয় হতে পারে প্রায় ৪ কোটি ইউরো। পাশাপাশি অ্যাডিডাস, ভিসা, অপ্পো-র মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে কোটি কোটি টাকার চুক্তি তাঁকে আর্থিকভাবে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

তবে তাঁর এই সাফল্যের রাস্তাটা মোটেও মসৃণ ছিল না। বাবা মরোক্কান এবং মা ইকুয়েটোরিয়াল গিনির হলেও ইয়ামাল স্পেনের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্য তাঁকে মরক্কোর সরকার এবং কোচের প্রবল চাপ সহ্য করতে হয়েছে। স্পেনে বসবাসকারী মরক্কানদের বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণেরও শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। এমনকি তাঁর বাবাকে একবার এক পার্কে ছুরিও মারা হয়েছিল, যার কারণ আজও জানা যায়নি। কিন্তু এতসব বিতর্ক আর অভাবের অন্ধকার পেরিয়ে ইয়ামাল আজ ফুটবলের এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি নিজের পরিশ্রমে মায়ের সব স্বপ্ন সত্যি করে দেখিয়েছেন।

নায়ক জুডে, ম্লান হাল্যান্ড
ইংল্যান্ডের স্বস্তির জয়

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ — জয় মণ্ডল

ইংল্যান্ড-২ (বেলিংহাম-২)
নরওয়ে-১ (সজেলডার্প)

মায়ামি, ১২ জুলাই : ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যম বরাবরই আবেগের ফানুস ওড়াতে ভালোবাসে। কোয়ার্টার ফাইনালের আগে থেকেই তারা হ্যারি কেন আর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে নিয়ে এক কাল্পনিক যুদ্ধের আবহ তৈরি করেছিল। দুইজন মিলে এবারের টুর্নামেন্টে ১৩টি গোল করেছেন। তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল মায়ামির মহারণ আসলে এই দুই স্ট্রাইকারেরই ভাগ্য নির্ধারণের মঞ্চ। শনিবার হার্ড রক স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে বসে যখন আটলান্টিকের ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করছি, তখন দেখলাম সেই বহুল চর্চিত দ্বৈরথটাই ফ্লোরিডার আর্দ্রতায় স্রেফ উবে গেল! হাল্যান্ড বা কেন নন, এই দমবন্ধ করা ফুটবল সন্ধ্যাটা একান্তই নিজের করে নিলেন জুডে বেলিংহাম, যাঁর বিশ্বকাপের আগে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল খোদ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। অথচ, কেন-হাল্যান্ডের অফ ডে-তে অতিরিক্ত সময়ে তাঁর জোড়া গোলেই নরওয়ে-বাধা টপকে আটলান্টায় সেমিফাইনালের টিকিট পকেটে পুরল ইংল্যান্ড।

ম্যাচের বয়স তখন ৩৬ মিনিট। আন্দ্রেয়াস সজেলডার্পের দূরপাল্লার শট জর্ডন পিকফোর্ডকে বোকা বানিয়ে নরওয়েকে এগিয়ে দেয়। কিন্তু গ্যালারির ভাইকিং-গর্জন স্থায়ী হল মাত্র মিনিট দশেক। প্রথমার্ধের সংযোজিত ম্যাচে ফেরে ইংল্যান্ড। তবে এই গোল ঘিরেই দানা বাঁধে ঘোর বিতর্ক। পিকফোর্ডের গোলকিক মাঠের ওপর থাকা স্কাই-ক্যামেরার তারে লেগে এলিয়ট অ্যান্ডারসনের কাছে পৌঁছায়। সেখান থেকে অ্যান্থনি গর্ডন হয়ে বল পান বেলিংহাম এবং নিখুঁত শটে সমতা ফেরান। ফিফার নিয়মে তারে বল লাগলে খেলা থামানো উচিত। কিন্তু ফিফা পরে বিবৃতি দিয়ে জানায়, বলের সেন্সরে এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি।

দ্বিতীয়ার্ধেও বিতর্কের আগুন নিভল না। ৬০ মিনিটের মাথায় টোরবর্ন হেগেম নরওয়ের হয়ে বল জালে জড়ালেও, ভিএআর তা বাতিল করে দেয়। কারণ, ঠিক তার আগেই অ্যান্ডারসনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন হাল্যান্ড। মার্ক গুয়েহির কড়া পাহারায় এদিন পুরো ম্যাচেই নিষ্প্রভ ছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এই তারকা। সতীর্থ গোলকিপারের থেকেও তাঁর পায়ে বল ঠেকেছে কম। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, দলের এক নম্বর স্ট্রাইকারকে অতিরিক্ত সময়ে মাঠ থেকে তুলেই নেন কোচ স্টালে সোলবাকেন। নির্ধারিত সময় ১-১ থাকার পর ৯৩ মিনিটের মাথায় জয়সূচক গোলটি আসে বেলিংহামের পা থেকেই। বদলি হিসেবে নামা মরগান রজার্সের জোরালো শট নরওয়ে গোলকিপার ওরজান নাইলান্ডের হাত থেকে ছিটকে বেরোনোর পর, ফিরতি বলে ছোঁ মেরে টুর্নামেন্টে নিজের ষষ্ঠ গোলটি করেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা।

আঠারো মাস আগে ফ্লোরিডাতেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গলফ খেলেছিলেন হ্যারি কেন। ট্রাম্পের স্মৃতিচারণায় সেই গল্পটা মায়ামিতে মোহময় আবহ তৈরি করলেও, শনিবার মাঠের ফুটবলটা মোটেই মায়াবী ছিল না। ক্লান্ত কেন ম্যাচ শেষে অকপট বলেছেন, 'আমরা আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে পারিনি। মেক্সিকোর থেকেও এই ম্যাচটা কঠিন ছিল। গরম আর আর্দ্রতা ছিল ভয়ংকর।' কোচ টমাস টুচেল আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'আমরা আজ ভাগ্যবান ছিলাম। মন্থর ফুটবল খেলেছি, টেকনিকালি অনেক ভুল হয়েছে।' তবে জোড়া গোলের নায়ক বেলিংহাম অবশ্য কোচের এই সমালোচনা গায়ে মাখতে নারাজ। মিক্সড জোনে এক লাইনে তাঁর সটান জবাব, 'ইয়া ওয়েল, হোয়াটএভার, হোয়াটএভার!'

ম্যাচের পর হাল্যান্ডের বাবা আলফ-ইঙ্গে হাল্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে রেফারিকে কাঠগড়ায় তুলে লেখেন, 'আজ আমাদের ডাকাতি করা হল।' তবে এত বিতর্কের মাঝেও হাল্যান্ডের পেশাদারিত্ব মন ছুঁয়ে যায়। ম্যাচ শেষে সব ক্ষোভ দূরে সরিয়ে একসময়ের ডর্টমুন্ড সতীর্থ বেলিংহামকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, 'জুড একজন অবিশ্বাস্য ফুটবলার। ওকে অযথা সমালোচনা করা হয়। ইংল্যান্ড আর রিয়াল মাদ্রিদ খুবই ভাগ্যবান যে ওকে পেয়েছে।' ১৫ জুলাই আটলান্টার সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের সামনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। অর্থাৎ, ফুটবল মাঠে আরও একবার ফিরছে সেই 'হ্যান্ড অফ গড' এবং ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্মৃতি।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে উচ্ছ্বাস হ্যারি কেন, জর্ডন পিকফোর্ডদের।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের পর হতাশ নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

বিদায় নরওয়ের, গর্বিত কোচ

ইংল্যান্ডের কাছে অতিরিক্ত সময়ে ২-১ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল নরওয়ে। প্রায় তিন দশক পর বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এমন স্বপ্নভঙ্গের পর সাংবাদিক সম্মেলনে চোখে জল ধরে রাখতে পারেননি কোচ স্টালে সোলবাকেন। ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলতে এসে গ্রুপ সেরা হওয়া এবং শেষ ষোলোয় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে বিদায় করা নরওয়ে দলের এমন লড়াকু পারফরমেন্সে গর্বিত তিনি। স্টোলবাকেন বলেছেন, 'আমরা সর্বোচ্চ স্তরে লড়াই করেছি, ভাগ্য আমাদের সহায় ছিল না। তবে ছেলেরা যা খেলেছে, তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।' রেফারিং নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সোলবাকেন তাকে অজুহাত হিসেবে খাড়া না করে ইংল্যান্ডকে সেমিফাইনালের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

তারে বল লাগার বিতর্ক

নরওয়ের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে জুডে বেলিংহামের সমতাসূচক গোলের ঠিক আগে বল আকাশে থাকা ক্যামেরার তারে লেগেছিল কি না, তা নিয়ে তৈরি হল তীব্র বিতর্ক! নরওয়ের ফুটবলারদের দাবি, বল স্পাইডারক্যামের তারে লেগে দিক পরিবর্তন করেছিল, যার সূত্র ধরে গোলটি পায় ইংল্যান্ড। নিয়ম অনুযায়ী এমনটা হলে খেলা বন্ধ হওয়ার কথা। তবে ফিফা এক বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের 'কানেক্টেড বল' প্রযুক্তির সেন্সরে এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি। নরওয়ের কোচ স্টালে সোলবাকেন এই যুক্তি মানতে নারাজ হলেও তিনি জানিয়েছেন, স্রেফ এই একটি ঘটনার কারণে তারা ম্যাচ হারেননি।

অদম্য বেলিংহাম অবিসংবাদিত নায়ক

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ — জয় মণ্ডল

মায়ামি, ১২ জুলাই : মায়ামির দমবন্ধ করা গরমে যখন একে একে সবাই ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছেন, ঠিক তখনই বক্সের ভেতর ছায়ার মতো উদয় হলেন একজন। শরীরী ভারসাম্য প্রায় হারিয়েও, শুধু অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে লিও ওস্টেগার্ডকে টপকে বল জালে জড়িয়ে দিলেন। ইংল্যান্ড ফুটবলে এখন তিনি এক অবিসংবাদিত ত্রাতা-জুডে বেলিংহাম। একসময় যাঁকে প্রথম একাদশে রাখা নিয়ে খোদ কোচ টমাস টুচেলের মনে ঘোর সংশয় ছিল, আজ তাঁর চওড়া কাঁধেই ভর করে দীর্ঘ ছয় দশকের খরা কাটিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন বুনছে গোটা ইংল্যান্ড।

চলতি বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই পাঁচ ম্যাচে তাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে ছয়টি গোল। শুধু গোল করা নয়, মেক্সিকোর বিরুদ্ধে সেই অবিশ্বাস্য জয় হোক বা নরওয়ের বিরুদ্ধে খাদের কিনারা থেকে দলকে টেনে তোলা-জুডে আক্ষরিক অর্থেই এখন থ্রি লায়ন্সদের হৃদস্পন্দন। ২০২৪ সালের ইউরো কাপে স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে ওভারহেড কিকে গোল করার পর তাঁর সেই আইকনিক 'হু এলস' (আর কে!) উদযাপনই বুঝিয়ে দিয়েছিল, এই তরুণের আত্মবিশ্বাস কতটা গগনচুম্বী। চোটের কারণে রিয়াল মাদ্রিদে তাঁর সাম্প্রতিক সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছিল না। টুচেলের দলেও তাঁর জায়গা পাওয়া নিয়ে প্রবল বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। কিন্তু যাবতীয় সমালোচনাকে স্রেফ নিজের বুটের জাদুতে চুপ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

তবে বেলিংহামের মুগ্ধতা শুধু মাঠের স্কিলেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান কর্পোরেট ফুটবলের যুগে তারকারা যখন মেপে কথা বলেন এবং যে কোনও বিতর্ক সযত্নে এড়িয়ে চলেন, সেখানে ২৩ বছরের এই তারকা একেবারেই ব্যতিক্রম। তিনি মাঠে যেমন নিজের সবটুকু উজাড় করে দেন, মাঠের বাইরেও ঠিক ততটাই স্পষ্টবক্তা।

সেই আপসহীন মনোভাবের জেরেই নরওয়ে ম্যাচের পর সরাসরি কোচের মন্তব্যের বিরোধিতা করে বসলেন জুডে। মায়ামির তীব্র তাপদাহে কষ্টার্জিত জয়ের পর ইংল্যান্ড কোচ টুচেল যখন দলের পারফরমেন্সকে 'মন্থর, ভুলে ভরা ও ভাগ্যবান' বলে তীব্র সমালোচনা করেন, তখন জুডে তাঁকে ছেড়ে কথা বলেননি। মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে এই তরুণ তারকা সটান জানিয়ে দেন, ফ্লোরিডার এই প্রচণ্ড গরমে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড বা মার্টিন ওডেগার্ডদের মতো স্কিলফুল ফুটবলারদের বিরুদ্ধে খেলাটা কত কঠিন, তা হয়তো কোচ বুঝতে পারছেন না। তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, 'প্রতি ম্যাচে হাজারটা পাস খেলে জেতা যায় না, কখনো কখনো নোংরা ফুটবল খেলেও জিততে হয়, আর আমরা আজ সেটাই করেছি।' কোচের সমালোচনাকে মাথা নেড়ে স্রেফ 'হোয়াটএভার' বলে উড়িয়ে দেওয়ার এই স্পর্ধা বুঝিয়ে দেয়, তিনি কতটা ভয়ডরহীন।

কোচের সামনে এমন আগ্রাসী বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও, এই বিশ্বমানের তারকা কিন্তু আদতে মায়ের একেবারে বাধ্য সন্তান। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তাঁর সামনে একটা বড় বাধা ছিল হলুদ কার্ডের খাঁড়া। নরওয়ে ম্যাচে কার্ড দেখলেই সেমিফাইনাল থেকে সোজা নির্বাসিত হতেন। ম্যাচ শেষে নিজের চতুর্থ 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' পুরস্কার নিতে এসে জুড হাসিমুখে স্বীকার করেন, মা ডেনিস সারা সপ্তাহ ধরে তাঁকে কড়া শাসনে রেখেছিলেন। কেনিয়ান মায়ের কড়া নির্দেশ ছিল, মাঠে কথাবার্তা, ট্যাকেল, মুখের অভিব্যক্তি এবং আবেগ যেন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। কোচের অবাধ্য হলেও, মায়ের সেই অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এই তরুণ।

বুধবার আটলান্টায় সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের সামনে এবার ৩৯ বছরের লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। ১৯৮৬ সালে দিয়েগো মারাদোনার পর জুডেই প্রথম খেলোয়াড়, যিনি বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে টানা দুইটি ম্যাচে জোড়া গোল করার অনন্য নজির গড়েছেন। ফুটবল বিশ্বে এখন একটাই জল্পনা, ফকল্যান্ডের পুরোনো ক্ষত উসকে দেওয়া এই মহারণে শেষ হাসি কে হাসবেন- পরিণত মেসি নাকি স্পর্ধিত বেলিংহাম? তবে একটা কথা নিশ্চিত, ক্ষুরধার স্পর্ধা আর মাতৃভক্তির এমন অদ্ভুত মিশেল নিয়ে বেলিংহামই এখন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র।

জোড়া গোল করে ইংল্যান্ডকে সেমিফাইনালে তুললেন জুডে বেলিংহাম।

এমবোলো ডোবালেন দলকে

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মিথ্যা ফাউলের অভিনয় করতে গিয়ে দলকে ডোবালেন সুইৎজারল্যান্ডের ব্রিল এমবোলো। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে প্রথম হলুদ কার্ডটি দেখেছিলেন এই সুইস তারকা। দ্বিতীয়ার্ধে সুইসরা সমতা ফেরানোর পর বিপদ ডেকে আনেন তিনি। ডাইভ মেরে ফাউল আদায় করার চেষ্টা করেন এমবোলো। কিন্তু মাঠের রেফারি ভিএআরের সাহায্য নিয়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ডটি দেখানোয় মার্চিং অর্ডার পান এই সুইস তারকা। ফলে বাকি সময়ে দশজনে খেলতে হয় সুইৎজারল্যান্ডকে। তুল্যমূল্য লড়াই করলেও শেষপর্যন্ত ৩-১ গোলে হেরে যান গ্রানিথ জাকারা। এই ঘটনায় মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়ে এমবোলো। তাঁকে নিয়ে সমাজমাধ্যমেও প্রবল সমালোচনা হচ্ছে।

স্বার্থপর সোরলথ

ইংল্যান্ডের কাছে ২-১ গোলে হেরে রূপকথার দৌড় শেষ নরওয়ের। অথচ শেষ আটের লড়াইয়ে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরাই ফেভারিট ছিলেন। এমনকি প্রথম গোলটা তারাই করেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বরং প্রথমার্ধের শেষদিকে আলেকজান্ডার সোরলথের জন্য ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করে তারা। প্রতি আক্রমণ থেকে দ্রুত বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন নরওয়ের তারকা। সামনে ফাঁকায় দাঁড়িয়েছিলেন ফর্মে থাকা হাল্যান্ড। কিন্তু তাঁকে পাস না দিয়ে স্বার্থপরের মতো নিজে গোল করতে গিয়ে সুযোগটি নষ্ট করেন সোরলথ। এই ঘটনার কয়েক মিনিট পরেই জুডে বেলিংহাম ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরান। এমনকি ম্যাচও জেতে ইংরেজরা। সোরলথের এই ভুলের কারণে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে নরওয়েকে।

সুইস-কাঁটা পেরিয়ে সেমিতে আর্জেন্টিনা

টানা দ্বিতীয়বার সেমিফাইনালে উঠে স্বস্তিতে লিওনেল মেসি। কানসাস সিটিতে রবিবার।

পর্তুগালের রেফারি জোয়াও পেড্রো পিনহেইরোর উপর ক্ষুব্ধ লিওনেল মেসি।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আর্জেন্টিনা-৩ (ম্যাক অ্যালিস্টার, আলভারেজ, লওটারো)
সুইৎজারল্যান্ড-১ (এনডোয়ে)

কানসাস সিটি, ১২ জুলাই : কানসাস সিটি স্টেডিয়ামের অনেকটা উঁচুতে থাকা প্রেস বক্স থেকে চারিদিকে তাকালে আদিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকা আর আকাশ দেখা যায়। সবুজে-নীলে মিলেমিশে একাকার এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য। অ্যারোহেডের এই স্টেডিয়াম হয়তো প্রাকৃতিক রূপের দিক থেকে বাকি সব ভেনুকে অনায়াসেই মাত করে দিতে পারে। অথচ এমন এক সুন্দর স্টেডিয়ামে বসে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বিরক্তিকর ম্যাচগুলির একটি দেখতে হবে, কে জানত!

গত দুই ম্যাচের মতোই একেবারে শেষদিকে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল আর্জেন্টিনা। কিন্তু সেমিফাইনালে ওঠার পরও লিওনেল স্কালোনির দলের পারফরমেন্স নিয়ে অজস্র প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হল। ১৫ জুলাইয়ের আগে এই দুর্বলতাগুলি শুধরে নিতে না পারলে সেমিফাইনালে এক অন্য ধাঁচের ইংল্যান্ডের সামনে মারাত্মক পরীক্ষার মুখে পড়বে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ছিল স্বপ্নের মতো। ১০ মিনিটেই লিড নেয় আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসির নিখুঁত কর্নার থেকে সুইসদের দীর্ঘকায় ডিফেন্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে টপ কর্নারে হেড করেন ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির অ্যালেক্সি ম্যাক অ্যালিস্টার। এই নিয়ে বিশ্বকাপে নিজের দশম অ্যাসিস্টটি করে জার্মানির ফ্রিৎস ওয়াল্টারকে (৯) ছাপিয়ে আরও একটা নতুন রেকর্ডের খাতায় নাম লেখালেন লিও। ওই গোলের পর মনে হয়েছিল, এবার হয়তো সুইসদের ওপর দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই রোলার চালাবে আর্জেন্টিনা। কিন্তু গ্রুপ পর্বে টানা তিন জয় এবং হ্যাটট্রিকের পরও এই আর্জেন্টিনাকে কেন টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা দাবিদার বলে মনে হচ্ছে না, তার প্রমাণ মিলল পরের এক ঘণ্টায়।

এমনিতেই সুইসদের এতদূর আসাটাই ছিল এক দারুণ চমক। তার ওপর শুরুতেই গোল হজম করে তারা যেন খোলসে ঢুকে যায়। প্রথমার্ধে এমিলিয়ানো মার্টিনেজের একটি অনবদ্য সেভ বাদ দিলে, সুইসরা সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে আসে সেই বিখ্যাত 'সুইস বোল্ট' সিস্টেম। দাপটের সঙ্গে খেলতে থাকা সুইৎজারল্যান্ডের হয়ে ৬৭ মিনিটে দুর্দান্ত এক আক্রমণ থেকে সমতা ফেরান ড্যান এনডোয়ে।

ম্যাচের মোড় ঘুরে যায় ঠিক পাঁচ মিনিট পর, যখন ভিএআর নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সুইস স্ট্রাইকার ব্রিল এমবোলো বক্সের কাছে ডাইভ দিয়ে ফাউল আদায় করতে গেলে রেফারি প্রথমে লিয়ান্দ্রো পারেডেসকে হলুদ কার্ড দেখান। কিন্তু ভিএআর-এর 'মিসটেকেন আইডেন্টিটি' নিয়মে ধরা পড়ে যায় এমবোলোর চালাকি। পারেডেসের কার্ড বাতিল হয় এবং ইচ্ছাকৃত ডাইভের কারণে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে মাঠ ছাড়তে হয় এমবোলোকে। সুইস কোচ মুরাত ইয়াকিন অবশ্য এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁর হতাশা মেশানো ক্ষোভ, 'রেফারিই খেলাটা শেষ করে দিলেন। ওই সময় আমরা পুরো ম্যাচটা নিয়ন্ত্রণ করছিলাম। যেখানে কাউকেই হলুদ কার্ড দেখানোর কথা নয়, সেখানে কার্ড দেখিয়ে উনি আমাদের সর্বনাশ করে দিলেন!'

দশজনের সুইৎজারল্যান্ডকে পেয়েও আর্জেন্টিনা নির্ধারিত সময়ে তার ফায়দা তুলতে পারেনি। পুরো ম্যাচে মেসিকে যেন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে তিনি বুদ্ধিমান। বুঝেছিলেন ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে, তাই নিজের শক্তি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আর ১১১ মিনিটে সেই জাদুকরি মুহূর্তের অবতারণা হল। ছোটবেলায় অঙ্কের ক্লাসে কখনও ফাঁকি না দেওয়া হুলিয়ান আলভারেজ যেন তাঁর পুরোনো শিক্ষিকার শেখানো নিখুঁত জ্যামিতিক ছকেই বলটা পাঠালেন জালে। বক্সের ভেতর তখন আটজন সুইস এবং পাঁচজন আর্জেন্টাইন ফুটবলারের ভিড়। এর মাঝখান দিয়ে আলভারেজের ডান পায়ের বাঁকানো শট সুইস গোলকিপার গ্রেগর কোবেলকে দর্শক বানিয়ে টপ কর্নারে আশ্রয় নেয়। গোলটি শুধু জ্যামিতিক নয়, ছিল কাব্যিকও। আর এই গোলের পর আলভারেজকে জড়িয়ে ধরে মেসির সেই চুম্বন যেন বুঝিয়ে দিল, ভবিষ্যতের ব্যাটন তিনি সঠিক

নিষ্প্রভ মেসি

হাতেই তুলে দিচ্ছেন। একেবারে শেষ লগ্নে (১১৯ মিনিটে) লওটারো মার্টিনেজের গোলটা ছিল নিছকই কফিনের শেষ পেরেক।

ম্যাচ শেষে স্কালোনির অকপট স্বীকারোক্তি, 'আজ আমরা ভুগেছি। সত্যি কথা বলতে কি, ভাগ্য আজ আমাদের সহায় ছিল।' মেসিও সম্প্রচারকারীদের কাছে বলেছেন, 'আবারও এক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হল আমাদের। কিন্তু নিজেদের ওপর আস্থা থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।'

আসলে স্কালোনির এই দলটা আদ্যোপান্ত মেসির গুণমুগ্ধ। অধিনায়কের জন্য নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে দিতে প্রস্তুত তাঁরা। আর এই নিঃশর্ত ভক্তিই বোধহয় আর্জেন্টিনাকে এতদূর টেনে এনেছে। আলভারেজ ম্যাচ শেষে বলেই ফেললেন, 'আমরা মেসিকে আরও একবার বিশ্বকাপ দিতে সবকিছু করতে পারি। প্রতিটি ম্যাচই ওঁর জন্য একটা লড়াই। আজ গোল করে তাই প্রথমেই আমি ওঁকে জড়িয়ে ধরি।' সতীর্থদের কাছ থেকে ঠিক কতটা সম্মান ও শ্রদ্ধা পেলে একজন নেতার জন্য এমন আবেগ তৈরি হয়, তা কানসাস সিটির মাঠে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর ঠিক এই নিঃস্বার্থ সমর্থনটাই হয়তো নিজের দলের কাছ থেকে পাননি বলে, যাঁর এদিন মাঠে থাকার কথা ছিল, সেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে আজ বাড়িতে বসেই ম্যাচটা দেখতে হল!

কানসাসের গ্যালারিতে তখন একটা গানই বারবার অনুরণিত হচ্ছিল- 'এল কে নো সালতা এস উন ইংলেস' (যে লাফাবে না, সে ইংরেজ)। ২০ বছর পর বিশ্বকাপে আবার মুখোমুখি আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ড। ফিফা র‌্যাংকিংয়ের প্রথম চার দল এবার সেমিফাইনালে, যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা। আটলান্টায় আগামী বুধবার তাই এক মহাকাব্যিক লড়াইয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে গোটা ফুটবল বিশ্ব।

INLAND TRADER

মেজাজ হারালেন মেসি

সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে কষ্টার্জিত জয় পেলেও মাঠে পর্তুগিজ রেফারি জোয়াও পেড্রো পিনহেইরোর ওপর চরম ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল লিওনেল মেসিকে! প্রথমার্ধে একটি ফ্রি কিক ডিফেন্ড করার সময় রক্ষণের দেওয়াল গড়ার সময়ে মেসিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে পিছিয়ে যেতে বলেন রেফারি। কিন্তু রেফারির কথা বলার ধরন পছন্দ না হওয়ায় রেগে গিয়ে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক বলেছেন, 'আমার সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলুন। আমাকে অসম্মান করবেন না। আমি আপনার সঙ্গে ভদ্রভাবেই কথা বলেছি।' চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথম কোনও ম্যাচে গোল পাননি এলএমটেন। যার ফলে সুইৎজারল্যান্ডের কড়া ডিফেন্সের সামনে ম্যাচজুড়ে বেশ হতাশ ছিলেন তিনি।

মেসির ছায়ায় থাকা মাকড়সাই নীল-সাদার নতুন ত্রাতা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

কানসাস সিটি, ১২ জুলাই : অ্যারোহেড স্টেডিয়ামের গরম হাওয়াও তখন যেন নীল-সাদা সমর্থকদের ধমনীর রক্ত জমিয়ে দিচ্ছে। আমার ঠিক সামনের সারিতে বসা বর্ষীয়ান আর্জেন্টাইন সাংবাদিক হতাশায় দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকেছেন। ঘড়ির কাঁটা টাইব্রেকারের দিকে এগোচ্ছে, আর কানের কাছে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে সুইস সমর্থকদের উল্লাস। লিওনেল মেসিকে তখন নিখুঁত ট্যাকটিকাল ছকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন সুইস ডিফেন্ডাররা। ঠিক এমন একটা দমবন্ধ করা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে, বক্সের বাইরে বল পেলেন হুলিয়ান আলভারেজ। ডান পায়ে হালকা জায়গা করে নিলেন, তারপর সামান্যতম ব্যাকলিফট ছাড়াই এক নিখুঁত বাঁকানো শট। গ্রেগর কোবেলকে স্রেফ দর্শক বানিয়ে বল সোজা জালে। কোনও বুনো উল্লাস নেই, শুধু মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত। কানসাসের এই শ্বাসরুদ্ধকর রাতে এভাবেই নীল-সাদা শিবিরের নিঃশব্দ রক্ষাকর্তা হয়ে উঠলেন আলভারেজ।

বিশ্বমঞ্চে নায়ক হয়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই তিনি পরিচিত 'লা আরাইয়া' বা 'মাকড়সা' নামে। এই ডাকনামের নেপথ্যে কোনও কর্পোরেট চাকচিক্য নেই। জন্ম কর্ডোবা প্রদেশের ছোট্ট গ্রাম কালচিনে, যার জনসংখ্যা সাকুল্যে আড়াই হাজার। ছোটবেলায় মাঠে বল পায়ে ছুটলে বিপক্ষ দলের মনে হত, রোগাপাতলা ছেলেটার দুইটি নয়, যেন ছয়-সাতটা পা! আট-নয় বছর বয়সে পাঁচজনকে কাটিয়ে তাঁর করা এক গোল দেখে ছোটবেলার কোচ রাফায়েল ভারাস বুঝেছিলেন, এই ছেলে সাধারণ নয়। কানসাসের মাঠে তাঁর সেই চেনা স্পাইডারম্যান উদযাপনের মধ্য দিয়ে যেন সেই শৈশবের দিনগুলোই ফিরে এল।

ট্রাকচালক বাবা আর শিক্ষিকা মায়ের পরিবারে ফুটবল কখনও চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, বরং তা মিশে ছিল প্রাত্যহিক জীবনে। এক সাক্ষাৎকারে আলভারেজ বলেছিলেন, 'আর্জেন্টিনার ম্যাচ থাকলে আমাদের বাড়িতে দুনিয়া থমকে যেত। সবাই ড্রয়িংরুমে টিভির সামনে, একটা মাছি ওড়ারও জায়গা থাকত না।'

সাফল্যের প্রথম স্বাদ এসেছিল খুব দ্রুত। মাত্র ১১ বছর বয়সেই রিয়াল মাদ্রিদের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছিলেন। স্পেনে গিয়ে কোচদের মুগ্ধ করলেও, ফিফার নিয়মের গেরোয় সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। বহু তরুণের কাছেই এটা মারাত্মক এক স্বপ্নভঙ্গের কারণ হতে পারত। কিন্তু হতাশ না হয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি। রিভারপ্লেটে মার্সেলো গালার্দো তাঁকে এক আধুনিক স্ট্রাইকার হিসেবে গড়ে তোলেন, যাঁর গোল চেনার চেয়েও বড় গুণ হল শিকারির মতো বিপক্ষকে তাড়া করা। ২০২২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়ার পর পেপ গুয়ার্দিওলাও বুঝেছিলেন, এই ছেলের আসল জোর তার অদম্য পরিশ্রমে।

আর্জেন্টিনা দলে তাঁর ভূমিকাও ঠিক তা-ই। মেসি যেখানে গোটা দলের কনডাক্টর, আলভারেজ সেখানে ছুটে বেড়ানো এক অক্লান্ত সৈনিক। তিনি বিপক্ষের রক্ষণে চাপ দিয়ে ফাঁকা জায়গা তৈরি করেন, আর সেই সুযোগ কাজে লাগান মেসি। কাতার বিশ্বকাপে পরিবর্ত হিসেবে নেমে চার গোল (যার দুইটি আবার ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে) করে নিজেকে অপরিহার্য প্রমাণ করতে তাঁকে আমি খুব কাছ থেকেই দেখেছিলাম।

বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো এতগুলি ট্রফি জেতার পরও আলভারেজ মানুষটা বড্ড সাদামাটা। তিনি দলের সবচেয়ে গ্ল্যামারাস তারকা নন, তাঁর গলা চড়াও থাকে না। কিন্তু কানসাসের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ শেষে যখন গ্যালারি ফাঁকা হতে শুরু করেছে, তখন এই তরুণকে দেখেই মনে হচ্ছিল- যখনই দলের জালের সুতো আলগা হতে শুরু করে, তখন এই 'মাকড়সা'-ই নিঃশব্দে গোটা দলকে এক সুতোয় বেঁধে রাখেন।

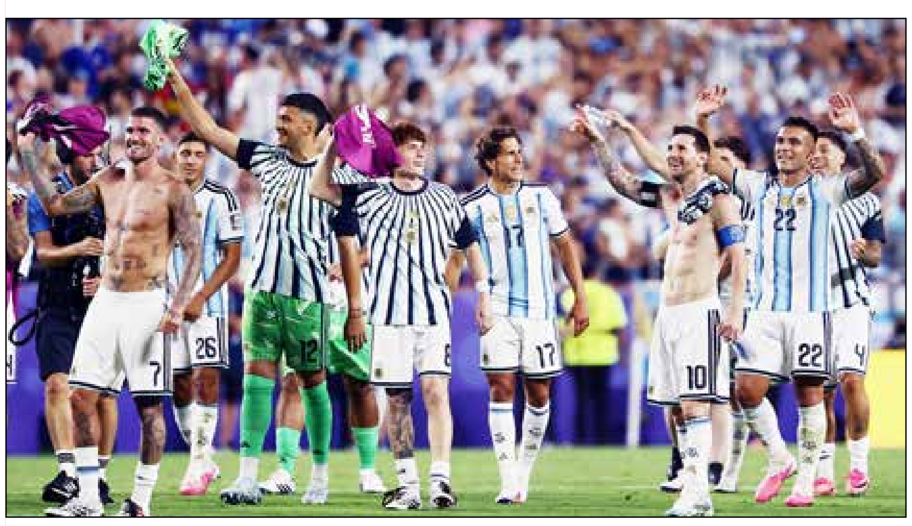

স্বস্তির জয়ের পর খোশমেজাজে মাঠ প্রদক্ষিণ করলেন লিওনেল মেসি, রডরিগো ডি পলরা।

> আবারও এক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হল আমাদের। কিন্তু নিজেদের ওপর আস্থা থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।
>
> -লিওনেল মেসি

রেফারির সিদ্ধান্তে হতাশ সুইস কোচ

কানসাস সিটি, ১২ জুলাই : রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তের জেরেই ম্যাচ হাতছাড়া! আর্জেন্টিনার কাছে হেরে বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পরই দাবি সুইৎজারল্যান্ড কোচ মুরাত ইয়াকিনের।

ম্যাচের বয়স তখন ৬৭ মিনিট। সুইস ব্রিগেডকে সমতায় ফেরালেন ড্যান এনডোয়ে। ঠিক তারপরই ব্রিল এমবোলোকে ফাউল করায় লিয়ান্দ্রো পারেডেসকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। এরপর 'ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি'-র সাহায্য নিয়ে ওই কার্ড প্রত্যাহার করেন তিনি। উলটে রেফারিদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে এমবোলোকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দেন। রেফারির এই সিদ্ধান্তে হতবাক সুইস শিবির। কোচ ইয়াকিন বলেছেন, 'আমরা এমন শাস্তি পেলাম যা গ্রহণযোগ্য নয়। রেফারির ভূমিকায় আমি হতাশ। তাঁর ভুল সিদ্ধান্তেই আমরা প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলাম।' শুধু তাই নয়, মিশর ম্যাচের পর এই ঘটনা আরও একবার রেফারির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উসকে দিল।

হারলেও সমর্থকদের বাহবা পেলেন মুরাত ইয়াকিন।

অতিরিক্ত সময়ে গোল করে হুলিয়ান আলভারেজ। তাঁর গোলেই আর্জেন্টিনা ২-১ লিড নেয়।

গ্যালারির মধ্যমণি আন্তোনেলা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

তিন ছেলে থিয়াগো, মাতেও ও সিরোকে নিয়ে আর্জেন্টিনার ম্যাচ দেখতে হাজির আন্তোনেলা রোকুজ্জো।

কানসাস সিটি, ১২ জুলাই : কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামের কোনও ছাদ নেই। ওপর থেকে দেখলে মনে হয় যেন আস্ত একটা জাহাজের খোল। মায়ামির মতোই এখানেও প্রেস বক্স আর ভিআইপি হসপিটালিটি লাউঞ্জ একদম গায়ে গায়ে। লিফট থেকে নেমেই সোজা হসপিটালিটি লাউঞ্জে চলে যাওয়া যায়। যদিও নিরাপত্তারক্ষীরা কড়া পাহারায় থাকেন, তবে সংবাদমাধ্যমের চোখ তো আর এড়ানো যায় না। ম্যাচ শেষ হতেই ভিআইপি জোনে চোখে পড়ে গেল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অন্ধ ভক্ত হিসেবে পরিচিত জনপ্রিয় ইউটিউবার 'আইশোস্পিড'-কে। থিয়েরি অঁরিদের ব্রডকাস্টিং দলের সঙ্গেই ঘুরছেন তিনি। এক সাংবাদিক তো মজার ছলে জিজ্ঞেসই করে বসলেন, 'মেসিকে এত অপছন্দ করো, তবু কেন ওর ম্যাচ দেখতে চলে এলে?' স্পিড স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে বেরিয়ে গেলেন।

আর্জেন্টিনার ম্যাচ মানেই হসপিটালিটি বক্সে চাঁদের হাট। মারিও কেম্পেস, কার্লোস তেভেজ, জাভিয়ের জানেত্তি, ম্যাক্সি রডরিগেজ থেকে শুরু করে দিয়েগো সিমিওনে-কে নেই সেখানে! তবে এত তারকার ভিড়েও গ্যালারির আসল 'শো স্টপার' কিন্তু একজনই। তিনি আন্তোনেলা রোকুজ্জো। স্বামী লিওনেল মেসি মাঠে খেলবেন আর তিনি বাচ্চাদের নিয়ে গ্যালারিতে থাকবেন না, এমনটা হতেই পারে না।

গোটা ম্যাচজুড়ে চলল তাঁর স্নায়ুর ওঠানামা। কখনও উত্তেজনায় সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, কখনও আবার চিন্তায় নখ কামড়াচ্ছেন। তবে শেষ হাসিটা তিনিই হাসলেন। এমনিতে আন্তোনেলা খুব মিশুকে। হসপিটালিটি বক্সে সাধারণ দর্শকদের আবদার মিটিয়ে হাসিমুখে বেশ কিছুক্ষণ সেলফিও তুললেন। কিন্তু ম্যাচ শেষে বেরোনোর সময় ভিড় এতটাই বেড়ে যায় যে, ফিফার নিরাপত্তারক্ষীরা একপ্রকার ঘেরাটোপ তৈরি করে তাঁকে বের করে আনেন। এদিন তাঁর গায়ে ছিল আর্জেন্টিনার 'মিডনাইট ব্লু' রঙের জার্সি। ভিড়ের মধ্যে তাঁকে চেনা দায়। তবু একদল সমর্থক চিনে ফেলে যখন 'আন্তো, আন্তো' বলে চিৎকার শুরু করলেন, তিনি হাত নেড়ে সাড়াও দিলেন। খেলা কেমন লাগল জানতে চাওয়ায় হাসিমুখে একটাই জবাব দিলেন, 'ভামোস আর্জেন্টিনা!' শুধু স্বামীর সাফল্য নয়, দলের এই চিরস্থায়ী সঙ্গীর মাথায় এখন শুধুই বিশ্বজয়ের ভাবনা।

এস্কোবার হত্যার বদলা মেক্সিকোতে

১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপে আত্মঘাতী গোল করার জন্য কলম্বিয়ার আন্দ্রে এস্কোবারকে খুন হতে হয়েছিল।

কানসাস সিটি, ১২ জুলাই : সুইৎজারল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকেই আবার হুমকি ফোন পেতে শুরু করেছেন কলম্বিয়ার ফুটবলাররা। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সুইসদের বিরুদ্ধে টাইব্রেকার মিস করা জ্যামিন্টন ক্যাম্পাজ তো মৃত্যু হুমকি পেয়ে ভয়ের চোটে কলম্বিয়ায় ফিরতেই চাইছেন না বলে খবর। যা প্রকাশ্যে আসতেই ফুটবল বিশ্বের মনে পড়ে যাচ্ছে ৩২ বছর আগের এক ঘটনা। ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপে একটি আত্মঘাতী গোল করার 'অপরাধে' দেশের মাটিতেই গুলি করে খুন করা হয়েছিল কলম্বিয়ান ডিফেন্ডার আন্দ্রে এস্কোবারকে। তবে অপরাধের যে একদিন শেষ হয়, তার প্রমাণ মিলল অবশেষে। তিন দশক পর চরম পরিণতি ভোগ করতে হল এস্কোবারের মৃত্যুর অন্যতম চক্রীকেও।

সম্প্রতি মেক্সিকোর হুইক্সকুইলুকান শহরের এক রেস্তোরাঁয় গুলি করে খুন করা হয়েছে কুখ্যাত ড্রাগ পাচারকারী স্যান্টিয়াগো গ্যালন হেনাওকে। গত শুক্রবার কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো নিজেই এই খবর নিশ্চিত করেছেন। এই স্যান্টিয়াগো এবং তার ভাই পেদ্রো মিলেই এস্কোবারকে খুনের ছক কষেছিলেন। সেই সময় কলম্বিয়ার মেডেলিন শহর ছিল ড্রাগ মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। কুখ্যাত পাবলো এস্কোবার কার্টেলের সদস্য ছিল এই গ্যালন ভাইয়েরা। ১৯৯৪ সালের ২ জুলাই মেডেলিনের এক নাইট ক্লাবের পার্কিং লটে আন্দ্রে এস্কোবারকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় তাদের গাড়িচালক হামবার্তো মুনোজ কাস্ত্রো। শোনা যায়, মুনোজ যতবার ট্রিগার চেপেছিল, ততবার সে 'গোল' বলে চিৎকার করেছিল।

পরবর্তীতে পুলিশের জেরায় দোষ কবুল করার পর মুনোজের ১১ বছরের জেল হলেও, পর্দার পেছনের আসল মাথা গ্যালন ভাইয়েরা এতদিন অধরাই ছিল। আমেরিকায় তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হলেও, ড্রাগ সাম্রাজ্যের দাপটে তারা ঠিকই পার পেয়ে যায়। তবে স্যান্টিয়াগোর মেক্সিকোতে খুন হওয়ার খবর নিশ্চিত হতেই কলম্বিয়াজুড়ে এক অদ্ভুত স্বস্তি নেমে এসেছে। প্রেসিডেন্ট পেত্রো জানিয়েছেন, এস্কোবার হত্যাকাণ্ড সারাবিশ্বের সামনে কলম্বিয়ার ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল। এতদিন পর অন্যতম অপরাধীর এই পরিণতি হয়তো মৃত ফুটবলারের পরিবার এবং দেশের মানুষকে কিছুটা হলেও শান্তি দেবে।

ব্যর্থতার কানাগলিতে 'অজুহাত' শ্রেয়সের

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ের প্রস্তুতিতে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। বার্মিংহামে রবিবার।

বার্মিংহাম, ১২ জুলাই : আয়ারল্যান্ডের পর এবার ইংল্যান্ড।

ব্যর্থতার সেই চেনা ছবি। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং, ক্রিকেটের সব বিভাগে পর্যুদস্ত হয়ে সিরিজ হার। শুধু হার নয়, হোয়াইটওয়াশের লজ্জা। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের কয়েক মাসের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটে এত বড় ধাক্কা আসতে পারে, ভাবেনি কেউই। অথচ, সেটাই এখন বাস্তব।

বিলেতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ সিরিজ এখন ইতিহাস। ১৪ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। আসন্ন সেই সিরিজের মূল আকর্ষণ নিশ্চিতভাবেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহরা। ইতিমধ্যেই বিলেতে পৌঁছে রোকো-রা অনুশীলনে ডুবে রয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, টি২০ সিরিজে হারের প্রভাব একদিনের সিরিজে পড়বে না তো? বিলেতের মাটিতে সম্ভবত কেরিয়ারের শেষ সফরে বিরাটরা কি পারবেন কোচ গৌতম গম্ভীরকে আগামীর অক্সিজেন দিতে? এর মধ্যেই আসন্ন একদিনের সিরিজ ও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের দল থেকে চোটের কারণে হর্ষিত রানা ও বরুণ চক্রবর্তী ছিটকে গিয়েছেন। দুইজনেরই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। বদলি হিসেবে দুই সিরিজের দলেই প্রিন্স যাদব ও রবি বিষ্ণোইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের মাটিতে খেলা আর বিলেতের বাইশ গজে ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ নেওয়া যে এক বিষয় নয়, সবারই জানা। ভারতের মাটিতে যে লেংথের ডেলিভারি বাউন্ডারিতে চলে যায় অনায়াসে, ইংল্যান্ডের মাঠে সেই শটটাই বাউন্ডারি ফিল্ডারের হাতে যায়। তাছাড়া বিলেতের মাটিতে বল সবসময়ই

হর্ষিত-বরুণের বদলি প্রিন্স-রবি

নড়াচড়া করে। ঘটনা হল, টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা এই বাস্তব জানেন না, এমন নয়। কিন্তু তারপরও কেন টিম ইন্ডিয়ার এমন বেহাল দশা? জবাব কারও জানা নেই। গতরাতে সাদাম্পটনে টি২০ সিরিজের শেষ ম্যাচে হারের পর ভারতীয় সময় মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। তিনি ব্যর্থতার কানাগলিতে 'অজুহাত' খুঁজেছেন। স্পষ্টভাবে কিছুই জানাতে পারেননি। শ্রেয়সের কথায়, 'বিলেতের পরিবেশে কীভাবে খেলতে হয়, কতটা মনোযোগী হতে হয়, কীভাবে নিজেদের প্রয়োগ করতে হয়, নতুনভাবে শিখলাম আমরা। তাছাড়া ভিন্ন পরিবেশে আরও ভালো ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং করা উচিত ছিল। বাস্তবে সেটা হয়নি।' একজন পেশাদার ক্রিকেটারের মুখে এমন কথা কি মানায়? কে জানে!

অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স এখনও জয়ের মুখ দেখেননি। কিন্তু দলের দুর্বলতা তিনি ধরে ফেলেছেন। টি২০ অধিনায়ক শ্রেয়সের কথায়, 'ভালো পিচে আরও ভালো ব্যাটিং করা উচিত ছিল আমাদের। সেটা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ সময় ক্যাচ ফেলেছি আমরা। বোলিংও ধারাবাহিকভাবে ভালো হয়নি। বিলেতের এমন পিচে সব বলে মারতে গেলে চলবে না।' শ্রেয়স মুখে যা বলেছেন, সেটা তাঁর দলের তাবড়, অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা জেনেবুঝেও কাজে করে দেখাতে পারেননি। নিট ফল, ব্যর্থতার কানাগলিতে লজ্জার ইতিহাস টিম ইন্ডিয়ার। আর তার মাঝেই শ্রেয়স খুঁজছেন শুধুই অজুহাত।

লর্ডসে প্রথম মহিলা হিসেবে টেস্টে শতরানের পর ইয়াস্তিকা ভাটিয়া (বাঁয়ে)। অর্ধশতরানের পথে রিচা ঘোষ। রবিবার।

ইয়াস্তিকার শতরানে টেস্ট জয়ের কাছে হরমনরা

ভারত- ২৮৫ ও ৩৪১/৭ ডি.
ইংল্যান্ড- ১৭০ ও ১৩০/৬
(তৃতীয় দিনের শেষে)

লন্ডন, ১২ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে লজ্জার ক্রিকেটে ০-৪ ব্যবধানে সিরিজ হারের যন্ত্রণা উপহার দিয়েছে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। সেই বিলেতের মাটিতেই টেস্ট জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে হরমনপ্রীত কাউরের উইমেন ইন ব্লু। টেস্টের প্রথম দুইদিনে আধিপত্য দেখিয়ে স্মৃতি মান্ধানা, ক্রান্তি গৌড়রা ম্যাচের রাশ শক্ত করে নিয়েছিলেন। রবিবার ২৫৯ রানের লিড নিয়ে শুরু করে টিম ইন্ডিয়া শুরুতেই স্মৃতির উইকেট হারিয়ে ছিল। গতকালের স্কোরের সঙ্গে মাত্র ১ রান যোগ করে সন্তরেই ফিরে যান তিনি। এরপর সোফি এক্লেস্টোন (১১৮/৫) ভারতকে চেপে ধরলেও উইকেটকিপার-ব্যাটার ইয়াস্তিকা ভাটিয়াকে (১১৩) নড়াতে পারেননি। প্রথম মহিলা হিসেবে লর্ডসের বাইশ গজে টেস্টে শতরানের নজির গড়েন তিনি। তবে জেমিমা রডরিগজ (৩), হরমনপ্রীত (১৬) ও দীপ্তি শর্মা (১০) দ্রুত ফিরে যাওয়ায় টেস্টে ইংল্যান্ডের কামব্যাকের ক্ষীণ আশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সাত নম্বরে নেমে রিচা ঘোষের (৫২ বলে অপরাজিত ৫০) আক্রমণাত্মক অর্ধশতরানে ভারতের লিড ৪৫৬ রানে পৌঁছে যায়। ইনিংসটি খেলার পথে রিচা আটটি বাউন্ডারি মারেন। শেষপর্যন্ত ভারত ৩৪১/৭ স্কোরে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে।

বিশাল রানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসেও ইংল্যান্ড শুরু থেকেই খোঁড়াচ্ছে। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ১৩০/৬। ক্রিজে অ্যামি জোনস (৫২) ও সোফি (১)। জোড়া উইকেট নিয়েছেন ক্রান্তি, সায়ালি সাতঘারে ও স্নেহ রানা।

মরকেল-রায়ানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুলাই : কিছুই ঠিকমতো চলছে না ভারতীয় ক্রিকেটে। হিরো থেকে জিরো হয়ে গিয়েছে কুড়ির ক্রিকেটে বিশ্বজয়ী টিম ইন্ডিয়া। আয়ারল্যান্ডের পর ইংল্যান্ডের মাটিতেও সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটে।

টিম ইন্ডিয়ার টানা ব্যর্থতায় সবার আগে কাঠগড়ায় কোচ গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় কোচের দল নির্বাচন থেকে শুরু করে স্ট্র্যাটেজি, সব কিছু নিয়েই রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন। একরাশ বিতর্কও। এমন অবস্থার মধ্যে গতকালই সামনে এসেছিল, গুরু গম্ভীরের দুই সতীর্থ দায়িত্ব ছাড়তে চাইছেন। আজ সেই দুই সতীর্থের নাম সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট ও বোলিং কোচ মর্নি মরকেল- দুইজনই দায়িত্ব ছাড়তে চাইছেন। এমন ভাবনার পিছনে রয়েছে জোড়া কারণ। এক, পরিবার থেকে দীর্ঘসময় দূরে থাকতে গিয়ে রায়ান-মরকেলরা হাঁপিয়ে উঠেছেন। দুই, কোচ গম্ভীরের সঙ্গে তাঁদের দারুণ সম্পর্ক হলেও আপাতত ঠিক বনিবনা হচ্ছে না। ২০২৪ সালে কোচ হিসেবে গম্ভীরের মেয়াদ শুরুর সময় অতীতের সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে একমাত্র ছিলেন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। বিলেতে ভারতীয় দলের বেহাল ফিল্ডিংয়ের প্রদর্শনী দেখার পর দিলীপের চাকরিও নিরাপদ নয় আর। এমন অবস্থায় রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কোচ গম্ভীরের 'ডানা ছাঁটার' লক্ষ্যে মরকেলদের সরিয়ে নতুন সাপোর্ট স্টাফ আনতে চাইছে বোর্ডও। শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, সতীর্থদের পাশে কোচ গম্ভীরেরও আসন টলমল করছে। আগামী অগাস্টে শ্রীলঙ্কার মাটিতে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। সেই সিরিজ কোচ গম্ভীরের জন্য চূড়ান্ত অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে বলে খবর।

মর্নি মরকেল ও রায়ান টেন ডোসেট।

সিএবি এসজিএম স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুলাই : অভিযোগ গুরুতর। সুপ্রিমকোর্ট ও লোধা নিয়ম মেনে চলছে না সিএবি। এই মর্মে রাজ্যের ১৮টি জেলার জেলা শাসক, ১১-১২টি ক্লাব ও একজন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সম্প্রতি সিএবি'র ইলেক্টোরাল অফিসার সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি পাওয়ার পরই ২০ জুলাইয়ের বিশেষ সাধারণ সভা (এসজিএম) আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় সিএবি-তে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেই বৈঠকে সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সদস্যদের জানাবেন কেন ২০ জুলাই এসজিএম করা যাচ্ছে না। বাংলা ক্রিকেট প্রশাসনের বর্তমান পরিস্থিতির কথাও সদস্যদের কাছে তুলে ধরবেন সভাপতি সৌরভ। এদিকে, যুগ্ম সচিব নির্বাচনের লক্ষ্যে আজ ছিল মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন। জানা গিয়েছে, কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি।

উইম্বলডন ট্রফিতে চুম্বন জানিক সিনারের। রবিবার।

সিনারের দ্বিতীয়বার উইম্বলডন জয়

লন্ডন, ১২ জুলাই : উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলসে খেতাবরক্ষায় সফল জানিক সিনার। রবিবার ফাইনালে তিনি ৬-৭ (৭/৯), ৭-৬ (৭/২), ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে হারিয়ে দেন জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভকে। দ্বিতীয় বাছাই জেরেভের বিরুদ্ধে শেষ নয়টি সাক্ষাৎকারেই জয় ছিল ইতালির সিনারের। কিন্তু প্রথমবার উইম্বলডন ফাইনালে নামা জেরেভ প্রথম সেট জিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সেটও তিনি টাইব্রেকারে নিয়ে যান। কিন্তু দ্বিতীয় সেট জিতে নেওয়ার পরই অন্য চেহারায় পাওয়া যায় সিনারকে। পরবর্তী দুইটি সেট জিতে তিনি টানা দ্বিতীয় বছর উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন হলেন। সব মিলিয়ে তাঁর গ্র্যান্ড স্লামের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচটি। এদিন হারের পর গতকাল মহিলাদের সিঙ্গলসের রানার্স ক্যারোলিনা মুচোভার সুরে জেরেভ বলেছেন, 'জানিক, আমি তোমাকে একটুও আর সহ্য করতে পারছি না।' এদিন ফাইনাল দেখতে গিয়েছিলেন বৈভব সূর্যবংশী, অভিষেক শর্মা, যুবরাজ সিংরা।

বিশ্বকাপে

প্রথম সেমিফাইনাল
ফ্রান্স বনাম স্পেন
১৫ জুলাই, রাত ১২.৩০ মিনিট

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
ইংল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা
১৬ জুলাই, রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটচ৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

আজ লিগ অভিযান শুরু সবুজ-মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুলাই : খাতায়-কলমে এবার কলকাতা লিগের অন্যতম শক্তিশালী দল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। দীপেন্দু বিশ্বাস, কিয়ান নাসিরিদের থেকে মাঠেও তার প্রতিফলন দেখতে চাইছেন কোচ বাস্তব রায়।

সোমবার ঘরের মাঠে লিগে অভিযান শুরু করছে সবুজ-মেরুন। প্রতিপক্ষ পাঠচক্র। গত মরশুমে বড় দলগুলিকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিল এই পাঠচক্র। যদিও এবার নতুন করে দল সাজিয়েছে তারা। বাগান কোচ বাস্তবের স্বীকারোক্তি, 'অচেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।' প্রথম ম্যাচের আগে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা লিগের জন্য চারজন অধিনায়ক কিয়ান, সুহেল আহমেদ ভাট, অভিষেক সূর্যবংশী ও দীপেন্দুর নাম ঘোষণা করল মোহনবাগান।

এবারই ইস্টবেঙ্গলের ঘর ভেঙে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছিনিয়ে নিয়েছে সবুজ-মেরুন। লিগ শুরুর আগে সায়ন জানালেন, মোহনবাগান জার্সিতে নিজের অতীতের পারফরমেন্সকে ছাপিয়ে যেতে চান। তিনি বলেছেন, 'কলকাতা লিগে ভালো খেলে সিনিয়ার দলে জায়গা করে নেওয়াই লক্ষ্য।'

টেস্ট থেকে ছাঁটাই কোচ ম্যাককুলাম

লন্ডন, ১২ জুলাই : অধিনায়ক বেন স্টোকসের অবসর। সেই অবসরের সিদ্ধান্তের কয়েকদিনের মধ্যে ইংল্যান্ড ক্রিকেটে আরও বড় ধাক্কা এল আজ। টেস্ট কোচের পদ থেকে 'ছাঁটাই' হলেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। ইসিবি তাঁকে টেস্ট দলের কোচের পদ থেকে সরিয়ে দিলেও সাদা বলের ক্রিকেটে কাজ চালিয়ে যাবেন বাজ (ম্যাককুলামের ডাকনাম)। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আজ এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। খারাপ লাগলেও সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন ম্যাককুলামও। ইসিবি-র এমন সিদ্ধান্ত তাঁকে হতাশ করলেও ম্যাককুলাম বলেছেন, 'অবশ্যই আমি হতাশ। এই কাজটাই সবচেয়ে ভালো পারি আমি। তবে ইসিবি'র সিদ্ধান্তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। ইংল্যান্ড টেস্ট দলকে আগামীর শুভেচ্ছা। আপাতত ইংল্যান্ডের সাদা বলের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করতে চাই।' ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সিইও রিচার্ড গোল্ড জানিয়েছেন, আগামীর লক্ষ্যে সঠিক সময়েই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যের অ্যাসেজ সিরিজ। তার আগে নতুন কোচ ও অধিনায়ককে নিয়ে সাফল্যের লক্ষ্যে সামনে তাকাতে চায় ইংল্যান্ড। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড টেস্ট দলের আপাতত কোনও অধিনায়ক ও কোচ নেই।

এদিকে, রাতের দিকের খবর, ম্যাককুলামের পরিবর্ত হিসেবে আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে চাইছে ইসিবি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন দুর্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : গেটবাজারে শিলিগুড়ি ইয়ুথ ক্যারম অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত দ্য মাস্টার্স কাপ সিঙ্গলস ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দুর্জয় ঘোষ। ফাইনালে তিনি ২-০ সেটে হারিয়েছেন সৌম্যজিৎ চক্রবর্তীকে। সেমিফাইনালে দুর্জয় জিতেছেন নিত্যগোপাল কুণ্ডুর বিরুদ্ধে। সৌম্যজিৎ হারিয়ে দেন সাগর কবিরাজকে। স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে নিত্যগোপালকে পরাস্ত করে সাগর তৃতীয় হয়েছেন।

ট্রফি নিচ্ছেন দুর্জয় ঘোষ।

জর্জকে হারিয়ে লিগ শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৩
(জেসিন, জাস্টিন, বিলাল)
জর্জ টেলিগ্রাফ-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুলাই : কলকাতা লিগে ঢাকি কাঠি পড়ে গেল। জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয় দিয়ে লিগ সূচনা করল ইস্টবেঙ্গল। অথচ কলকাতা ময়দানের মন পড়ে বিশ্বকাপ ফুটবলে।

রবিবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবারের কলকাতা লিগের সূচনা হল। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, পূর্তমন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার, এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে প্রমুখ। জাতীয় সংগীত 'জনগণমন' ও 'বন্দেমাতরম' সুরের মূর্চ্ছনায় ভাসিয়ে লিগে বল গড়াল। এদিন সদস্য গ্যালারিতে বসে কিছুক্ষণ ম্যাচ দেখলেন খোদ ক্রীড়ামন্ত্রী।

বিশ্বকাপ মোহে আচ্ছন্ন সমর্থকরা

রাত জেগে বিশ্বকাপের দেখার পরে শরীরে ক্লান্তি নিয়েও লাল-হলুদ সমর্থকরা মাঠে এসেছিলেন দলকে সমর্থন করতে। মাঠে তখন জেসিন টিকে, পিভি বিষ্ণুদের দাপট চলছে। অথচ সমর্থকদের চোখে ভাসছে জুডে বেলিংহাম, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডদের ফুটবল। লাল-হলুদের পারফরমেন্সের পরিবর্তে সমর্থকরা তর্কে মেতে উঠেছিলেন আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স নিয়ে।

২৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন জেসিন। প্রথমার্ধে সংযোজিত পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোল জোসেফ জাস্টিনের। ৮৬ মিনিটে তৃতীয় গোল করেন মহম্মদ বিলাল। তবে ম্যাচের শেষদিকে যেভাবে ব্যারেটোর দল চাপ বাড়িয়েছিল তাতে লাল-হলুদ রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে উল্লাস মল্লিক ইলেভেন মেডিকেলের।

সেরা মল্লিক ইলেভেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : দলিত কমিউনিটির ডঃ বিআর আম্বেদকর ফুটবল কাপ চ্যালেঞ্জ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মল্লিক ইলেভেন মেডিকেল। টিকিয়াপাড়া মাঠে রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে এসকে রয়্যালস শ্রী মনোজকুমার রাউতের বিরুদ্ধে। ১২ দলীয় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার মনজিৎ সিং। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি ছাড়াও যথাক্রমে ১০ এবং ৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

জোড়া গোল সুপেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে রেবতী রমন মিত্র, কালীকৃষ্ণ রায় ও বিশ্বনাথ নন্দী ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে রবিবার তরাই মর্নিং ৩-১ গোলে বাপি স্মৃতি ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। সুপেন বর্মন জোড়া করে। তরাইয়ের অন্য গোলটি রাঘব মাহাতোর। বাপির গোলস্কোরার রীতেশ দাস। সোমবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে নামবে নকশালবাড়ি ফুটবল কোচিং সেন্টার। সন্তোষকুমার সরকার, বিনয়ভূষণ দাস ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে উইনার্স টাইব্রেকারে ১-০ গোলে তরাই মর্নিং ফুটবল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা উইনার্সের ধীরাজ বর্মন। সোমবার খেলবে ভিএনসি মর্নিং সকার ও বিবাদী ফুটবল অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে ধীরাজ বর্মন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা অংশুমান বিশ্বাস - কে 13.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86C 39649 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল কিন্তু আমি কখনও ভাবিনি যে আর্থিক সহায়তা ছাড়া তা কীভাবে সম্ভব হবে। ডিয়ার লটারি আমাকে বিপুল আর্থিক সহায়তা দিয়েছে কারণ আমি এখন কোটিপতি হয়েছি। এই আনন্দের মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারিকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।